

প্রাণীর বিভিন্নতা ও শ্রেণিবিন্যাস

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

প্রতিসাম্য :

প্রতিদেহকে কোনো অক্ষ বা তল বরাবর সদৃশ সমান অংশে বিভাজন করার নিয়মকে প্রতিসাম্য বলে।

৩ বিভিন্ন ধরনের প্রতিসাম্যতা :

প্রতিসাম্যতার ধরন	উদাহরণ
১. গোলায়	<i>Volvox</i> , <i>Radiolaria</i> , <i>Heliozoa</i>
২. উরীয়	হাইড্রা, জেলিফিশ (<i>Aurelia</i>), সাঁ অক্লিনন (<i>Metridium</i>)
৩. দ্বিঅরীয়	<i>Ctenophora</i> জাতীয় প্রাণীর দেহ
৪. দ্বিপাক্ষীয়	প্রজাপতি, ব্যাঙ, মানুষ
৫. অপ্রতিসাম্য	স্পঞ্জ, শামুক

৬ Porifera (পরিফেরা বা ছিদ্রাল প্রাণী) :

বিজ্ঞানী Robert Grant (1836) সর্বপ্রথম Porifera পর্বটির নামকরণ করেন। এ পর্বের প্রাণীগুলো সাধারণত স্পঞ্জ নামে পরিচিত।

৬ Porifera পর্বভুক্ত প্রাণীর উদাহরণ :

পর্বভুক্ত প্রাণীর নাম	দ্বিপদ নাম
সাইকন	<i>Scypha gelatinosum</i>
মিঠা পানির স্পঞ্জ	<i>Spongilla lacustris</i>
ক্লাথিরিনা	<i>Clathyrina sp.</i>

৬ Porifera পর্বভুক্ত প্রাণীর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ :

• অস্ত্রী ও অসকুলাম • নালিতন্ত্র • কোয়ানোসাইট কোষ • স্পঞ্জোসিল

৬ Cnidaria পর্বভুক্ত প্রাণীর উদাহরণ :

পর্বভুক্ত প্রাণীর নাম	দ্বিপদ নাম
হাইড্রা	<i>Hydra vulgaris</i>
জেলিফিশ	<i>Aurelia aurita</i>
সমুদ্র পাখা	<i>Gorgonia ventalina</i>

৬ Cnidaria পর্বভুক্ত প্রাণীর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ :

• দ্বিতরী • মেসোগ্রিয়া • পলিপ ও মেডুসা
• সিলেন্টরন • নিডোসাইট কোষ ও নেমাটোসিস্ট

৬ Platyhelminthes পর্বভুক্ত প্রাণীর উদাহরণ :

পর্বভুক্ত প্রাণীর নাম	দ্বিপদ নাম
যকৃৎ কৃমি	<i>Fasciola hepatica</i>
ফিতা কৃমি	<i>Taenia solium</i>
গ্রানেরিয়া	<i>Dugesia tigrina</i>

৬ Platyhelminthes পর্বভুক্ত প্রাণীর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ :

• ত্রিষ্টরী • অসম্পূর্ণ পৌষ্টিকতন্ত্র • শিথাকোষ
• চ্যাপ্টাদেহ • হৃক বা চোষক

৬ Nematoda পর্বভুক্ত প্রাণীর নাম ও উদাহরণ :

পর্বভুক্ত প্রাণীর নাম	দ্বিপদ নাম
গোলকৃমি	<i>Ascaris lumbricoides</i>
চোখ কৃমি	<i>Loa loa</i>
ফাইলেরিয়া কৃমি	<i>Wuchereria bancrofti</i>

৬ Nematoda পর্বভুক্ত প্রাণীর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ :

• দ্বিপাক্ষীয় প্রতিসম • নলাকারদেহ • পরিপাকনালি সম্পূর্ণ • বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুঠ

৬ Mollusca (মলাস্কা বা কসোজ প্রাণী) :

বিজ্ঞানী Jonston (1650) Mollusca পর্বের নামকরণ করেন। পর্বটির প্রাণীগুলো molluscas বা mollusks বা নরম দেহ বা কসোজ প্রাণী নামে পরিচিত। Mollusca শ্রেণিভুক্ত প্রাণীর দ্বিতীয় বৃহত্তম পর্ব।

৬ Mollusca পর্বভুক্ত প্রাণীর উদাহরণ :

পর্বভুক্ত প্রাণীর নাম	দ্বিপদ নাম
আপেল শামুক	<i>Pila globosa</i>
কিনুক	<i>Lamellidens marginalis</i>
অক্টোপাস (Devil fish)	<i>Octopus vulgaris</i>

হলবানী শামুক → *Achatina fulica* (ফসলের পেট)

৬ Mollusca পর্বভুক্ত প্রাণীর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ :

• মাংসল দেহ • ম্যান্টল • র্যাডুলা • টিনিডিভা
• নেফ্রিডিয়া • ভিসেরাল মাস • খোলস

৬ Annelida পর্বভুক্ত প্রাণীর উদাহরণ :

পর্বভুক্ত প্রাণীর নাম	দ্বিপদ নাম
লাং ওয়ার্ম	<i>Arenicola sp.</i>
কঁচো	<i>Metaphire posthuma</i>
জোক	<i>Hirudinaria granulosa</i>

৬ Annelida পর্বভুক্ত প্রাণীর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ :

• ট্রোকোফোর • প্যারাপোডিয়া • নেফ্রিডিয়া • দেগমেন্ট

৬ Arthropoda পর্বভুক্ত প্রাণীর উদাহরণ :

পর্বভুক্ত প্রাণীর নাম	দ্বিপদ নাম
মাকড়সা	<i>Lycosa lenta</i>
প্রজাপতি	<i>Pieris brassicae</i>
রেশমপোকা	<i>Bombyx mori</i>

৬ Arthropoda পর্বভুক্ত প্রাণীর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ :

• সন্ধিযুক্ত উপাদ • পৃষ্ঠাঙ্কি • অ্যান্টেনা
• মুখোপাদ • রূপান্তর • হিমোসিল

৬ Echinodermata পর্বভুক্ত প্রাণীর নাম ও উদাহরণ :

পর্বভুক্ত প্রাণীর নাম	দ্বিপদ নাম
সাগর আর্চিন	<i>Echinus esculentus</i>
পালক স্টার	<i>Antedon bifida</i>
সমুদ্র তারা	<i>Asterias rubens</i>

৬ Echinodermata পর্বভুক্ত প্রাণীর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ :

• পঞ্চঅরীয় প্রতিসম • বিমৌখিক তল • পানি সংবহনতন্ত্র
• নালিকাপদ • মুক্ত সঁতারুনাড়া

৬ কর্ডাটা পর্বের অন্তর্গত উপপর্বের বিশেষ নাম :

উপপর্বের নাম	বিশেষ নাম
Cephalaspidomorphi	ল্যামপ্রে (Lamprey)
Actinopterygii	রশ্মিময়-পাখনাবিশিষ্ট মাছ
Sarcopterygii	পিভাকার-পাখনাবিশিষ্ট মাছ
Urochordata	সাগর ফোয়ারা (Sea squirt)
Vertebrata	Craniata
Myxini	হ্যাগফিশ (Hagfish)

Part 2

At a glance

- Biodiversity শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন- Walter G. Rosen
- কোনো প্রজাতির জিনগত বৈচিত্র্য বেশি হলে- বিলুপ্তির আশঙ্কা কমে
- বিশ্বের সকল মানুষই হলো- *Homo sapiens*
- জীববৈচিত্র্যের মৌলিক ধাপ হচ্ছে- প্রজাতি বৈচিত্র্য
- যে অঞ্চলে প্রজাতি বৈচিত্র্য বেশি তাকে বলে- জীববৈচিত্র্যের হটস্পট
- মুরগীর জন্ম পর্যবেক্ষণের সময় প্রাণীর তিনটি জগীয় স্তর আবিষ্কার করেন- বিজ্ঞানী হেনস ক্রিস্টিয়ান প্যানডার (1817)
- ডিউটারোস্টোমিয়া প্রাণীর জগৎ গঠিত হয়- আর্কেটেরন
- দ্বিস্তরী/ডিপ্রোব্লাস্টিক পর্বের প্রাণী- Cnidaria
- অরীয় বা Radial প্রতিসাম্য-এর উদাহরণ- Cnidaria
- চতুরীয় প্রতিসাম্য/Tetramerism-এর উদাহরণ- জেলিফিশ
- পঞ্চঅরীয় প্রতিসাম্য/Pentamerism-এর উদাহরণ- Echinodermata
- বিসদৃশ খণ্ডায়নের উদাহরণ- পতঙ্গের দেহ
- সাইজোসিলাস সিলোম- Annelida, Arthropoda, Mollusca
- এন্টারোসিলাস সিলোম- Echinodermata, Chordata
- দেহে পৌষ্টিক নালি থাকে না বলে porifera পর্বের প্রাণীদের বলা হয়- প্যারাজোয়া
- সিলিয়া ও ফ্ল্যাজেলাযুক্ত উপাঙ্গ থাকে- প্রোটোজোয়াতে
- অ্যান্টেনা ও স্টাইল থাকে- আর্থ্রোপোডাতে
- অখণ্ডায়িত পর্ব-এর উদাহরণ- Mollusca ও Echinodermata পর্বের প্রাণী
- বিজ্ঞানী হেকেল প্রাণিজগৎকে ভাগ করেন- প্রোটোজোয়া ও মেটাজোয়া-য়
- Five kingdom classification-এর প্রবর্তন করেন- R.H. Whittaker
- শ্রেণিবিন্যাসের Category/আবশ্যিক ধাপ- ৭টি
- প্রতিটি ধাপকে বলা হয়- Category
- ট্যাক্সন হলো- শ্রেণিবদ্ধগত একক
- প্রাণিজগতের প্রধান পর্ব- ৯টি
- প্রকৃতিতে নন কর্ডাটা প্রাণীর সংখ্যা- ৯৫-৯৭%
- ননকর্ডাটা দলের প্রধান পর্ব- ৮টি
- প্রাণিজগতে বিদ্যমান পর্বের মধ্যে কর্ডাটা জাতীয় পর্ব- ১টি
- দেহ প্রাচীরে অস্টিয়া নামক অসংখ্য ছিদ্র থাকে- Porifera-য়
- কোয়ানোসাইট বা কলার কোষ থাকে- Porifera-তে
- দেহগহ্বর Spongocoel বা প্যারাগ্যাস্ট্রিক গহ্বর থাকে- Porifera-তে
- Porifera পর্বভুক্ত প্রাণীর নির্মিত- কাইটিন ও চুন দিয়ে
- নিভারিয়া পর্বের সদস্যদের মৌলিক একক- পলিপ ও মেডুসা
- পরিপাক-সংবহন বা গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার গহ্বর বিদ্যমান- Cnidaria-তে
- প্রবাল প্রাচীর গড়ে তোলে- নিভারিয়া পর্বের প্রাণীরা
- মুক্তজীবী বা সাতারু দশা বিদ্যমান- যৌন দশায়
- Metagenesis দেখা যায়- Cnidaria পর্বের প্রাণীতে
- Cnidaria পর্বের প্রাণীদের দেহ প্রাচীর- বিস্তারী কোষযুক্ত বা ডিপ্লোব্লাস্টিক
- Cnidaria পর্বের প্রাণীদের দেহভ্যন্তরে গহ্বর হলো- সিলেন্টেরন
- Platyhelminthes পর্বটির নামকরণ করেন- Gogenbour
- রেচনতন্ত্র গঠিত হয়- শিখাকোষ, প্রোটোনেফ্রিডিয়া বা সালেনোসাইড
- সিনসাইসিয়াল টেগুমেন্ট দেখা যায়- Platyhelminthes-এ
- শামুক জ্বর সৃষ্টি করাকে বলে- Schistosomiasis
- Nematoda পর্বটির নামকরণ করেন- Gogenbour
- Nematoda পর্বের প্রাণীগুলো- Thread worm or round worm নামে পরিচিত
- নলের ভিতর নল (Tube within a tube) বলা হয়- Nematoda-দের
- Sexual dimorphism দেখা যায়- Nematoda-য়
- ২য় বৃহত্তম পর্ব- Mollusca
- নরম দেহ বা কস্মোজ প্রাণী নামে পরিচিত- Mollusca পর্বের প্রাণী
- Mollusca পর্বটির নামকরণ করেন- Jonston
- Mollusca পর্বের প্রাণীদের shell তৈরি হয়- ক্যালসিয়াম দিয়ে
- ম্যান্টল নামক পাতলা আবরণে আবৃত থাকে- Mollusca
- রেতি-জিহ্বা (Radula) থাকে- Mollusca পর্বের প্রাণীতে
- রিংওয়ার্ম নামে পরিচিত- Annelida পর্বের প্রাণী

- Annelida তে রেচন অঙ্গ- Nephridia
- Annelida তে থাকে না- লোহিত রক্তকণিকা
- Annelida পর্বের প্রাণীদের বলা হয়- Ringed worm বা অলুরিমাল
- দেহের প্রতিটি খণ্ডকে বলে- নেফ্রিডিয়া
- জীবনচক্রে লার্ভা থাকে- Trochophore larva
- Arthropoda-র রেচনঅঙ্গ- ম্যালপিগিয়ান নালিকা
- প্রাণিজগতে বৃহত্তম পর্ব- Arthropoda (প্রায় ৮০%)
- অঞ্চলায়ন বা Tagmatization দেখা যায়- Arthropoda-র শ্রেণিবিন্যাসে
- সবুজ গ্রন্থি পাওয়া যায়- Arthropoda-য়
- সিলোম নালি পাওয়া যায়- Arthropoda-য়
- একাইনোডার্মাটা পর্বটির নামকরণ করেন- Jacob Klein
- পেডিসিলারি নামক বহিঃকঙ্কাল থাকে- Echinodermata-য়
- Water vascular system বিদ্যমান- Echinodermata-য়
- Haemal ও Perihemal সংবহন তন্ত্র থাকে- Echinodermata-য়
- Echinodermata পর্বভুক্ত প্রাণীর বহিঃকঙ্কালের নাম- পেডিসিলারি
- Pharyngeal gill slits থাকে- Chordata পর্বের প্রাণীদের
- Nerve cord পাওয়া যায়- Chordata পর্বের প্রাণীদের
- স্থিতিস্থাপক ও নিরেট নটোকর্ড থাকে- Chordata পর্বের প্রাণীদের
- গলবিলের নিচে এন্ডোস্টাইল থাকে- Chordata পর্বের প্রাণীদের
- রক্ত সংবহনতন্ত্র বদ্ধ প্রকৃতির হয়- Chordata পর্বের প্রাণীদের
- সাগর ফোয়ারা নামে পরিচিত- Urochordata
- প্রাণীর দেহ ক্ষীতকায় বা নলাকার হয়- Ascidiacea
- প্রাণীর দেহ লেবু বা পেঁপে আকৃতির হয়- Thaliacea
- প্রাণীর দেহ বাকী ব্যাঙাচি আকৃতির- Larvacea
- Urochordata উপপর্বের প্রাণীদের নটোকর্ড থাকে- লেজে
- গলবিলে অসংখ্য ফুলকা রক্ত উপস্থিত- Cephalochordata প্রাণীদের
- দেহের দুপাশে ">" আকারে মায়োটোম পেশি থাকে- Cephalochordata
- পূর্ণাঙ্গ সেফালোকর্ডেটদের পেশিখণ্ড বা সোমাইটকে বলে- মায়োটম
- Cephalaspidomorphi শ্রেণিভুক্ত মাছগুলোর সাধারণ নাম- শ্যামশ্রে
- Vertebrata উপপর্বের আরেক নাম- Craniata
- মস্তিষ্ক অবস্থান করে- Cranium-এর অভ্যন্তরে
- সুস্থলীকাণ্ডকে ঘিরে রাখে- অস্থিময় অথবা তরুণাঙ্গিময় আবরণ
- গলবিলের উভয় পাশে ফুলকারক্ত থাকে- ৫-১৫ জোড়া
- চলন অঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়- পাখনা বা পদ
- প্র্যাকয়েড (Placoid) আইশ-এ আবৃত- Chondrichthyes
- Chondrichthyes-এ পুচ্ছ পাখনার ধরন- হেটারোসার্কাল
- কোন শ্রেণির প্রাণীর দেহ সম্পূর্ণ কোমলাচ্ছি নির্মিত- Chondrichthyes
- Scoliodon laticaudus-এর আইশ- প্র্যাকয়েড
- হাঙরের পুচ্ছ পাখনার ধরন- হেটারোসার্কাল
- সাইক্রয়েড বা টিনয়েড আইশে আবৃত- Actinopterygii-র অন্তর্ভুক্ত মাছ
- Actinopterygii-র অন্তঃকঙ্কাল- সম্পূর্ণ অস্থিময়
- Swim bladder থাকে- Actinopterygii-দের
- জীবিত মাছের মধ্যে Actinopterygii-র শ্রেণিভুক্ত- ৯৬%
- Sarcopterygii শ্রেণিভুক্ত মাছ হলো- অস্থিময় অন্তঃকঙ্কালযুক্ত
- Sarcopterygii মাছ বর্তমানে জীবিত আছে- ৮ প্রকারের
- Sarcopterygii মাছ যে প্রকারের আইশে আবৃত থাকে- গ্যানয়েড ও কস্ময়েড
- Sarcopterygii-র পুচ্ছ পাখনা হলো- ডাইফিসার্কাল ধরনের
- Sarcopterygii-এর হৃৎপিণ্ড- ২ প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট
- চতুষ্পদী (tetrapod) নামে পরিচিত- Amphibia
- জীবনচক্রে ট্যাডপোল লার্ভা দশা থাকে- Amphibia-দের
- Amphibia-দের শ্বসনে সাহায্য করে- ত্বক
- Amphibia-র আঙুল থাকে- অঙ্গপদে চারটি ও পশ্চাৎপদে পাঁচটি
- Amphibia-দের হৃৎপিণ্ড- তিন প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট
- Amphibia-র লার্ভা দশায় শ্বসন ঘটে- ফুলকার সাহায্যে
- Amphibia পরিণত অবস্থায় শ্বাসকার্য চালায়- ফুসফুস দিয়ে
- Reptilia-র দেহ আবৃত- আইশ বা শক্ত স্কেট দিয়ে

- JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
- Reptilia-র পায়ে আঙুল থাকে- ৫টি
 - Reptilia-র একমাত্র শ্বসন অঙ্গ- ফুসফুস
 - Reptilia-র দ্ব্যধিপ- চার প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট (অসম্পূর্ণভাবে)
 - সরীসৃপদের (স্বর্ণযুগ) যুগ বলা হয়- Mesozoic Era-কে
 - ক্যারাপেসে আবৃত থাকে- Reptilia (Crocodyle) প্রাণীদের দেহ
 - Aves-এর দেহ আবৃত থাকে- পালকে
 - Aves-এর অঙ্গপদ রূপান্তরিত হয়- ডানায়
 - Aves অস্থিগুলো- Pneumatic
 - Aves-এর দ্ব্যধিপ- ৪ প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট

Part 3

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিগত প্রশ্নোত্তর

০১. গাটের কোন অংশ খাদ্য শোষণ করে? [NU-Science : 14-15]
 (A) Crop (B) caecum
 (C) ilcum (D) Rectum **Ans(C)**
০২. নিচের কোনটি Arthropoda-র বৈশিষ্ট্য নয়? [NU-Science : 12-13]
 (A) খণ্ডিত দেহাংশ (B) অস্ত্রকক্ষাল-এর উপস্থিতি
 (C) জোড়া পা-সমূহ (D) দ্বি-পাশীয় প্রতিসাম্য **Ans(B)**
০৩. পৃথিবীর সর্বাধিক জীববৈচিত্র্য অঞ্চলকে কি বলে? [NU-Science : 12-13]
 (A) Greep Spot (B) Hot Spot
 (C) Safe Spot (D) White Spot **Ans(B)**
০৪. শিখা কোষ কোন তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত? [NU-Science : 11-12]
 (A) জননতন্ত্র (B) রেচনতন্ত্র (C) পরিপাকতন্ত্র (D) কক্ষালতন্ত্র **Ans(B)**
০৫. আরশোলার রক্ত কণিকালোকে বলে- [NU-Science : 09-10]
 (A) হিমোসাইট (B) মাইট্রোকড্রিয়া (C) লিউকোসাইট (D) ফ্যাগোসাইট **Ans(A)**
০৬. আরশোলার সঞ্চিত খাদ্য হলো- [NU-Science : 08-09]
 (A) গ্লুকোজ (B) গ্রাইকোজেন (C) কার্বোহাইড্রেট (D) প্রোটিন **Ans(B)**
০৭. কোনটি আরশোলার রেচন অঙ্গ? [NU-Science : 06-07]
 (A) নেফ্রিডিয়াম (B) ম্যালপিজিয়ান নালিকা
 (C) বৃক্ক (D) মেসেন্টেরন **Ans(B)**
০৮. কোন প্রোটিতে প্রজাতির সংখ্যা সর্বাধিক? [NU-Science : 04-05]
 (A) ইনসেক্টা (B) ক্রাস্টেশিয়া (C) হাইড্রোজোয়া (D) ম্যাশলিয়া **Ans(A)**

Part 4

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

০১. "Holothuria tubulosa" কোন পর্বের প্রাণী? [GST-A : 23-24]
 (A) নেমাটোড (B) একাইনোডার্মাটা (C) অ্যানিলিডা (D) মোলাস্কা **Ans(B)**
০২. কোন পর্বের প্রাণীদের দেহে পানি সংবহনতন্ত্র থাকে? [GST-A : 22-23]
 (A) Echinodermata (B) Annelida
 (C) Arthropoda (D) Mollusca **Ans(A)**
০৩. গোর প্রোবিন্যান্সের কততম স্তর? [CoU-A : 19-20]
 (A) ১ম স্তর (B) ২য় স্তর (C) ৩য় স্তর (D) ৪র্থ স্তর **Ans(C)**
০৪. সরীসৃপ সংক্রান্ত ধ্রুপদে কী বলা হয়? [BU-A : 19-20]
 (A) হারপেটোলজি (B) অরনিথলজি (C) ম্যামালজি (D) ম্যালাকোলজি **Ans(A)**
০৫. স্যালামান্ডার কোন বর্গের প্রাণী? [BU-A : 19-20]
 (A) Anura (B) Crocodilia
 (C) Gymnophiona (D) Caudata **Ans(D)**
০৬. ভিম পাড়ে এমন স্তন্যপায়ী প্রাণী- [BU-A : 19-20]
 (A) ইন্দুর (B) বনরুই (C) হংসচক্কু (D) কাঠবিড়াল **Ans(C)**
০৭. অ্যাম্পেস চরটি এক পচনপদে পাঁচটি আঙুল আছে এমন প্রোটি কোনটি? [SUST-A : 19-20]
 (A) Amphibia (B) Reptilia (C) Aves
 (D) Mammalia (E) Insecta **Ans(A)**
০৮. প্যারাপোডিয়া বিদ্যমান কোনটিতে? [PUST-A : 19-20]
 (A) Mollusca (B) Annelida (C) Arthropoda (D) Chordata **Ans(B)**

Part 5

সম্ভাব্য MCQ

০১. র্যাডুলা কোন পর্বের প্রাণীর বৈশিষ্ট্য?
 (A) মোলাস্কা (B) নেমাটোড (C) আর্থ্রোপোডা (D) নিডারিয়া **Ans(A)**
০২. চার প্রকোষ্ঠ দ্ব্যধিপবিশিষ্ট সরীসৃপ-
 (A) মডিয়াল (B) টিকটিকি (C) সামুদ্রিক কাছিম (D) কুমির **Ans(D)**
০৩. "রশ্মিময় পাখনাবিশিষ্ট মাছ" নামে পরিচিত কোন প্রোটি?
 (A) Myxini (B) Chondrichthyes
 (C) Actinopterygii (D) Sarcopterygii **Ans(C)**
০৪. সম্পূর্ণ চার-প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট দ্ব্যধিপ কোন প্রাণীতে দেখা যায়?
 (A) টিকটিকি (B) কুমির (C) কচ্ছপ (D) সাপ **Ans(B)**
০৫. তরুণাঙ্ঘ্রিধারী হাঙর মাছে কোন ধরনের আঁশ থাকে?
 (A) গ্যানয়েড (B) রথয়েড (C) টিনয়েড (D) প্র্যাকয়েড **Ans(D)**
০৬. কোনটি আর্থ্রোপোডা পর্বের প্রাণী?
 (A) জেলি ফিশ (B) স্টার ফিশ (C) সিলভার ফিশ (D) গোল্ড ফিশ **Ans(C)**
০৭. গ্রীষ্ম নিদ্রায় যায় কোন প্রাণী?
 (A) শকুন (B) সাপ (C) গিরগিটি (D) চিংড়ি মাছ **Ans(C)**
০৮. নিম্নের কোনটিতে হোমোসার্কাল (Homocercal) লেজ বিদ্যমান?
 (A) রুই মাছ (B) ব্যাঙ (C) মাছ (D) মশা **Ans(A)**
০৯. গোখরা সাপের বৈজ্ঞানিক নাম?
 (A) Naja naja (B) Cairina moschata
 (C) Columba livia (D) Cavia porcellus **Ans(A)**
১০. উচ্চর প্রাণীর দ্ব্যধিপে কয়টি প্রকোষ্ঠ থাকে?
 (A) দুই (B) তিন (C) চার (D) পাঁচ **Ans(B)**
১১. কোন অঙ্গ অ্যাক্সিবিয়া প্রোটির প্রাণীর শ্বসনে সাহায্য করে?
 (A) ফুসফুস (B) ফুলকা (C) ভেজা ত্বক (D) মুখ **Ans(A)**
১২. অ্যানিলিডার বৈশিষ্ট্য কোনটি?
 (A) কিউটিকলে আবৃত ও প্রকৃত খণ্ডায়ন আছে (B) রক্তে অ্যামিবেোসাইট থাকে
 (C) শক্ত, অরীয় প্রতিসম (D) শিখা কোষ থাকে **Ans(A)**
১৩. আর্থ্রোপোডা কোনটি?
 (A) Pila globosa (B) Pinctada vulgaris
 (C) Hirudinaria medicinalis (D) Musca domestica **Ans(D)**
১৪. রেশম মথ যে বর্গের অন্তর্ভুক্ত?
 (A) Lepidoptera (B) Coleoptera
 (C) Hymenoptera (D) Redemira **Ans(A)**
১৫. ম্যান্টল নামক পাতলা আবরণে কোন পর্বের প্রাণীর দেহ আবৃত থাকে?
 (A) আর্থ্রোপোডা (B) মলাস্কা (C) একাইনোডার্মাটা (D) সিলেন্টেরন **Ans(B)**
১৬. প্রাণীর নামকরণে আন্তর্জাতিক সংস্থা কোনটি?
 (A) FAO (B) ICZN (C) ILO (D) ICBN **Ans(B)**
১৭. কর্ডাটাতে থাইরয়েড গ্রন্থিতে রূপান্তরিত হয় যে অঙ্গ-
 (A) সিলেন্টেরন (B) এডোস্টাইল (C) কোয়ানোসাইট (D) র্যাডুলা **Ans(B)**
১৮. নিচের কোনটি ইউসিলোমেট?
 (A) মলাস্কা (B) হাইড্রা (C) নেমাটোডা (D) যক্ক কুমি **Ans(A)**
১৯. প্রাণিজগতের কোন পর্বের প্রাণীদের প্রধান রেচন অঙ্গ 'নেফ্রিডিয়া' নামে পরিচিত?
 (A) Mollusca (B) Annelida
 (C) Platyhelminthes (D) Porifera **Ans(B)**
২০. সিলোমাইন পর্ব কোনটি?
 (A) Nematoda (B) Chordata
 (C) Annelida (D) Platyhelminths **Ans(D)**
২১. সর্বাধিক সংখ্যক প্রজাতি বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রাণী পর্ব হলো-
 (A) কর্ডাটা (B) আর্থ্রোপোডা (C) মলাস্কা (D) প্রোটোজোয়া **Ans(B)**
২২. নিডেরিয়ানদের দংশন অঙ্গাণু কোনটি?
 (A) নেমাটোসিস্ট (B) সিলেন্টেরন (C) ট্রিকোফোর (D) ওমাটিডিয়াম **Ans(A)**
২৩. ভল্লাকার প্রাণী কারা?
 (A) Actinopterygii (B) Ascidiacea
 (C) Cephalochordata (D) Chondrichthyes **Ans(C)**

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

হাইড্রা (Hydra):

Hydra নিডেেরিয়া (Cnidaria) পর্বের একটি ক্ষুদ্র জলজ প্রাণী যা সাধারণত 'হাঙ্গুপানির পলিপ' নামে পরিচিত। প্রাণিজগতের Cnidaria ও Ctenophora (টিনোফোরা) পর্ব দুটির অন্তর্গত প্রাণীরা দ্বিভ্রী প্রাণী (Diploblastic animal) নামে পরিচিত।

Hydra আবিষ্কারের বিভিন্ন বিজ্ঞানীর অবদান:

বিজ্ঞানীর নাম	সাল	অবদান
লিউয়েন হুক	১৭০২	হাইড্রা আবিষ্কার করেন।
অব্রেহাম ট্রেন্ডেল	১৭৪৪	হাইড্রার পুনরুৎপত্তি ক্ষমতা ব্যাখ্যা করেন।
কারোলাস লিনিয়াস	১৭৫৮	হাইড্রার নামকরণ করেন।

হাইড্রার প্রধান প্রধান খাদ্যের একটি তালিকা:

যেসব প্রাণীর দেহে দুটি খিঁচন বিদ্যমান হাইড্রা সেসব প্রাণীকে শিকার করে।

হাইড্রার খাদ্য			
সাইক্লপস	মাছের ডিম	ছোট আনিলিড	রাটিফার
ক্ষুদ্র জলজ প্রাণী	ডাফনিয়া	ছোট ছোট কুমি	ক্ষুদ্র পতঙ্গ
কীটপতঙ্গের লার্ভা	ক্রান্তাসীয় সন্ধিপদী প্রাণী		

হাইড্রার চলন (Locomotion):

যে প্রক্রিয়ায় জীবদেহ জৈবিক প্রয়োজনে নিজ অচেষ্টায় স্থানান্তরিত হয় তাকে চলন বলে।

হাইড্রার বিভিন্ন প্রকার চলন (Locomotion of Hydra):

• সম্মুখসন্ধি/ডিগবাজি চলন	• ভাসা
• Looping/হামাতড়ি চলন	• হাঁটা বা নতমুখী চলন
• গ্লাইডিং চলন বা অ্যামিবিয়ড	(Walking or Tentacular)
• Crawling/হেঁচড়ান	• ক্রম সংকোচন

ঘাসফড়িং (Grasshopper):

Arthropoda পর্বের insecta শ্রেণির Orthoptera বর্গের Caelifera উপবর্গের প্রাণীদের ঘাসফড়িং (Grasshopper) বলে। ঘাসফড়িং একপ্রকার পতঙ্গ (insect) পেস্ট। এরা শাকসবজি, ধান, পাট ইত্যাদি ফসলের পেস্ট হিসেবে থাকে।

বাংলাদেশে প্রাপ্ত কয়েকটি ঘাসফড়িং প্রজাতির নাম:

<i>Acrida exaltata</i>	<i>Schistocerca gregaria</i>
<i>Phlaeoba infumata</i>	<i>Romalea microptera</i>
<i>Chondracris rosea</i>	<i>Oxya velox</i>
<i>Aulacobothrus luteipes</i>	<i>Locusta danica</i>
<i>Schistocerca americana</i>	<i>Locusta migratoria</i>
<i>Oedaleus abruptus</i>	<i>Poecilotherus pictus</i>

ঘাসফড়িং-এর মুখোপাঙ্গের কাজ নিচে দেওয়া হলো:

নাম	কাজ
১. ল্যাব্রাম	খাবার ধরে রাখা, ম্যান্ডিবলের দিকে ঠেলে দেওয়া, খাদ গ্রহণ।
২. ম্যান্ডিবল	খাদ্য কটন করা।
৩. ম্যাক্সিলা	খাদ্যের খাদ গ্রহণ, ধরে রাখা, মুখের ভেতর প্রবেশ করানো, খাদ্য চূর্ণকরণ।
৪. ল্যাবিয়াম	খাবার ফসকে যাওয়া রোধ করা ও চর্বিত খাদ্য মুখে প্রবেশ করানো।
৫. হাইপোফ্যারিংজ	খাদ্যবস্তুকে নাড়াচাড়া করে লালার সাথে মিশাতে সাহায্য করা।

ঘাসফড়িং-এর রূপান্তর (Metamorphosis of Grasshopper):

ঘাসফড়িং একলিঙ্গিক প্রাণী, এদের যৌন দ্বিরূপতা (sexual dimorphism) সুস্পষ্ট অর্থাৎ, বাহ্যিকভাবে পুরুষ ও স্ত্রী ঘাসফড়িং শনাক্ত করা যায়। ঘাসফড়িং এর পূর্জননতন্ত্র ও স্ত্রীজননতন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন প্রাণিদেহে অবস্থান করে।

ঘাসফড়িং-এর পুরুষ প্রজননতন্ত্র ও স্ত্রী প্রজননতন্ত্রের অংশসমূহ:

ঘাসফড়িং-এর পুরুষ প্রজননতন্ত্র	ঘাসফড়িং-এর স্ত্রী প্রজননতন্ত্র
১. শুক্রাশয়	১. ডিম্বাশয়
২. শুক্রনালি/ডাস ডিফারেন্স	২. ডিম্বনালি
৩. ফেপন নালি	৩. যোনি
৪. সেমিনাল ভেসিকল	৪. আনুষঙ্গিক গ্রন্থি
৫. লিঙ্গ	৫. স্ত্রীজননরক্ত
	৬. স্পার্মাথিকা/সেমিনাল রিসেপ্টকল

রুই মাছ (Labeo rohita):

অস্থিবিহীন মাছ। আইশবিহীন, ফুলকার সাহায্যে শ্বসনকার্য সম্পন্নকারী ও পাখনার সাহায্যে পানিতে চলাচলকারী শীতল রক্তবিশিষ্ট Vertebrata উপপর্বভুক্ত প্রাণীকে মাছ বলা হয়। কার্পজাতীয় মাছের মধ্যে আমাদের দেশে রুই মাছ (Labeo rohita) সুপরিচিত অস্থিযুক্ত মাছ।

দেশি কার্পের উদাহরণ:

১. রুই (Labeo rohita)	২. কাতলা (Catla catla)
৩. মৃগেল (Cirrhinus mrigala)	৪. কালবাউশ (Labeo calbasu)
৫. বাটা (Labeo bata)	

রুই মাছের পাখনা:

রুই মাছের পায়ুর পিছনের অংশটি হলো লেজ। লেজের শেষ প্রান্তে রয়েছে হোমোসার্কাল ধরনের পুচ্ছ পাখনা। এ পাখনার সাহায্যেই রুইমাছ পানির মধ্যে চলাফেরা করে বলে পুচ্ছ পাখনাকে চলন অঙ্গ বলে।

পাখনাসমূহ (Fins): মাছের চলনকে পাখনা বলে। পাখনা সাধারণত চাপা ও পাখনা রশ্মিযুক্ত। পাখনার ভেতরে অবস্থিত সমান্তরালভাবে সজ্জিত দৃশ্য শলাকার অস্ত্রকঙ্কালকে পাখনা-রশ্মি (fin rays) বলে। রুই মাছে মোট পাঁচ ধরনের পাখনা দেখা যায়।

- পৃষ্ঠ পাখনায় (১টি) পাখনারশ্মি থাকে → ১৫-১৬টি
- শ্রোণি পাখনায় (২টি) পাখনারশ্মি থাকে → ৯টি
- পুচ্ছ পাখনায় (১টি) পাখনারশ্মি থাকে → ১৯টি
- বক্ষ পাখনায় (২টি) পাখনারশ্মি থাকে → ১৭-১৮টি (মাজলা)/১৬-১৭টি (অজলা)
- পায়ু পাখনায় (১টি করে থাকে) পাখনারশ্মি থাকে → ৭টি/৬-৭টি (মাজলা)

রুই মাছের ধমনিতন্ত্র (Arterial system of Labeo):

রুইমাছ থেকে উৎপন্ন যে বাহিকা দেহের বিভিন্ন অঙ্গে রক্ত পরিবহন করে তাদের ধমনি (artery) বলে। ধমনির সমন্বয়ে গঠিত তন্ত্রকে ধমনিতন্ত্র বলে।

ডর্সাল অ্যাওর্টা মেরুদণ্ডের নিচে মধ্যরেখা বরাবর লেজ পর্যন্ত প্রসারিত। যাত্রাপথে এটি যেসব প্রধান নালিকা সৃষ্টি করে তারা হলো:

ধমনির নাম	যেখানে রক্ত সরবরাহ করে
১. সাবক্যাবিয়ান	বক্ষপাখনা ও বক্ষচক্রের দিকে বিস্তৃত হয়।
২. সিলিয়াকো-মেসেন্টারিক	পাকস্থলি, অন্ত্র, যকৃৎ, অগ্ন্যাশয়, মলাশয় ইত্যাদি অঙ্গীয় অঙ্গাদিতে।
৩. প্যারাইটাল	দেহ প্রাচীরে।
৪. রেনাল	বৃক্কে।
৫. ইলিয়াক	শ্রোণি পাখনায়।
৬. কডাল	পুচ্ছে।

[Ref: আজমল]

Part 2

- মধ্যবক্ষীয় ডানা কখনো উড়তে পারে না এবং পেছনের ডানা দুটোকে ঢেকে রেখে তাই এগুলোকে বলে- এলিট্রা বা টেগমিনা
- ঘাসফড়িংয়ের বক্ষীয় বহিঃকক্ষালের টার্গামসমূহের সাধারণ নাম- নোটাম
- ঘাসফড়িং-এর পৌষ্টিকতন্ত্র বিভক্ত- ২ ভাগে
- স্টেটোমোডিয়াম অঙ্গআবরণ-এর নাম- কাইটিন
- মেসেন্টেরনের অঙ্গআবরণ-এর নাম- পেরিট্রাফিক পর্দা
- গিজার্ড ও মেসেন্টেরনের সংযুক্তি ফুলকে বলে- কার্ডিয়া
- ঘাসফড়িং-এর রক্ত সংবহনতন্ত্র- মুক্ত ধরনের
- ঘাসফড়িং-এর রক্ত সংবহনতন্ত্র বিভক্ত- ৩টি অংশে
- ঘাসফড়িং-এর রক্ত গঠিত হয়- প্লাজমা ও হিমোসাইট
- ঘাসফড়িং-এর প্লাজমাতে পানি থাকে- ৭০%
- ঘাসফড়িং-এর দেহের উভয় পাশে মোট শ্বাসরন্ধ্র থাকে- ১০ জোড়া বা ২০টি
- ঘাসফড়িং-এ শ্বাসরন্ধ্র পরিবেষ্টিত থাকে- কাইটিন দ্বারা
- ঘাসফড়িং-এর রক্তগুলো খোলা বা বন্ধ হয়- কপাটিকা দ্বারা
- ঘাসফড়িং-এর দেহে বায়ু প্রবেশ করে- শ্বাসরন্ধ্র দিয়ে
- ঘাসফড়িং-এর প্রধান রেচন অঙ্গ- ম্যালপিজিয়ান নালিকা
- ঘাসফড়িং-এর রেচন অঙ্গ- নেফ্রিডিয়াল ধরনের
- মোল্টিং বা খোলস ত্যাগের সময় পরিত্যক্ত হয়- কিউটিকল
- ঘাসফড়িং-এর পুঞ্জাঙ্ক সংখ্যা- প্রায় ২০০০
- ঘাসফড়িং-এর ওমাটিডিয়াম হিসেবে কাজ করে- দর্শন একক
- ঘাসফড়িং-এর দর্শনাস্ত্র হিসেবে উপস্থিতি থাকে- ওসেলি ও পুঞ্জাঙ্কি
- দর্শনীয় বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠিত হয়- পুঞ্জাঙ্কি দ্বারা
- ঘাসফড়িং-এর রূপান্তর প্রধানত- ২ ধরনের
- মৌমাছি ও প্রজাপতির রূপান্তর- সম্পূর্ণ রূপান্তর
- শিশু অবস্থায় প্রাণীকে বলে- Nymph
- ঘাসফড়িং ও তেলাপোকার রূপান্তর- অসম্পূর্ণ ধরনের
- রুই মাছ অতি পরিচিত- অস্থিময় মাছ হিসেবে
- কার্প জাতীয় মাছের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো- গলবিলীয় দাঁত থাকে
- কার্প জাতীয় মাছ- ৭০০-৮০০ গ্রাম ওজনবিশিষ্ট হয়
- রুই মাছের দেহ- স্ট্রিমলাইনড
- পূর্ণাঙ্গ রুই মাছ লম্বা হয়- এক মিটার
- কানকোর নিচের কিনারায় একটি করে যুক্ত থাকে- ব্রাঙ্কিওস্টেগাল পর্দা
- রুই মাছের সংবেদী অঙ্গ- নিউরোমাস্ট বা পার্শ্বরেখা অঙ্গ
- রুই মাছের পাখনা আছে- ৫টি
- রুই মাছের রক্তে থাকে না- অণুচক্রিকা
- রুই মাছের হৃৎপিণ্ডের অবস্থান- পেরিকার্ডিয়াল গহ্বর
- রুই মাছের হৃৎপিণ্ডের আবরণ- পেরিকার্ডিয়াম
- রুই মাছের হৃৎপিণ্ডের উপ-প্রকার- সাইনাস ভেনোসাস
- রুই মাছের প্রধান শ্বসন অঙ্গ- ৪ জোড়া/৮টি ফুলকা
- মাছের চোষণ পাম্পের মতো কাজ করে- গলবিল
- গলবিলের পার্শ্বপ্রাচীরে ফুলকা ছিদ্র থাকে- ৫ জোড়া
- গলবিলের প্রতিপার্শ্বে ফুলকা ছিদ্র আঠ থাকে- ৫টি
- রুই মাছের বায়ুথলিকে বলা হয়- ফাইসোসাসটোমাস
- বায়ুথলি দেখতে- চকচকে সাদা থলের মতো
- বায়ুথলিতে বিদ্যমান গ্যাসের অধিকাংশই- O_2
- রুই মাছ প্রজননের জন্য তৈরি হয়- জুন-জুলাই মাসে
- একলিঙ্গ প্রাণী- রুই মাছ
- রুই মাছের যৌন গ্রন্থিকে উত্তেজিত করে- O_2
- রুই মাছের প্রজননকালীন আচরণকে- Spawning বলে
- রুই মাছের স্পনিং ঘটে না- পুকুর, বিল, বন্ধ জলাশয়

Part 3

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিগত প্রশ্নোত্তর

০১. নিম্নের কোনটি H_2 যাসকড়ির অনুস্থিত? [NU-Science: 13-14]
 ① আনাল স্ট্রিক ② সোনাথোকাইসিস ③ জন্মস্থি ④ উরগান **Ans A**
০২. Hydra-এর কোন অংশ নেমেটোসিস্ট (Nematocyst) থাকে? [NU-Science: 13-14]
 ① বর্ধক ② অঙ্গক ③ মেসোডিয়া ④ গ্যাস্ট্রোডার্ম **Ans A**
০৩. যাসকড়ির মিস্ট্রেলিস কি নিয়ে গঠিত? [NU-Science: 11-12]
 ① দেহক ② বস ③ প্রস্থক ④ কলক **Ans B**
০৪. যাসকড়ি-এর ওমেগিডার্মের ক্রিটিকলের বাইরের ছাছ আবরণীতে কি বসে? [NU-Science: 10-11]
 ① কনিয়াডেন ছর ② কনিয়া ③ রক্ত আবরণী ④ বাহ্যক **Ans B**
০৫. যাসকড়ি-এর অঙ্গকটি দেহের সাথে কিসে আবদ্ধ? [NU-Science: 07-08]
 ① সর্বকোণ ② পূর্ব কোণ ③ সমকোণ ④ বৃত্তাকার কোণ **Ans C**
০৬. যাসকড়ি-এর পৃষ্ঠদেশীয় ফ্রেইসিকের কী বসে? [NU-Science: 06-07]
 ① স্টার্ন ② টার্প ③ পিউরন ④ সূত্র **Ans B**
০৭. কোন প্রাণীর নেমেটোসিস্ট আছে? [NU-Science: 03-04]
 ① অমিষ ② হাইড্রা ③ কঁচা ④ তেলাপোকা **Ans B**
০৮. আলারিগেশি (alary muscle) কোন প্রাণীতে থাকে? [NU-Science: 01-02]
 ① হাইড্রা ② যাসকড়ি ③ কঁচা ④ মানুষ **Ans B**

Part 4

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তর্ক পত্রিকার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃষ্ট বিগত প্রশ্নোত্তর

০১. H_2 যাসকড়ি-এর বৈশিষ্ট্য কোনটি? [GST-A: 23-24]
 ① আনাল সর্বক থাকে ② অপেক্ষকৃত ছোট ③ ওর্গানাইজার থাকে ④ সুপ্রাআনাল গ্রেট থাকে **Ans C**
০২. উগজেনেসিস প্রক্রিয়ার হাইড্রার উগসাইট মারোসিস বিভাজনে কয়টি ডিম্ব তৈরি করে? [GST-A: 23-24]
 ① একটি ② দুইটি ③ তিনটি ④ চারটি **Ans A**
০৩. কই মাছের কোষের CO_2 বৃত্ত বস থাকে? [GST-A: 23-24]
 ① মেপটিক ধর্ম ② অর্ধবৃত্তীয় ব্রঙ্কিয়াল ধর্ম ③ বর্ধকীয় ব্রঙ্কিয়াল ধর্ম ④ তর্লি আর্গন **Ans B**
০৪. যাসকড়ি-এর প্রকরণ কী নিয়ে আবৃত থাকে? [GST-A: 22-23]
 ① টার্প ② স্টার্ন ③ পিউরন ④ টিমপন **Ans D**
০৫. কই মাছের পটকা ও অঙ্গালি সর্বক হর কোটির মাধ্যমে? [GST-A: 22-23]
 ① ফুলক ব্যাকস ② ফুলক সূত্র ③ নিউমাটিক নলি ④ ত্রৈব্রক **Ans C**
০৬. হাইড্রার হিপনোটিক্স কী নিয়ে তৈরি? [GST-A: 22-23]
 ① প্রোটিন ও কপার ② প্রোটিন ও ফেল ③ ট্রিপসিন ও ফেল ④ আমিনো ট্রিপসিন ও কপার **Ans B**
০৭. কয়েকটি এই কর আছে? [GST-A: 21-22]
 ① বাহ ② হাইড্রা ③ অর্ধপাস ④ তেলাপোকা **Ans D**
০৮. মেগাস্ক্র সন্ধ্যাকোর একটি যাসকড়ি তার পৃষ্ঠকীতে কোন ধরনের প্রতিবিম দেখতে পারে? [GST-A: 21-22]
 ① মোজাইক ② সুপ্রাঅর্গান ③ সন্ধ্য ④ জটিল **Ans B**
০৯. কোনটি মিথোজীবীর ক্ষেত্র সত্য? [GST-A: 20-21]
 ① একজন উপকৃত ② উভয়েই উপকৃত ③ উভয়েই অপকৃত ④ একজন অপকৃত **Ans B**
১০. যাসকড়ি-এর অঙ্গক পৃষ্ঠদেশে গ্রিকোলকর অংশটির নাম কী? [CoU-A: 19-20]
 ① চার্টার ② হ্রদ ③ ড্রেনা ④ ক্রাইপিয়ান **Ans A**

Part 5

সম্ভাব্য MCQ

০১. কোন প্রাণীর স্বত্বকিক মৃত্যু নেই?
 ① শব্দক ② হাইড্রা ③ কঁচা ④ স্টার ফিশ **Ans B**
০২. যাসকড়ি-এর লৈনিক বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার খেলস বলাবানের প্রক্রিয়ার নাম-
 ① একডাইসিস ② ইন্টার ③ সেলি ④ মেটামরফোসিস **Ans A**
০৩. কালোসের কোন নীতে কইমাছের প্রকৃত্ত প্রজনন হয়?
 ① বৃদ্ধিগ ② সুরা ③ ফলন ④ বদন **Ans C**

০৪. মাছ গনির নিম্নে স্থান নিতে তার শরীরের কোন অংশ ব্যবহার করে?
 ① মাছের ফুলক ② মাছের পখন ③ মাছের ফুলক ④ মাছের হৃৎপিণ্ড **Ans A**
০৫. কোন অবস্থার হাইড্রা সিস্ট তৈরি করে?
 ① প্রতিফল পরিবেশ ② অস্টোন প্রজননের সময় ③ যৌন প্রজননের সময় ④ জন পরিফুটন কালে **Ans D**
০৬. কোন প্রাণীতে মিথোজীবিতা (symbiosis) পরিলক্ষিত হয়-
 ① বাহ ② ঘাস কঁড়ি ③ হাইড্রা ④ কঁচা **Ans C**
০৭. প্রজনন স্বত্বতে মাছের ডিম পাকতে কয় বস?
 ① আটপেরিষা ② তিমরল ③ সশি ④ ফিকারলি **Ans C**
০৮. হিপনোটিক্সে কোন ধরনের পদার্থ থাকে?
 ① অমিষ ও ফেল ② শর্করা ③ ভিটামিন বি এক এ ④ চর্বি **Ans A**
০৯. হাইড্রার দ্রুত চলন পদ্ধতিতে কী বসে?
 ① লুপি ② সমবাসী ③ আমিবসে ④ ক্রাই **Ans B**
১০. যাসকড়ি-এর মুখোপাঙ্গের অংশ নয় কোনটি?
 ① Labrum ② Clypeus ③ Lacina ④ Cardo **Ans B**
১১. হাইড্রার ক্ষেত্র পরিবেশ থেকে উদ্ভীপন গ্রহণ করে কোন কোষ?
 ① ইন্টারসিয়ার কোষ ② স্নায়ু কোষ ③ স্নায়বী কোষ ④ এই কোষ **Ans C**
১২. মিথোজীবিতার উদাহরণ কোনটি?
 ① সন্ধ্য হাইড্রা ও লুগ্জকোলো ② হাইড্রা ও হ্রদক ③ মশা ও মানুষ ④ সন্ধ্যকো **Ans A**
১৩. আর্ক্যোগোভর দেহ গুরুত্ব কী বসে?
 ① সিলুম ② ইমেসিক ③ গ্যাস্ট্রোডার্ম ④ অঙ্গালি **Ans B**
১৪. কই মাছ লার্ভা নশার কতকাল পর ফুলক আর্ট দৃশ্যমান হয়?
 ① ৬ ঘন্টা ② ৯ ঘন্টা ③ ২৪ ঘন্টা ④ ৪৮ ঘন্টা **Ans C**
১৫. Hydra-র গ্যাস্ট্রোডার্মিসে কোন কোষটি দেখা যায় না?
 ① Sensory Cell ② Interstitial Cell ③ Germ Cell ④ Gland Cell **Ans C**
১৬. যাসকড়ি-এর ম্যালপিজিয়ান নলিকা কোথায় বিস্তৃত থাকে?
 ① ইমেসিক ② ট্রাকিয়াতে ③ ইন্টারেস ④ নিউমালিক **Ans A**
১৭. যাসকড়ি-এর ল্যাব্রাম মানুষের কোন অঙ্গের সমতুল্য?
 ① মুখ ② জিহ্বা ③ উপরের ঠোঁট ④ নিম্নের ঠোঁট **Ans C**
১৮. কই মাছের অর্ধবৃত্তীয় ব্রঙ্কিয়াল ধর্ম বাহিত রক্তে সমৃদ্ধ থাকে-
 ① অক্সিজেন ② কার্বন ডাইঅক্সাইড ③ কার্বন মনোক্সাইড ④ লিঙ্গকটিক দুইতে **Ans B**
১৯. কই মাছের হৃৎপিণ্ডের নাম কী?
 ① ধর্মি হৃৎপিণ্ড ② ফুলক হৃৎপিণ্ড ③ শিরা হৃৎপিণ্ড ④ ইমেসিক **Ans C**
২০. কোন স্বত্বতে Hydra-এর যৌন প্রজনন ঘটে?
 ① শীত ② বসন্ত ③ গ্রীষ্ম ④ বর্ষ **Ans A**
২১. ইমেসিকের ইমেসিকের আনোলনের ছাড়া ম্যালপিজিয়ান নলিকা যাসকড়ি-এর কোন কাজটি করে থাকে?
 ① রক্ত সংবহন ② শ্বাস ③ ড্রেন ④ বিপাক **Ans C**
২২. উজ্জ্বল আলোর পৃষ্ঠকি কী ধরনের প্রতিবিম সৃষ্টি করে?
 ① বইনোকুলার প্রতিবিম ② সুপ্রাঅর্গান প্রতিবিম ③ আংশিক প্রতিবিম ④ মনোকুলার প্রতিবিম **Ans C**
২৩. কই মাছের হ্রদ অঙ্গের অংশ কোনটি?
 ① কলকো ② বারেল ③ বৃদ্ধি বা পটকা ④ ফুলক ছি **Ans C**
২৪. কই মাছে কত জোড়া ফুলক আছে?
 ① ৩ ② ৪ ③ ৫ ④ ৬ **Ans B**
২৫. কোনটি মিথোজীবিতা প্রাণী?
 ① কঁচা ② হাইড্রা ③ মাছ ④ বাহ **Ans B**

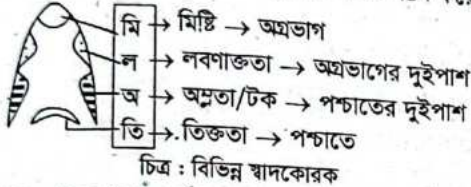
পাকস্থলির বৈশিষ্ট্য :

৬ পাকস্থলির বৈশিষ্ট্য :

- (i) পাকস্থলি ডায়াফ্রামের নিচে উদরের ওপরের অংশে অবস্থিত ২৫ সেন্টিমিটার লম্বা ও ১৫ সেন্টিমিটার চওড়া বাকানো থলির মতো অংশ।
(ii) পাকস্থলির চারটি অংশ থাকে। যথা : (ক) কার্ডিয়াক প্রান্ত অর্থাৎ অন্ননালি ও পাকস্থলির সংযোগস্থল, (খ) ফানডাস অর্থাৎ পাকস্থলির বাম পাশে গম্ভূজাকৃতির অংশ, (গ) দেহ অর্থাৎ, পাকস্থলির প্রধান ও মাঝখানের অংশ এবং (ঘ) পাইলোরিক অংশ অর্থাৎ পাকস্থলির পচাভাঙে ডিওডেনাম সংলগ্ন অংশ।
(iii) পাকস্থলির প্রাচীরের সেরোসা, পেশিবৃত্ত, সাবমিউকোসা, মাসকিউলারিস মিউকোসা ও মিউকোসা নামক পাঁচটি স্তরের বিভক্ত।

১১. জিহ্বায় ঘাদকোরক এর অবস্থান :

জিসায় তিনপ্রকার গ্রহি থাকে। যথা : শ্বেতাকারী গ্রহি, সেরাস গ্রহি, এবং লসিকা গ্রহি। লসিকাগ্রহিগুলো সম্মিলিতভাবে লিঙ্গুয়ান টনসিল গঠন করে।



জিহ্বার কাজ : হাদ গ্রহণ, চর্বণ, আস্থাদন, গলাধঃকরণ এবং শ্লেষ্মা ও জলীয় পদার্থ ক্ষরণ করে।

❖ नाना (Saliva) :

লালাছি থেকে নিষ্কৃত রসকে লালা বা লালারস বলে। লালা সামান্য অম্লধর্মী (pH : 6.02 - 7.05); আপেক্ষিক গুরুত্ব : 1.002 - 1.012, ব্রিজিং বিন্দু : 0.07 - 0.34°C।

৬ লালারসের বৈশিষ্ট্য :

লালারস (Saliva)	
১. কিছুটা অম্লীয় এবং অধিকাংশই পানি (৯৫.৫%)।	৩. থলির প্রাচীরের সেরাস ও মিউকাস কোষ থেকে ক্ষরিত হয়।
২. সুস্থ মানুষ প্রতিদিন ১২০০-১৫০০ মিলি লালা ক্ষরণ করে।	৪. টায়ালিন ও মল্টেজ (অল্প) নামক শর্করা বিশ্লেষী এনজাইম থাকে।

▲ यकृत (Liver) :

যকৎ মানবদেহের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি। মানবদেহের যকৎটি ডায়াফ্রামের ঠিক নিচে উদর-গহ্বরের উপরিভাগে পাকস্থলির ডানদিকে অবস্থিত।

৬. বক্রতের গঠন :

- i. যক্ষ লালচে বাদামি বর্ণের ত্রিকোণাকার অঙ্গ। গ্লিসন ক্যাপসুল নামক যোজক তিসু দ্বারা আবৃত।
- ii. যক্ষ ফ্যালসিফর্ম লিগামেন্ট নামক মেসেন্টারি দ্বারা ডান লোব ও বাম লোবে বিভক্ত।
- iii. যকৃতের প্রতিটি লোব অসংখ্য লেবিউল বা অ্যাসিনাস নিয়ে গঠিত। প্রতিটি লেবিউল আবার অসংখ্য হেপাটিক কোষ নিয়ে গঠিত।

৬ একনজরে যকৃতে উৎপন্ন ও সংশ্লিষ্ট উপাদান :

ক যে সকল উপাদান যকুতে উৎপন্ন হয়	
(i) প্রাজমা প্রোটিন	(iv) পিত্ত
(ii) চর্বি	(v) অণ
(iii) কোলেস্টেরল	(vi) ইউরিয়া
ক যকুতে সঞ্চিত হয়	
(i) থুকোজ → গ্রাইকোজেন	(iii) A, D, E, K, B ₁₂ , E ₁₂
(ii) আয়রন	(iv) নিকোটিনিক অ্যাসিড

୫ ଯଦୁଦେବ ମହାଶୟୀ ଚିତ୍ରିତା :

- (১) গ্রাইকোজেন সঞ্চয় (২) রক্ত সঞ্চয়
(৩) ভিটামিন সঞ্চয় (৪) পিগ্‌মেন্ট সঞ্চয়
(৫) চর্বি ও অ্যামিনো অ্যাসিড সঞ্চয় (৬) মিনারেল সঞ্চয়

১৫. পিতৃরাজ বা পিতৃ এর উপাদানসমূহ :

যক্ষণ নিঃসৃত রসকে পিত্তরস বা পিত্ত বলে। এর pH 8.0 - 8.6; আপেক্ষিক গুরুত্ব : 1.010 - 1.011। যক্ষণ প্রতিদিন প্রায় 500-1000 মিলিলিটার পিত্তরস উৎপন্ন করে।

৬ পিস্তরসের উপাদান : ১. পানি : ৪৯-৯৪% ২. কঠিন পদার্থ : ২% - ১১%

- a. অজৈব পদার্থ (0.7% - 0.8%) : সোডিয়াম, পটাশিয়াম ও ক্যালসিয়ামের বিভিন্ন লবণ।
- b. জৈব পদার্থ (1.3% - 10.2%) :
- i. পিস্ত লবণ : সোডিয়াম টরোকোলেট ও সোডিয়াম গ্রাইকোকোলেট ইত্যাদি।
- ii. পিস্তরঞ্জক : বিলিরুবিন, বিলিভার্ডিন ইত্যাদি।
- iii. পিস্ত অ্যাসিড : কোলিক অ্যাসিড, লিথোকোলিক অ্যাসিড ইত্যাদি।
- c. অন্যান্য পদার্থ : কোলেস্টেরল, লেসিথিন, ফ্যাটি অ্যাসিড, মিউসিন, নিউক্লিওপ্রোটিন, মিউকাস ইত্যাদি।

১১. অগ্ন্যাশয়ের গঠন এবং অগ্ন্যাশয় রসের উপাদানসমূহ :

অগ্ন্যাশয়ের লোবিগুলোর ফাঁকে ফাঁকে বহুভ্রাজ্ঞতির কিছু কোব গুচ্ছাকারে অবস্থান করে। এদের আইলেটস অব ল্যান্ডারহ্যাপ বা ল্যান্ডারহ্যাপের দ্বীপপুঞ্জ বলে। এতে ৪ ধরনের কোব পাওয়া যায়।

৬ অগ্ন্যাশয়ের গঠন :

- i. অগ্ন্যাশয় লম্বাটে, চ্যাপ্টা আকৃতির গোলাপি-ধূসর বর্ণের নরম মাংসাল নিশ্চ প্রকৃতির হুহি।
- ii. দৈর্ঘ্য ১২-১৫ সেন্টিমিটার ও চওড়া ৫ সেন্টিমিটার (প্রায়)।
- iii. অগ্ন্যাশয় মস্তক, দেহ ও লেজ এই তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত।
- iv. অগ্ন্যাশয়ের হুহিগুলো থেকে ছোট ছোট নালিকা বেরিয়ে একত্রিত হয় এবং উইসাং নালি গঠন করে।

৬ অগ্ন্যাশয় রস :

অম্ল্যাশয়ের নালিযুক্ত গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রসকে অম্ল্যাশয় রস বলে। এটি ক্ষারীয় (pH 8.0 - 8.3) প্রকৃতির; আপেক্ষিক গুরুত্ব: 1.010 - 1.030।

৬ অগ্ন্যাশয় রসের উপাদান :

1. পানি : 97.6% 2. কঠিন পদার্থ : 2.4%
- a. অজৈব উপাদান (0.6%) : Na^+ , K^+ , Ca^{+2}
- b. জৈব উপাদান (1.8%) : এবং বিভিন্ন ধরনের এনজাইম।
- i. শর্করা পরিপাককারী : অ্যামাইলেজ, মল্টেজ, সুক্রেজ।
- ii. প্রোটিন পরিপাককারী : কাইমোট্রিপসিনোজেন, ইলাস্টেজ ট্রিপসিনোজেন।
- iii. লেহুখাদ্য পরিপাককারী : অগ্ন্যাশয় লাইপেজ।

 BMI এর মান নির্দেশিকা :

ব্যক্তির মোট ওজনকে (কিলোগ্রাম) তার উচ্চতার (মিটার) বর্গ দিয়ে ভাগ করলে যে মান পাওয়া যায়, তাকে দেহভর সূচক বা বডি মাস ইনডেক্স বা

BMI (Body Mass Index) বলে । $BMI = \frac{\text{দেহের ওজন (kg)}}{\text{দেহের উচ্চতা (m}^2\text{)}}$

BMI এর মান নির্দেশিকাটি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

ক্রমিক	বিএমআই (BMI)	মানুষের শ্রেণি
1.	$<18.5 \text{ kg/m}^2$	শরীরের ওজন কম
2.	$18.5-24.9 \text{ kg/m}^2$	স্বাভাবিক ওজন
3.	$25.0-29.9 \text{ kg/m}^2$	অতিরিক্ত ওজন
4.	$30.0-34.9 \text{ kg/m}^2$	মূলত ১ম স্তর
5.	$35.0-39.9 \text{ kg/m}^2$	মূলত ২য় স্তর
6.	$\geq 40.0 \text{ kg/m}^2$	মূলত ৩য় স্তর

Part 2

At a glance

- দুই বছরের বাল্য পরিপাকের সময়- ৫-৩০ সেকেন্ড
- পাকস্থলিতে বাল্য পরিপাকের সময়- ২-৬ ঘণ্টা
- বৃন্দা বাল্য পরিপাকের সময়- ১৫-২ ঘণ্টা
- বাল্য সম্পূর্ণতা পরিপাক হতে সময় লাগে- ২৪-৭২ ঘণ্টা
- শরীর জাতীয় বয়স পরিপাক হতে সময় লাগে- ২ ঘণ্টা
- সমস্ত শৌচিক নলির দৈর্ঘ্য- ৮-১০ মিটার বা ২৯ ফুট
- প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দাঁতের সংখ্যা- ৩২ টি
- ১৮-২৪ বছরের মধ্যে মানুষের সর্বমোট দাঁত পরিবর্তিত হয়- ৩২ টি
- মানুষের দাঁত দু'বার ওঠাকে বলে- ডাইকায়োডন্ট
- মানুষের ৪ প্রকার দাঁত থাকতে বলে- হেটেরোডন্ট
- ফুসি দাঁত প্রতিস্থাপিত হয়- ৮-১০ বছরের মধ্যে
- লাল্য বিহীন পিত্তকূলের বন্যাকত বলে- ক্যান্সার বা কোলোস
- লাল্যবন হারা পরিপাক হয় না- অমিব ও শ্রেহজাতীয়
- টায়ালিন এনজাইমের অপর নাম- Salivary- α -Amylase
- টায়ালিন কার্বকরী হয়- সিঙ্ক বেসেসার-এর ওপর
- মানুষের বাল্য পরিপাক শুরু হয়- পাকস্থলিতে
- টায়ালিন-এর পরিপাক ক্রিয়া সাহায্যিত হয়- পাকস্থলিতে
- সন্য ভূমি শিশুর পাকস্থলির ধারণক্ষমতা- ৩০ মি.লি.
- প্রাপ্তবয়স্কের পাকস্থলির ধারণক্ষমতা- ১৫-২ লিটার
- পাকস্থলির অবস্থান- ভারাভ্রাহের নিচে উদরের ওপর
- কুপ্ত্র ৩টি অংশে বিভক্ত- ডিওডেনাম, জেজুনা, ইলিয়াম
- ডিওডেনাম দেখতে- U আকৃতির
- কুপ্ত্রের মোট দৈর্ঘ্যের তিন পঞ্চমাংশ- ইলিয়াম
- সব নিউক্লোনে থাকে- বোজক কলা, বন্ডনালি ও মায়ু
- ভিলাই নামক অভিক্ষেপ থাকে- নিউক্লোনে
- কোনো পাচক রস না থাকায় বাল্য পরিপাক হয় না- বৃন্দা
- উপকারী জীবাণুর ভাঙার কলা হয়- অ্যাপেনডিক্সকে
- ফলাশয়/রেকটাম এর দৈর্ঘ্য- ১২ বা ১৩ সেন্টিমিটার
- মানবদেহের পৌষ্টিকগ্রহি- ৫ ধরনের
- পাকস্থলির প্রাচীরে অবস্থিত- গ্যাস্ট্রিক গ্রহি
- অস্ত্রের প্রাচীরে অবস্থিত- অগ্নিক গ্রহি
- মানুষের মুখপহারের দু'পাশে বিদ্যমান- ৩ জোড়া লাল্যগ্রহি
- একজন সুস্থ মানুষ দৈনিক লাল্য ক্ষরণ করে- ১২০০-১৫০০ মি.লি.
- লাল্য কার্বোহাইড্রেট পরিপাককারী এনজাইম থাকে- টায়ালিন ও মাল্টেজ
- লাল্য নিঃসরণ কমে যাওয়াতে বলে- ডিসজিউসিয়া
- ভর ও অনুসরণ ফলে লাল্য ক্ষরণ কমে যাওয়াতে বলে- জেরোস্টোমিয়া (Xerostomia)
- প্যারোটাইড গ্রহিতে ভাইরাসের সংক্রমণজনিত প্রদাহকে বলে- মাস্পস
- মানবদেহের সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রহি- যকৃৎ
- যকৃৎ গঠিত- ৪টি অনস্পর্শ খণ্ড নিয়ে
- ডান খণ্ডটি বাম খণ্ডের চেয়ে- ৬ গুণ বড়
- যকৃৎ ডান লোব এবং বাম লোবে বিভক্ত হয়- ফ্যালসিফর্ম লিগামেন্ট দ্বারা
- অগ্ন্যাশয় একটি মিশ্র গ্রহি বা- মরিচ আকৃতির
- অগ্ন্যাশয়ের তিনটি অংশ হলো- মস্তক, দেহ ও লেজ
- রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি করে- গ্লুকাগন
- রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমায়- ইনসুলিন
- পিত্তথলি যুক্ত থাকে- যকৃৎের ডান খণ্ডের নিচে

- পিত্তথলি হায়ে- লাল্যপিত্ত আকৃতির
- পিত্তথলির ক্ষরণকে কলা হয়- পিত্তরস
- পিত্তথলি থাকে না- সোয়াক, কুকুর, উঁদুর এবং ঘিঁহাল-৬
- গ্যাস্ট্রিক গ্রহিগ্রহণ থেকে প্রাচীরের গ্যাস্ট্রিককণ্ডল আকৃতির, হয়- ২ মিটার (৩০),
- গ্যাস্ট্রিক রসের pH- ০.৭-১.৫
- গ্যাস্ট্রিক রসে অম্লের পরিমাণ- ০.১৫%
- দুগ্ধ প্রোটিন কেসিনকে প্যারোটাইন ও পেরোন, করে- গ্যাস্ট্রিক রসের প্রোটিন কেসিন
- পাকস্থলির প্রাচীরে নিউক্লোনে আর গ্যাস্ট্রিক পিট থাকে- ৩.৫ মিলিমিটার
- গ্যাস্ট্রিন হরমোন ক্ষরণ করে- (1-৫৫)
- অগ্নিক গ্রহিসমূহ হায়ে- শোষণক্ষম কোষ
- অগ্নিক গ্রহি থেকে নিসৃত বন্যাকত বলে- অগ্নিকরস বা লাল্যক ইনফেরিকন
- প্রাচীরের অগ্নিক গ্রহি থেকে ক্ষরণের পরিমাণ- ১-২ লিটার
- খাদ্য ও পানি দ্রুত প্রবাহিত হতে সাহায্য করে- অ্যাসিটাইলকোলিন
- পাকস্থলি ও অস্ত্রের পেশি শিথিল করে- অ্যাক্সেট্রালিন হরমোন
- গ্যাস্ট্রিন হরমোনের উৎস- পাকস্থলির C-কোষ
- নিউক্লিটিন হরমোনের উৎস- ডিওডেনামের D-কোষ
- কোলোসিস্টোকাইনিন-এর উৎস- ডিওডেনামের L-কোষ
- পাকস্থলির প্রাচীরে খাদ্যের শোষণ খুব কম ঘটে- ভিলাই না থাকায়
- প্রধানত পানি শোষণ ঘটে- কুপ্ত্রায়ে
- কুপ্ত্রায়ে ডিওডেনাম প্রধানত দ্রুত থাকে- ক্ষরণ কাজের সাথে
- জেজুনা ও ইলিয়াম সম্পৃক্ত থাকে- শোষণ কাজের সাথে
- দেহের মোট ওজনকে উচ্চতার বর্গ দিয়ে ভাগ করলে যে ফল পাওয়া যায়- Body Mass Index (BMI)
- BMI-এর একক হলো- কিলোগ্রাম/বর্গমিটার (Kg/m^2)
- নারীদের ছলতা দেখা দিতে পারে- পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম-এর ফলে
- দেহের ওজন নিয়ন্ত্রণ করে- লেপটিন

Part 3

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিগত প্রশ্নোত্তর

01. নিম্নের কোনটি অগ্ন্যাশয় নিসৃত পাচক রস নয়? [NU-Science : 13-14]
 (A) পেপসিনোজেন (B) ট্রিপসিনোজেন (C) অ্যামাইলেজ (D) লাইপেজ (Ans) A
02. মানুষের রক্তে অতিরিক্ত গ্লুকোজ কোন রোগের জন্য হয়? [NU-Science : 12-13]
 (A) Diabetes (B) Cancer
 (C) Asthma (D) Liver cirrhosis (Ans) A
03. মানবদেহের কোন অঙ্গ গ্লাইকোজেন জমা করতে পারে? [NU-Science : 10-11]
 (A) পিত্তথলি (B) অগ্ন্যাশয় (C) যকৃৎ (D) হাড় (Ans) C
04. কোনটি শোষণতল বৃদ্ধি করে? [NU-Science : 09-10]
 (A) সেরোসা (B) সিলিয়া
 (C) ইনটেস্টিনাল ভিলাই (D) গ্যাস্ট্রিক গ্রাড (Ans) C
05. খাদ্য পরিপাকের জন্য প্রয়োজন? [NU-Science : 05-06]
 (A) এনজাইম (B) হরমোন (C) পানি (D) অক্সিজেন (Ans) A
06. মানবদেহে সর্ববৃহৎ গ্রহি কোনটি? [NU-Science : 05-06]
 (A) যকৃৎ (B) অগ্ন্যাশয়
 (C) থাইরয়েড গ্রহি (D) প্যারোটাইড গ্রহি (Ans) A
07. মানবদেহে যে অঙ্গ থেকে ইনসুলিন নির্গত হয় তা হলো- [NU-Science : 04-05]
 (A) কিডনি (B) প্যানক্রিয়াস (C) লিভার (D) বৃহদন্ত্র (Ans) B
08. ছন্দ্যপায়ী প্রাণীতে স্নেহজাতীয় খাদ্য পরিপাকে অংশগ্রহণকারী উৎসেচকের নাম- [NU-Science : 01-02]
 (A) অ্যামাইলেজ (B) লাইপেজ (C) ম্যালটেজ (D) ল্যাকটেজ (Ans) B

04. মানব শরীরের সবচেয়ে বড় গ্রন্থিটির নাম কী?

04. মানব শরীরের সবচেয়ে বড় গ্রন্থিটির নাম কী?
 (A) যকৃৎ (B) অগ্ন্যাশয় (C) থাইরয়েড (D) পিটুইটারি (Ans: A)

05. ইনসুলিন নিঃসরণকারী গ্রন্থির নাম হলো—
 (A) যকৃৎ (B) ফসফাস
 (C) গ্রীহা (D) আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স (Ans: D)

06. অগ্রিক ল্যাকটেজ এনজাইম ল্যাকটোজকে ভেঙে কী উৎপন্ন করে?
 (A) গ্লুকোজ (B) অ্যামিনো অ্যাসিড
 (C) অ্যামোনিয়া (D) সুক্রোজ (Ans: A)

07. ১.৬ মিটার উচ্চতা ও ৭৪ কেজি ওজনের একজন ব্যক্তির BMI কত?
 (A) ৯ (B) ১৯ (C) ২৯ (D) ৩৯ (Ans: C)

08. প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত গ্রন্থি 18.6 ক্যালরি খাদ্য গ্রহণের ফলে শরীরে কত গ্রাম চর্বি জমা হয়?
 (A) 1g (B) 2g (C) 3g (D) 4g (Ans: B)

09. দুধের অম্লিয়কে কী বলা হয়?
 (A) ফসফোজ (B) ডাইটেলিন (C) ল্যাক্টোজ (D) কেরিন (Ans: D)

10. কোন এনজাইম প্রোটিন বিশ্লেষণ করে?
 (A) টায়ালিন (B) অ্যামাইলেজ (C) এস্টারেজ (D) রেনিন (Ans: D)

11. যকৃতের ওজন মানব দেহের কত ভাগ?
 (A) 1-3% (B) 3-5% (C) 8-9% (D) 8% (Ans: B)

12. পিত্তরসের জন্য কোনটি সত্য?
 (A) এনজাইম থাকে না (B) হরমোন থাকে
 (C) এটি ট্রিপসিন এর অংশ (D) অম্লিয় পরিপাক করে (Ans: A)

13. অগ্ন্যাশয় রসে কোন হরমোনটি অনুপস্থিত?
 (A) কাইমোট্রিপসিন (B) লাইপেজ
 (C) অ্যামাইলেজ (D) নিউক্লিওটাইডেজ (Ans: D)

14. লালগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত লালারসে কী থাকে?
 (A) পেপসিনোজেন ও থ্রোব্রেনিন (B) টায়ালিন ও মল্টেজ
 (C) পেপসিন ও রেনিন (D) রেনিন ও মল্টেজ (Ans: B)

15. মানুষের পরিপাক নালিতে নিঃসৃত সিক্রেটিন হলো—
 (A) হরমোন (B) এনজাইম (C) অ্যাসিড (D) পিত্ত রস (Ans: A)

16. কোন প্রাণীতে পিত্তাশয় অনুপস্থিত?
 (A) গরু (B) ঘোড়া (C) বাঘ (D) ভেড়া (Ans: B)

17. নিচের কোনটি মিশ্র গ্রন্থি?
 (A) লালগ্রন্থি (B) অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি
 (C) অগ্ন্যাশয় (D) পিটুইটারি (Ans: C)

18. Bile salt (পিত্ত লবণ) কোনটি?
 (A) সোডিয়াম গ্রাইকোকোলেট (B) সোডিয়াম টারটারেট
 (C) মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট (D) মনোসোডিয়াম টারটারেট (Ans: A)

19. কোনটিকে গ্রন্থি বললে ভুল হবে?
 (A) পিত্তাশয় (B) অগ্ন্যাশয় (C) ডিম্বাশয় (D) শুক্রাশয় (Ans: A)

20. নিচের কোনটিকে মানবদেহের ল্যাবরেটরি বলা হয়?
 (A) যকৃৎ (B) অগ্ন্যাশয় (C) হৃৎপিণ্ড (D) ফুসফুস (Ans: A)
21. নিচের কোনটি পিত্ত লবণ?
 (A) সোডিয়াম গ্রাইকোকোলেট (B) সোডিয়াম কার্বনেট
 (C) সোডিয়াম সালফেট (D) সোডিয়াম বাইকার্বনেট (Ans: A)
22. মানুষের কানের নিচে অবস্থিত লালগ্রন্থি কোনটি?
 (A) প্যালাটিন টনসিল (B) সাবলিঙ্গুয়াল গ্রন্থি
 (C) প্যারোটাইড গ্রন্থি (D) সাবম্যান্ডিবুলার গ্রন্থি (Ans: C)

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

১. রক্ত (Blood) :

রক্ত বিশেষ ধরনের প্রবাহমান যোজক কলা যা অধিক আয়নিক ঘনত্বের দ্রবণ প্রাজমা ও রক্তকণিকা নিয়ে গঠিত এবং যা হৃৎপিণ্ড ও বদ্ধ রক্তনালির মাধ্যমে সমগ্র দেহে পরিবাহিত হয়ে পুষ্টি পদার্থ, শ্বসন গ্যাস ও বর্জ্য পদার্থ বহন করে।

২. রক্তের প্রধান কার্যাবলি :

- পুষ্টির বাহক।
- অক্সিজেন এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডের বাহক।
- হরমোন, এনজাইম ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের বাহক।
- রক্তপাত নিরোধক।

৩. রক্তকণিকা (Blood corpuscles) :

রক্তে ভাসমান বিভিন্ন কোষকে রক্তকণিকা বলে। এগুলো হেম্যাটোপোয়েসিস (hematopoiesis) প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়। রক্তকণিকা তিন ধরনের। যথা : (ক) এরিথ্রোসাইট বা লোহিত রক্তকণিকা (খ) লিউকোসাইট বা শ্বেত রক্তকণিকা (গ) থ্রম্বোসাইট বা অণুচক্রিকা।

৪. মানবদেহে লোহিত রক্তকণিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় :

সংখ্যা (প্রতি ঘনমিলি রক্তে) : পুরুষের ক্ষেত্রে ৫০ লক্ষ এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ৪৫ লক্ষ।
আয়ুষ্কাল : ১২০ দিন (৪ মাস)।

উৎসস্থল : জগাবস্থায় যকৃৎ, গ্রীহা ও থাইমাস এবং জন্মের পর লাল অস্থিমজ্জার হিমোসাইটোব্লাস্ট নামক কোষ থেকে।

কাজ : ১. O_2 ও CO_2 বহন করে। ২. অম্ল ও ক্ষারের সমতা রক্ষা করে।

৩. রক্তের ঘনত্ব ও সান্দ্রতা রক্ষা করে। ৪. বিলিরুবিন ও বিলিভার্ডিন উৎপাদন করে।

৫. রক্ত হৃৎপিণ্ডের জন্য দায়ী।

৬. মানবদেহে শ্বেত রক্তকণিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় :

প্রকারভেদ	সংখ্যা (প্রতি ঘনমিলি রক্তে)	উৎসস্থল	আয়ুষ্কাল
নিউট্রোফিল	৩-৫ হাজার	লাল অস্থিমজ্জা।	২-৫ দিন
ইওসিনোফিল	১৫০-৪০০	লাল অস্থিমজ্জা।	৮-১২ দিন
বেসোফিল	২৫-২০০	লাল অস্থিমজ্জা।	১২-১৫ দিন
লিম্ফোসাইট	১৫০০-২৭০০	গ্রীহা, যকৃৎ, লসিকা গ্রন্থি, লাল অস্থিমজ্জা।	১০০-১২০ দিন
মনোসাইট	৩০০-৮০০	যকৃৎ, গ্রীহা, লসিকা গ্রন্থি, লাল অস্থিমজ্জা।	২-৫ দিন

৭. শ্বেত রক্তকণিকার কাজ :

১. লিম্ফোসাইট ও মনোসাইট উভয়ই প্রাজমা প্রোটিন থেকে ট্রিফেন নামক কলোজেনের পুষ্টিকারক পদার্থ ক্ষরণ করে।

২. ইওসিনোফিল ও বেসোফিল হিস্টামিন নিঃসরণ করে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

৮. মানুষের হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন কপাটিকার নাম, অবস্থান, বৈশিষ্ট্য ও কাজ :

১. বাইকাসপিড কপাটিকা বা মাইট্রাল কপাটিকা বা ত্রিপত্রী কপাটিকা :

অবস্থান : বাম অ্যাট্রিয়াম ও বাম ভেন্ট্রিকলের সংযোগস্থলে।

কাজ : বাম অ্যাট্রিয়াম থেকে বাম ভেন্ট্রিকলে রক্তপ্রবাহে সাহায্য করে এবং এর বিপরীত প্রবাহে বাধা দেয়।

২. ট্রাইকাসপিড কপাটিকা বা ত্রিপত্রী কপাটিকা :

অবস্থান : ডান অ্যাট্রিয়াম ও ডান ভেন্ট্রিকলের সংযোগস্থলে।

কাজ : ডান অ্যাট্রিয়াম থেকে ডান ভেন্ট্রিকলে রক্তপ্রবাহে সাহায্য করে এবং এর বিপরীত প্রবাহে বাধা দেয়।

৩. অ্যাওর্টিক কপাটিকা :

অবস্থান : বাম ভেন্ট্রিকল ও অ্যাওর্টার সংযোগস্থলে।

কাজ : বাম ভেন্ট্রিকল থেকে অ্যাওর্টারে রক্তপ্রবাহে সাহায্য করে এবং এর বিপরীত প্রবাহে বাধা দেয়।

৪. থিবেসিয়ান বা করোনারি কপাটিকা :

অবস্থান : করোনারি সাইনাস ও ডান অ্যাট্রিয়ামের সংযোগস্থলে।

কাজ : করোনারি সাইনাস থেকে ডান অ্যাট্রিয়ামে রক্তপ্রবাহে সাহায্য করে এবং এর বিপরীত প্রবাহে বাধা দেয়।

৫. ইন্টেস্টিনিয়ান কপাটিকা :

অবস্থান : ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা ও ডান অ্যাট্রিয়ামের সংযোগস্থলে।

কাজ : ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা থেকে ডান অ্যাট্রিয়ামে রক্তপ্রবাহে সাহায্য করে এবং এর বিপরীত প্রবাহে বাধা দেয়।

৬. হাইপারটেনশনজনিত জটিলতা :

হৃৎপিণ্ডের জটিলতা	কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের জটিলতা
• অ্যানজাইনা পেকটোরিস।	• স্ট্রোক।
• হার্ট ফেইলিউর ইনফার্কশন।	• হাইপারটেনশন এনসেফালোপ্যাথি।
• আনস্ট্যাবল অ্যানজাইনা।	• সাব অ্যারাকনয়েড হিমোরিজ।
• হার্ট অ্যাটাক এবং মায়োকার্ডিয়াল।	

৭. মানবদেহের শিরাতন্ত্র :

মানবদেহের সর্বত্র বিস্তৃত ছোট-বড় সকল শিরার সমন্বয়ে গঠিত জটিল তন্ত্র শিরাতন্ত্র বলে। মানুষের শিরাতন্ত্রকে প্রধান তিনভাগে ভাগ করা হয়। যথা : (ক) পালমোনারি শিরাতন্ত্র, (খ) সিস্টেমিক শিরাতন্ত্র (গ) হেপাটিক পোর্টাল শিরাতন্ত্র।

৮. ধমনি ও শিরার উৎপত্তিস্থল/সমাঙ্গিস্থল :

- পালমোনারি ধমনির উৎপত্তিস্থল → হৃৎপিণ্ডের ডান নিলর
- পালমোনারি শিরার উৎপত্তিস্থল → ফুসফুস
- ধমনির সমাঙ্গিস্থল → কৈশিক জালিকা
- শিরার সমাঙ্গিস্থল → হৃৎপিণ্ড
- ধমনির উৎপত্তিস্থল → হৃৎপিণ্ড
- শিরার উৎপত্তিস্থল → কৈশিক নালি
- ফুসফুসীয় শিরার সমাঙ্গিস্থল → বাম অলিন্দ
- মানুষের অ্যাওর্টার উৎপত্তিস্থল → বাম নিলর

৯. পেসমেকার (Pacemaker) :

মানুষের হৃৎপিণ্ডের ডান অ্যাট্রিয়ামের প্রাচীরে অবস্থিত SAN বা সাইনোঅ্যাট্রিয়াল নোড (Sino-Atrial Node) প্রাকৃতিক পেসমেকার হিসেবে কাজ করে যাকে প্রাথমিক পেসমেকার (Primary Pacemaker) বলে।

১০. পেসমেকার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বৈশিষ্ট্য :

- হৃৎপিণ্ডের ডান অ্যাট্রিয়াম প্রাচীরের ওপর দিকে অবস্থিত এবং কঠিন পেশিগোছে গঠিত।
- পেসমেকার দু'ধরনের :
i. প্রাকৃতিক পেসমেকার (সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড)
ii. যান্ত্রিক পেসমেকার (একটি লিথিয়াম ব্যাটারী, কম্পিউটারাইজড সেন্সর এবং সেলসযুক্ত কতগুলো তার)
- সেলসগুলোকে ইলেকট্রোড বলে। পেসমেকারের তারকে লিড (Lead) বলে।
- পেসমেকার স্থাপন করতে ৩০ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা সময় লাগে।
- পেসমেকারের সুবিধা : এটি বিপদজনক হার্টবিট Long QT Syndrome (LQTS) নিয়ন্ত্রণ করে।

Part 3

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিগত প্রশ্নোত্তর

01. লোহিত কণিকার আয়ু কত দিন? [NU-Science : 14-15]
 A 120 B 60 C 30 D 15 (Ans A)
02. নিউক্লিয়াস থাকে না কোনটিতে? [NU-Science : 11-12]
 A WBC B স্তন্যপায়ীর RBC C মায়ুকোষ D পেশিকোষ (Ans B)
03. রক্ত কি ধরনের কলা? [NU-Science : 05-06]
 A তরল যোজক কলা B আবরণী কলা
 C পেশি কলা D মায়ু কলা (Ans A)

Part 4

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের জরুরী বিগত প্রশ্নোত্তর

01. হৃৎপিণ্ডের পেশির অবস্থা জানা যায় কোন পরীক্ষার মাধ্যমে? [GST-A : 23-24]
 A ট্রিশোনি-১ B ইসিজি C ইটিটি D এমআরআই (Ans D)
02. কোনটি রক্তনালির সংকোচন ঘটিয়ে রক্তপাত হ্রাস করে? [GST-A : 23-24]
 A হিস্টামিন B সেরোটোনিন C প্রোথ্রোমবিন D হেপারিন (Ans B)
03. ব্যারোসেন্টার কী? [GST-A : 23-24]
 A জাঙ্কট-গ্রোমেরুলার কোষ B স্বয়ংক্রিয় স্নায়ু গ্রন্থি
 C প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ু D সংবেদী স্নায়ু গ্রন্থি (Ans D)
04. কোন কোষ হতে হিস্টামিন ক্ষরণ হয়? [GST-A : 23-24]
 A মনোসাইট B নিউট্রোফিল
 C লিম্ফোসাইট D বেসোফিল (Ans D)
05. রক্তকণিকা রঞ্জিতকরণে ব্যবহৃত হয় — I [GST-A : 22-23]
 A Crystal violet B Methylene blue
 C Safranin D Leishman (Ans D)
06. কোন ধরনের রক্তকণিকা অ্যান্টিবডি তৈরি করে? [GST-A : 20-21]
 A নিউট্রোফিল B বেসোফিল
 C ইয়োসিনোফিল D লিম্ফোসাইট (Ans D)
07. রক্তের (প্রাথমিক) পানির পরিমাণ শতকরা কত? [KU-A : 19-20]
 A 50-60 B 65-70 C 75-80 D 90-92 (Ans D)
08. ওপেন হার্ট সার্জারি কত প্রকারে করা যায়? [CoU-A : 19-20]
 A ৩ প্রকারে B ৪ প্রকারে C ৫ প্রকারে D ৬ প্রকারে (Ans A)
09. রক্তের pH 6.90 এর অবস্থাকে বলে— [IU-D : 19-20]
 A অ্যাকালোসিস B অ্যাসিডোসিস
 C হাইড্রোসিস D অ্যালকালিমিয়া (Ans B)
10. হৃৎচক্র অ্যাক্সিয়ামের সিস্টোল স্থায়ী হয়— [IU-D : 19-20]
 A 0.05 sec B 0.01 sec C 0.1 sec D 0.7 sec (Ans C)
11. মানুষের স্বাভাবিক রক্তক্ষরণকাল— [IU-D : 19-20]
 A 5-7 মিনিট B 12-14 মিনিট
 C 4-5 মিনিট D 25-27 মিনিট (Ans C)
12. কোনটি রক্ত আমিশ নয়? [SUST-A : 19-20]
 A ফাইব্রিনোজেন B প্রোথ্রোমিন C অ্যালবুমিন
 D গ্লোবুলিন E অ্যাগুটিনি (Ans F)
13. নিচের কোন অঙ্গে লোহিত কণিকা ধ্বংস হয়? [HSTU-A : 19-20]
 A ফুসফুস B যকৃৎ C পাকস্থলি D বৃক্ক (Ans B)
14. লোহিত কণিকার আয়ু কত দিন? [HSTU-A : 19-20]
 A ৫০ দিন B ৭০ দিন C ৯০ দিন D ১২০ দিন (Ans D)

Part 5

সম্ভাব্য MCQ

01. রক্ত জমাট বাঁধতে কোনটি সহায়তা করে?
 A K^+ B Mg^{2+} C Ca^{2+} D Na^+ (Ans C)
02. মানবদেহে অ্যান্টিবডি তৈরি করে কোনটি?
 A লিম্ফোসাইট B নিউট্রোফিল
 C ইওসিনোফিল D বেসোফিল (Ans A)

03. নিচের কোনটি বিলিভিন তৈরি করে?
 A লোহিত রক্ত কণিকা B অণুচক্রিকা
 C শ্বেত রক্ত কণিকা D প্রাজমা (Ans A)
04. রক্ত জমাট বাঁধার জন্য কোনটির প্রয়োজন হয় না?
 A প্রাটিনেট B প্রোথ্রোমিন C ফিব্রিনোজেন D হরমোন (Ans D)
05. কৃত্রিম পেসমেকারের ব্যাটারি কিসের তৈরি?
 A ক্যাডমিয়াম B লিথিয়াম C অ্যানুমিনিয়াম D ইউরেনিয়াম (Ans B)
06. করোনারি ধমনি কোথায় রক্ত সরবরাহ করে?
 A মাথায় B হৃৎপিণ্ডে C জননঙ্গে D যকৃতে (Ans B)
07. নিচের কোনটি তৈরির প্রক্রিয়াকে এরিথ্রোপোয়েসিস বলে?
 A লোহিত রক্ত কণিকা B প্রাজমা
 C শ্বেত রক্ত কণিকা D অণুচক্রিকা (Ans A)
08. কোন অঙ্গের শিরায় সবচেয়ে বেশি অক্সিজেন থাকে?
 A মস্তিষ্ক B হৃৎপিণ্ড C বৃক্ক D ফুসফুস (Ans D)
09. কার্বন ডাইঅক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত বহন করে কোনটি?
 A পোর্টাল ধমনি B পালমোনারি
 C হেপাটিক ধমনি D রেনাল ধমনি (Ans B)
10. অনুচক্রিকার কাজ নয়—
 A হিমোস্ট্যাটিক প্রাণ তৈরি B এন্ডোথেলিয়াল আবরণ পুনর্গঠন
 C হেপারিন উৎপন্ন করা D সেরোটোনিন উৎপন্ন করা (Ans C)
11. কোনটি এনজিওপ্রাস্টিক প্রকারভেদ নয়?
 A করোনারি স্টেনটিং B অ্যাথেরেকটমি
 C বেলুন এনজিওপ্রাস্টিক D করোনারি আর্টারি বাইপাস গ্রাফটিং (Ans D)
12. স্তন্যপায়ীর নিউক্লিয়াসবিহীন কোষ কোনটি?
 A নিউরন B লোহিত রক্তকণিকা
 C পেশি কোষ D শ্বেত রক্তকণিকা (Ans B)
13. নিচের কোনটি মানবদেহের Natural pacemaker নামে পরিচিত?
 A Sino-Atrial Node B Atrio-Ventricular Node
 C Purkinje Fibre D Bundle of HIS (Ans A)
14. মানুষের রক্তে শ্বেত রক্তকণিকা ও লোহিত রক্তকণিকার অনুপাত কত?
 A ৮০০ : ১ B ৫০০ : ১ C ১ : ৫০০ D ১ : ৬০০ (Ans D)
15. রক্ত সঞ্চালনের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক?
 A ডান অলিন্দ → ডান নিলয় → ফুসফুস → বাম অলিন্দ
 B বাম অলিন্দ → বাম নিলয় → ফুসফুস → সারাদেহ
 C ডান নিলয় → সারাদেহ → ডান অলিন্দ → ফুসফুস
 D বাম নিলয় → ফুসফুস → বাম অলিন্দ → সারাদেহ (Ans A)
16. প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মানুষের রক্তে সাধারণত কত গ্রাম লৌহ থাকে?
 A ২ B ৩ C ৪ D ৫ (Ans A)
17. বসা অবস্থায় প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের স্পন্দন চাপ কত?
 A 15-25 mm Hg B 30-40 mm Hg
 C 50-60 mm Hg D 65-75 mm Hg (Ans B)
18. হৃৎচক্রের গড় সময়কাল কত সেকেন্ড?
 A 0.7 B 0.1 C 0.8 D 0.3 (Ans C)
19. হৃৎপিণ্ডের ডান অলিন্দের সাথে নিচের কোনটি যুক্ত থাকে?
 A সিস্টেমিক মহাধমনি B পালমোনারি ধমনি
 C পালমোনারি শিরা D উর্ধ্ব ও নিম্ন মহাশিরা (Ans D)
20. প্রাণীর লোহিত রক্তকণিকা পানিতে ডুবালে কী হয়?
 A স্বাভাবিক থাকে B সংকুচিত হয়
 C ক্ষীণ হয়ে ফেটে যায় D সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় (Ans C)
21. মানবদেহের সকল শিরা হৃৎপিণ্ডের কোন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে?
 A বাম অলিন্দ B বাম নিলয়
 C ডান নিলয় D ডান অলিন্দ (Ans D)

মানব শারীরতত্ত্ব : শ্বসন ও শ্বাসক্রিয়া

মানুষের শ্বসনতন্ত্র (Respiratory System of Human) :

জীবের যে তত্ত্ব দেহ ও প্রকৃতির মধ্যে শ্বসন গ্যাস বিনিময় প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে তাকে শ্বসনতন্ত্র বলে। শ্বসনতন্ত্রের মাধ্যমে পরিবেশের O_2 দেহে প্রবেশ করে এবং CO_2 ত্যাগ করে। শ্বসনতন্ত্রের পর্যায়ক্রমিক বিভিন্ন অংশকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়, যথা : বায়ুগ্রহণ ও বায়ুত্যাগ অঞ্চল, বায়ু পরিবহন অঞ্চল ও শ্বসন অঞ্চল।

৬ মানুষের শ্বসনতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ :

উর্ধ্ব শ্বসননালি (বায়ুগ্রহণ ও ত্যাগ অঞ্চল) :

১. নাসিক (nostril), ২. নাসা গলাকিল (nasopharynx), ৩. স্বরযন্ত্র (larynx)।

নিম্ন শ্বসননালি (বায়ু পরিবহন অঞ্চল) :

৪. শ্বসননালি (trachea)
৫. ব্রঙ্কি (bronchi)
৬. প্রান্তীয় ব্রঙ্কিওল (terminal bronchioles)
৭. শ্বসন ব্রঙ্কিওল (respiratory bronchioles)
৮. অট্রিয়াম (atrium)
৯. আলভিওলাস (alveolus)
১০. আলভিওলার নালি (alveolar duct)
১১. আলভিওলার থলি (alveolar sac)

১২ বায়ু বিভাগ ও বায়ুর পরিমাণ নিচে ছক আকারে উপস্থাপন করা হলো :

বায়ু বিভাগ	বায়ুর পরিমাণ
১. টাইডাল ভলিউম (tidal volume) বা বায়ু মাত্র	500 মিলিলিটার।
২. রেসিডুয়াল ভলিউম (residual volume) বা অবশিষ্ট ঘনমান বায়ু	1500 মিলিলিটার।
৩. ভাইটাল ক্যাপাসিটি (vital capacity) বা বায়ু ধারণক্ষমতা	4500 মিলিলিটার।
৪. স্ট্রিক্টারিওসের বায়ু ধারণক্ষমতা	6000 মিলিলিটার।
৫. শ্বসন ক্রিয়ার অতিরিক্ত বায়ু	2-3.3 লিটার।
৬. শ্বসন ক্রিয়ার অতিরিক্ত বায়ু	1 লিটার।

১৩ শ্বসনিক হার বা শ্বসনিক কোশেন্ট (Respiration Quotient or RQ) :

শ্বসন প্রক্রিয়ায় জীব যে পরিমাণ CO_2 ত্যাগ করে এবং যে পরিমাণ O_2 গ্রহণ করে তার অনুপাতকে শ্বসনিক হার বা শ্বসনিক কোশেন্ট বলে।

১৪ বিভিন্ন বয়সের মানুষের শ্বসন হার :

বয়স (বছর)	প্রতি মিনিটে শ্বসন হার
১ম বছর	১৪ - ৬০ বার।
২ - ৪ বছর	২৫ - ৩৫ বার।
৫ - ১৪ বছর	১০ - ২৫ বার।
প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ	১০ - ১৮ বার।
প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী	১০ - ১৮ বার।

১৫ শ্বাসনালির সংক্রমণ (Respiratory tract infection) :

ফুসফুস, শ্বসননালি, গলা বা সাইনাসের কোনো কোনো অংশের সংক্রমণে শ্বাসনালির সংক্রমণ (Respiratory tract infection- RTI) বলে।

১৬ শ্বসননালির সংক্রমণের প্রকারভেদ :

(১) উপর শ্বসননালির সংক্রমণ :

- সাধারণ ঠান্ডা - টর্নাইক্লাইটিস (টর্নাইক্লাইটিস সংক্রমণ)
- সাইনুসাইটিস (সাইনাসের সংক্রমণ)
- ল্যারিনজাইটিস (ল্যারিন্স বা স্বরযন্ত্রের সংক্রমণ)
- ওটাইটিস মিডিয়া (মধ্যকর্ণের সংক্রমণ)

(২) নিম্ন শ্বসননালির সংক্রমণ : - ফ্লু (শ্বসননালির সংক্রমণ)

- ব্রঙ্কাইটিস (শ্বসননালির সংক্রমণ) - নিউমোনিয়া (ফুসফুসের সংক্রমণ)
- কফ বা টিউবেরকুলোসিস (ব্রঙ্কাইটিস দ্বারা ফুসফুসের নির্দিষ্ট সংক্রমণ)

১৭ সাইনাসের নাম, অবস্থান ও প্রদাহ :

সাইনাস গহ্বরগুলো হলো পূর্ণ হলে জীবের দ্বারা সংক্রমিত হয়ে সাইনুসাইটিস রোগের সৃষ্টি করে। অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে মানুষেরে চার ধরনের সাইনাস রয়েছে। নিচে এদের নাম, অবস্থান ও প্রদাহের ধরন উল্লেখ করা হলো :

১. ম্যাক্সিলারি সাইনাস :

অবস্থান : ম্যাক্সিলারি অঞ্চলে (গালে)।

প্রদাহের ধরন : ম্যাক্সিলারি সাইনাস সংক্রমিত হলে ম্যাক্সিলারি অঞ্চলে বা গালে চাপ প্রয়োগে ব্যথা অনুভূত হয়। এছাড়া মাথা ব্যথা ও দাঁত ব্যথা হয়।

২. ফ্রন্টাল সাইনাস :

অবস্থান : ফ্রন্টাল সাইনাস চোখের ওপরে অবস্থিত।

প্রদাহের ধরন : একেত্র ফ্রন্টাল সাইনাস গহ্বরের সংক্রমিত হয়। কল চোখের ওপরে চাপ প্রয়োগে ব্যথা ও মাথা ব্যথাও হয়ে থাকে।

৩. এথময়ডাল সাইনাস :

অবস্থান : দু'চোখের মাঝখানে।

প্রদাহের ধরন : দু'চোখের মাঝখানে ও পিছনে ব্যথা অনুভূত হয়। এর সাথে মাথা ব্যথা হয়ে থাকে।

৪. স্ফেনয়ডাল সাইনাস :

অবস্থান : চোখের পেছনে।

প্রদাহের ধরন : দুই চোখের পিছনে ব্যথা অনুভূত হয়। এছাড়াও মাথার হৃদয় ব্যথা বা চাপ অনুভূত হয়।

১৮ সাইনুসাইটিস (Sinusitis) :

কোনো কারণে (ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, অ্যালার্জিকজনিত প্রভৃতি) মুখমণ্ডল বিদ্যমান সাইনাসগুলোর কিস্তিতে ঘা বা প্রদাহ হলে তাকে সাইনুসাইটিস বলে। সাইনুসাইটিস হলো কোনো গহ্বরের প্রদাহ। একে রাইনোসাইনুসাইটিস (rhinosinusitis) ও বলা হয়।

১৯ সাইনুসাইটিসের কারণ :

- জীবাণু দ্বারা সংক্রমণ : ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক ইত্যাদি।
- নাকের অ্যালার্জি : ধূমপান করলে বা ধূমপায়ীর আশেপাশে থাকলে।
- নাকের ভেতর পলিপ (মাংসপিণ্ড) সৃষ্টি হলে।
- নাকের হাড় বাঁকা থাকলে।

Part 3

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিগত প্রশ্নোত্তর

01. মানুষের মস্তিষ্কের কোন অংশটি শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে? [NU-Science : 12-13]
- Ⓐ Hippocampus Ⓑ Cerebrum
Ⓒ Medulla oblongata Ⓓ Cerebellum

Ans C

Part 4

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

01. মধ্যকর্ণের সংক্রমণের জন্য দায়ী কে? [GST-A : 23-24]
- Ⓐ Streptococcus pneumoniae Ⓑ Vibrio mimicus
Ⓒ Staphylococcus aureus Ⓓ SARS-CoV-2

Ans A

02. রক্তের মাধ্যমে বেশিরভাগ কার্বন-ডাইঅক্সাইড কোন প্রক্রিয়ায় পরিবহন হয়? [GST-A : 23-24]
- Ⓐ প্রাক্সিমার সাথে Ⓑ হিমোগ্লোবিনের সাথে
Ⓒ হাইকার্বোনেট যৌগরূপে Ⓓ অক্সিফেপরূপে

Ans C

03. Adam's apple কোথায় থাকে? [GST-A : 22-23]
- Ⓐ অ্যালভিওলাসে Ⓑ ফুসফুসে
Ⓒ হরযন্ত্রে Ⓓ ট্রাকিয়ায়

Ans C

04. মানুষের শ্বসনে শতকরা কতভাগ অক্সিজেন প্রাক্সিমার ভৌত দ্রবণ রূপে পরিবাহিত হয়? [KU-A : 19-20]
- Ⓐ 0.1 Ⓑ 0.2
Ⓒ 2.0 Ⓓ 1.0

Ans B

05. মধ্যকর্ণের Otitis media রোগ কোন জীবাণু দ্বারা সংক্রমণ হয়? [KU-A : 19-20]
- Ⓐ Bacteria Ⓑ Fungus
Ⓒ Protozoa Ⓓ Virus

Ans A

06. নিচের কোন তরঙ্গ পদার্থটি ফুসফুসকে ঘর্ষণজনিত আঘাত থেকে রক্ষা করে? [CoU-A : 19-20]
- Ⓐ সেরাস ফ্লুইড Ⓑ সাইনোভিয়াল ফ্লুইড
Ⓒ সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড Ⓓ ট্রান্সসেলুলার ফ্লুইড

Ans A

07. নিচের কোনটি মিনিটে নবজাতক শিশুর শ্বসনের হার? [CoU-A : 19-20]
- Ⓐ ৫০ বার Ⓑ ৪০ বার
Ⓒ ৩০ বার Ⓓ ১৮ বার

Ans B

08. ভান ফুসফুসে কয়টি লোবিউল থাকে? [IU-D : 19-20]
- Ⓐ 3 Ⓑ ৪
Ⓒ 10 Ⓓ 2

Ans C

09. সারফেকট্যান্ট পাওয়া যায়- [IU-D : 19-20]
- Ⓐ হরযন্ত্রে Ⓑ শ্বাসনালিতে
Ⓒ অ্যালভিওলাসে Ⓓ ব্রঙ্কায়ে

Ans C

10. কোন সাইনাসের কারণে মানুষের গাল, দাঁত ও মাথায় ব্যথা হয়? [JUST-FBSTA : 19-20]
- Ⓐ Frontal Ⓑ Maxillary
Ⓒ Ethmoid Ⓓ Sphenoid

Ans B

Part 5

সম্ভাব্য MCQ

01. শ্বসনতন্ত্রের কোন স্থানে গ্যাসের বিনিময় হয়?
- Ⓐ অ্যালভিওলাস Ⓑ ব্রঙ্কায়ে
Ⓒ ব্রঙ্কিওল Ⓓ ট্রাকিয়া
02. Adam's Apple কোথায় অবস্থিত?
- Ⓐ নাসা গহ্বর Ⓑ ভেস্টিবিউল
Ⓒ নাসাগলবিল Ⓓ হরযন্ত্র
03. ফুসফুসের ক্যাপারের জন্য দায়ী কোনটি?
- Ⓐ CO Ⓑ Rn (Radon)
Ⓒ MnO₂ Ⓓ H₂S
04. কানের সংক্রমণজনিত প্রদাহকে কী বলে?
- Ⓐ Otitis Media Ⓑ Sinusitis
Ⓒ Emphysema Ⓓ Bronchitis
05. রক্ত ও বায়ুর মধ্যে O₂ এবং CO₂ এর বিনিময় ঘটে মানবদেহের-
- Ⓐ ট্রাকিয়াতে Ⓑ ব্রঙ্কিওলে
Ⓒ ব্রঙ্কায়ে Ⓓ অ্যালভিওলাসে
06. সারফেকট্যান্ট কোন প্রাচীর থেকে নিঃসৃত হয়?
- Ⓐ ট্রাকিয়া Ⓑ ব্রঙ্কায়ে
Ⓒ ব্রঙ্কিওল Ⓓ অ্যালভিওলাস
07. অক্সি হিমোগ্লোবিনের কাজ কী?
- Ⓐ রক্তে অক্সিজেন বহন করা
Ⓑ রক্তে কার্বন-ডাইঅক্সাইড বহন করা
Ⓒ রক্তে অক্সিজেন বহনে বাধা দেওয়া
Ⓓ রক্তে কার্বন-ডাইঅক্সাইড বহনে বাধা দেওয়া
08. মানুষের ফুসফুসে প্রায় 70 - 90 বর্গমিটার আয়তনের তলজুড়ে কত সংখ্যক অ্যালভিওলাই থাকে?
- Ⓐ 70 কোটি Ⓑ 5 কোটি
Ⓒ 70 লাখ Ⓓ 5 হাজার
09. ফুসফুস শরীরের যে গহ্বরে অবস্থান করে তার নাম-
- Ⓐ পেরিটোনিয়াল গহ্বর Ⓑ পেরিনিউরাল গহ্বর
Ⓒ প্রিউরাল গহ্বর Ⓓ পেরিকার্ডিয়াল গহ্বর
10. অ্যালভিওলাসের মধ্যে অক্সিজেনের পার্শ্বচাপ কত মিলিমিটার পারদ চাপের সমান?
- Ⓐ 40 Ⓑ 60 Ⓒ 80 Ⓓ 100
11. একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের ফুসফুসে কতগুলো অ্যালভিওলাই থাকে?
- Ⓐ 174 - 590 মিলিয়ন Ⓑ 374 - 690 মিলিয়ন
Ⓒ 274 - 790 মিলিয়ন Ⓓ 474 - 890 মিলিয়ন
12. অ্যালভিওলাই নিচের কোনটির অংশ?
- Ⓐ যকৃৎ Ⓑ ট্রাকিয়া
Ⓒ ব্রঙ্কাই Ⓓ ফুসফুস
13. শাখা প্রশাখাবিহীন শ্বাসনালিকে বলে-
- Ⓐ ট্রাকিওল Ⓑ ট্রাকিয়া
Ⓒ স্পাইরাকল Ⓓ অস্টিয়া
14. মানুষের হরযন্ত্রে সবচেয়ে বড়ো তরুণাঙ্কি কোনটি?
- Ⓐ ক্রিকয়েড Ⓑ এপিগ্লটিস
Ⓒ অ্যারিটনয়েড Ⓓ অ্যাডাম'স অ্যাপল
15. মানুষের শ্বসনে শতকরা কতভাগ অক্সিজেন প্রাক্সিমার ভৌত দ্রবণ রূপে পরিবাহিত হয়?
- Ⓐ 0.1 Ⓑ 0.2 Ⓒ 2.0 Ⓓ 1.0

মানব শারীরতত্ত্ব : বর্জ্য ও নিষ্কাশন

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

👉 **রেচনতন্ত্র (Excretory system) :**

যে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় দেহ হতে আমিষ জাতীয় খাদ্য বিপাকের ফলে সৃষ্ট নাইট্রোজেনযুক্ত বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশিত হয় তাকে রেচন (excretion) বলে। মানুষের প্রধান রেচন বর্জ্যের নাম হলো মূত্র (urine)। যে অঙ্গ দ্বারা রেচনকার্য সম্পন্ন হয় তাকে রেচনতন্ত্র (excretory system) বলে। বৃক্ক মানুষের প্রধান রেচন অঙ্গ হলেও ত্বক, ফুসফুস, যকৃৎ ও গরিপাকনালি দ্বারা কিছু রেচন বর্জ্য দেহ থেকে বহিষ্কৃত হয়।

৬ মানুষের রেচনতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ :

নাম	কাজ
১. বৃক্ক (Kidney)	মূত্র উৎপাদন করা বৃক্কের প্রধান কাজ।
২. রেকননালি/ইউরেটার	বৃক্কে উৎপন্ন মূত্র মূত্রথলিতে পরিবহণ করে।
৩. মূত্রথলি/মূত্রাশয়	মূত্র সাময়িকভাবে জমা রাখে এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর মূত্র নিষ্কাশন করে।
৪. মূত্রনালি/ ইউরেথ্রা	এটি মূত্রাশয় থেকে মূত্রকে দেহের বাইরে নিষ্কাশন করে।

❖ **वृक् (Kidney) :**

মানুষের উদর গহ্বরের পচাৎ প্রাচীর সংলগ্ন মেরুদণ্ডের প্রতিপার্শ্বে একটি করে মোট দুটি বৃক্ক বিদ্যমান। উদর গহ্বরে যকৃতের অবস্থানের কারণে যে অশ্রুতিসাম্যতার সৃষ্টি হয় তাতে বাম বৃক্কটি ডান বৃক্ক থেকে কিছুটা উপরে অবস্থান করে। বৃক্কের উর্ধ্ব অংশ 11 তম ও 12 তম পর্তকা দ্বারা সুরক্ষিত থাকে।

৬ বৃদ্ধ সম্মার্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বৈশিষ্ট্য :

- আকার ও আকৃতি : নিরেট, চাপা, অনেকটা শিম বীজের মতো, লালচে রংয়ের।
- দৈর্ঘ্য : ১১ - ১২ সেমি. • প্রস্থ : ৫ - ৬ সেমি. • স্থূলতা : ৩ সেমি.
- গুজন : পুরুষে → ১৫০ - ১৭০ গ্রাম, স্ত্রীদেহে → ১৩০ - ১৫০ গ্রাম।
- বৃক্কের বাইরের দিক উত্তল এবং ভেতরের দিক অবতল।
- অবতল অংশের খাঁজের নাম হাইলাস/হাইলাম।
- বৃক্কের অগ্রপ্রান্তে টুপি মতো আচ্ছাদনকারী অংশ → অ্যাডরেনাল গ্রন্থি।
- বৃক্কের আবরণ → রেনাল ক্যাপসুল বা টিউনিকা ফাইব্রোসা।
- বাইরের দিকের অংশ → রেনাল কটেজ।
- ভেতরের দিকের অংশ → রেনাল মেডুলা।
- নেফ্রন বৃক্কের গঠনগত ও কার্যকরী একক।
- মেডুলা অংশের ত্রিভুজাকৃতির (৪-১৪ টি) গঠন → রেনাল পিরামিড।
- রেনাল পিরামিডের ফাঁকে বিস্তৃত কটেজ → রেনাল কলাম।
- রেনাল পিরামিডের শীর্ষ → রেনাল প্যাপিলা।
- ক্যালিক্স মাইনরের সমষ্টি → ক্যালিক্স মেজর।

৬ বৃক্ষের ভূমিকা/কাজ :

১. রক্ত থেকে প্রোটিন বিপাকে সৃষ্ট নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য অপসারণে ভূমিকা রাখে।
২. রক্তে অম্ল ও ক্ষারের ভারসাম্য রক্ষা করে। হরমোন এবং এনজাইম নিঃসরণে ভূমিকা রাখে।
৩. দেহে প্রবিশ্ত প্রতিবিষ ও ভেজাজ পদার্থসমূহ দেহ থেকে অপসারণে ভূমিকা রাখে।
৪. রক্তে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফসফেট এবং ক্লোরাইডসহ বিভিন্ন লবণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে।
৫. দেহে এবং রক্তে পানির ভারসাম্য রক্ষা করে।
৬. রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে।
৭. যথাযথ আয়নিক কম্পোজিশন বজায় রাখে।

☞ **নেফ্রন (Nephron) :**

বৃক্ষের গঠনগত ও কার্যগত একককে নেফ্রন বলে। মানুষের প্রতিটি বৃক্ষে প্রায় ১০ লাখ থেকে ১২ লাখ নেফ্রন রয়েছে।

৫৬ নেফ্রনের বিভিন্ন অংশ :

১. রেণাল করপাসল ২. হেনলির লুপ ৩. সংগ্রাহী নালি
৪. প্রবিরমাল প্যাঁচানো নালিকা ৫. ডিস্টাল প্যাঁচানো নালিকা

৭৬ মানবদেহে নেফ্রনের গুরুত্ব :

নৃকের গাঠনিক ও কার্যিক একক হলো রেফেন। নিচে রেফেনের প্রকৃতি বর্ণনা করা হলো:

১. নেফ্রনের গ্লোমেরুলাস রক্তের প্রোটিন ছাড়া প্রায় সকল উপাদান ছাঁকনির মাধ্যমে পৃথক করে বোম্বাস্য ক্যাপসুলের গহ্বরে প্রেরণ করে।
২. বৃক্কীয় নালিকার পরিশ্রুত তরলের প্রয়োজনীয় পদার্থগুলো, যথা : গ্লুকোজ, অধিকাংশ লবণ এবং প্রয়োজনীয় পানি প্রভৃতি পুনরায় শোষিত হয়ে রক্তনালিতে প্রেরণ করে।
৩. বৃক্কীয় নালিকা যে কেবল পুনঃশোষণের কাজ করে তাই নয়, এটি কয়েক প্রকার দূষিত পদার্থ যথা : নানা প্রকারের সালফারযুক্ত যৌগ, ক্রিয়েটিনিন এক কয়েক প্রকারের জৈব অ্যাসিড ইত্যাদি রক্ত থেকে নালিকার গহ্বরে রক্ষণ করে।
৪. বৃক্কীয় নালিকার এপিথেলীয় কোষে কয়েক প্রকার যৌগ, যথা : অজৈব ফসফেট, অ্যামোনিয়া, ইউরিক অ্যাসিড ইত্যাদি সৃষ্টি হয়ে নালিকার গহ্বরে মুক্ত হয়।
৫. দেহস্থিত pH এর সঠিক মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করাও নেফ্রনের কাজ।

 মূত্র (Urine) :

নেফ্রনের রেনাল টিউবুলাসে গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেটের নির্বাচিত পুনঃশোষণের পর যে খড় বর্ণের, তীব্র বাঁঝালা গন্ধযুক্ত ও অম্লধর্মী তরল রেচন বর্জ্য মূত্রথলিতে জমা হয় তাকে মূত্র (Urine) বলে।

৬ মৃত্তকের বৈশিষ্ট্য :

১. পরিমাণ	প্রাপ্তবয়স্ক লোকের বৃক্কে প্রতিদিন ০.৫-২.৫ লিটার মূত্র উৎপন্ন হয় যা ৬-৮ বার মূত্র ত্যাগ ঘটায়।
২. বর্ণ	স্বাভাবিক মূত্র হালকা হলুদ বা ঝড় বর্ণের। মূত্রে ইউরোক্রোম নামক রঞ্জক পদার্থ থাকায় এটি ঝড় বা হালকা হলুদ বর্ণের হয়।
৩. গন্ধ	এটি স্বাভাবিক বা অ্যারোমেটিক গন্ধবিশিষ্ট। মূত্রে ইউরিনোড (C_6H_8O) নামক পদার্থের উপস্থিতির কারণে এক্রপ গন্ধ হয়।
৪. রাসায়নিক ধর্ম	মূত্র সামান্য অম্লীয়, এর pH মান ৫.০-৬.৫
৫. আপেক্ষিক গুরুত্ব	মূত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.০০৮-১.০৩০

৬ মৃত্তের প্রধান উপাদানগুলোর নাম ও শতকরা পরিমাণ :

মূত্রের রাসায়নিক উপাদানের মধ্যে ৯৫% (৯৫-৯৭%) পানি এবং ৫% (৩-৫%) কঠিন পদার্থ। নিচে ছক আকারে জৈব ও অজৈব উপাদানগুলো দেখানো হলো :

জৈব উপাদান শতকরা হার			
ইউরিয়া	২	কিটোন বডিস	০.০২
ইউরিক অ্যাসিড	০.০৫	ক্রিয়েটিন	০.০১
হিপপিউরিক অ্যাসিড	০.০৫	সোডিয়াম	০.৩৫
ক্রিয়েটিনিন	০.০৭		
অজৈব উপাদান শতকরা হার			
পটাশিয়াম	০.১৫	সালফেট	০.১৬
অ্যামোনিয়াম	০.০৪	ফসফেট	০.২৭
ম্যাগনেশিয়াম	০.০১	ক্যালসিয়াম	০.০৩
ক্লোরাইড	০.৬০		

[Ref: আজমল]

Part 2

At a glance

- যে তত্ত্ব দ্বারা রেচনকার্য সম্পন্ন হয় তাকে বলে— রেচনতত্ত্ব
- মানুষ হলো— ইউরিওটেলিক প্রাণী
- মানুষ এর প্রধান রেচন পদার্থ— ইউরিয়া
- রেচনতত্ত্বের মাধ্যমে রেচন পদার্থ নিষ্কাশিত হয়— ৮০ ভাগ
- বৃক্কের সংখ্যা — ২টি (বাম ও ডান বৃক্ক)

- প্রাচীন বৃক্ষের গুণ— ১৫০ – ১৭০ গ্রাম
 - বৃক্ষ দেহ প্রাচীরের সাথে যুক্ত থাকে— মেসেন্টারি দিয়ে
 - বৃক্ষের আকৃতি— শিম বীজের মতো/বাংলা ৫ সংখ্যার মতো
 - বৃক্ষের অবতল অংশের ভাঁজকে— হাইলাস/হাইলাম/বৃক্ষনাভি বলে
 - প্রত্যেক পিরামিড চূড়াকে বলে— রেনাল প্যাপিলা
 - পেলভিস হলো বৃক্ষের অভ্যন্তরে— সংগ্রাহক স্থান
 - ইউরেটারের উৎস্রাস্তের ক্ষীত অংশ— পেলভিস
 - বৃক্ষের গাঠনিক ও কার্যিক একককে বলে— নেফ্রন
 - মানুষের প্রত্যেক বৃক্ষে নেফ্রন রয়েছে— ১০ লক্ষ থেকে ১২ লক্ষ
 - বৃক্ষে নেফ্রনের নালিকাগুলো সম্মিলিতভাবে লম্বা হয়— ৩৬ কি.মি. এর বেশি
 - বৃক্ষের মাধ্যমে প্রতি মিনিটে রক্ত থেকে তরল পদার্থ পরিশ্রুত হয়— ১২৫ ঘন সে.মি.
 - সাধারণত প্রতি মিনিটে মূত্র সৃষ্টি হয়— ১ ঘন সে.মি.
 - সুপার ফিসিয়াল কটিকেল নেফ্রন-এর পরিমান— ৮৫%
 - জরুরি অবস্থায় মূত্র উৎপাদন করে— জাক্সটামেডুলারি নেফ্রন
 - নেফ্রনে পুনঃশোষিত পদার্থ হলো— গ্লুকোজ, অধিকাংশ লবণ, পানি ইত্যাদি
 - অমিশ্র জাতীয় খাদ্য বিপাকে বর্জ্য পদার্থ সৃষ্টি হয়— নাইট্রোজেনঘটিত
 - নাইট্রোজেনঘটিত রেশন বর্জ্যের মধ্যে প্রধান— ইউরিয়া
 - রেশনে ইউরিয়ার অধিকা থাকাকে বলে— ইউরিগটেলিজম
 - যেসব প্রাণীতে ইউরিগটেলিজম দেখা যায় তাদের বলে— ইউরিগটেলিক প্রাণী
 - অ্যামিনো অ্যাসিড ডিঅ্যামিনেশন-এর ফলে তৈরি হয়— কিটো অ্যাসিড ও NH_2
 - একজন সুস্থ মানুষ দৈনিক গড়ে মূত্র ত্যাগ করে— ১.৫ লিটার
 - ডাই-ইউরেটিকস পদার্থ হলো— পানি, লবণাক্ত পানি, চা ও কফি
 - প্রাপ্তবয়স্ক লোকের বৃক্ষে দৈনিক মূত্র উৎপন্ন হয়— ০.৫ থেকে ২.৫ লিটার
 - মূত্রের pH— ৫.০ – ৬.৫
 - প্রতিদিন বৃক্ষ দ্বারা পরিশ্রুত হয়— ১৭০ লিটার
 - মূত্র হিসেবে পানি দেহ হতে নিকাশিত হয়— ১.৫ লিটার
 - দেহের বহিঃকোষীয় তরলের আয়তন ঠিক রাখে— Na^+
 - স্বাভাবিক অবস্থায় পটাশিয়াম আয়নের ঘনত্ব— 4mmol/L.
 - বৃক্ষ বিকলের ফলে দেহে যে আয়ন-এর আধিক্য হয়— K^+
 - পটাশিয়াম আয়ন বন্ধ করে দেয়— হৃদযন্ত্রের ক্রিয়াকে
 - ভ্যারোটেন ও উচ্চ রক্তচাপ— প্রায় ৭০% কিডনির বিকলের কারণ
 - বৃক্ষ বিকল হলে রক্তে বেড়ে যায়— ইউরিয়া ও ক্রিয়েটিনিন

Part 3 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিগত প্রশ্নোত্তর

01. বৃক্কের কোন অংশে রক্তের ছাঁকন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়? [NU-Science : 13-14]
 (A) সংগ্রাহী নালিকা (B) প্রান্তীয় প্যাঁচানো নালিকা
 (C) বোমান্স ক্যাপসুল (D) হেনলির লুপ (Ans: C)
02. কোনটি রেচন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত নয়? [NU-Science : 10-11]
 (A) নেফ্রন (B) ইউটেরাস (C) ম্যালপিজিয়ান নালি (D) ইউরিয়া (Ans: B)
03. বৃক্কের এককের নাম- [NU-Science : 04-05]
 (A) নিউরন (B) নেফ্রিডিয়া (C) নেফ্রন (D) কোনোটিই নয় (Ans: C)
04. মানুষের রেচনাস্রের এককের নাম- [NU-Science : 02-03]
 (A) নেফ্রন (B) নিউরন (C) নেফ্রিডিয়া (D) ফ্লো কোষ (Ans: A)

Part 4 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

01. নাইট্রোজেনজাত বর্জ্য থেকে ইউরিয়া সৃষ্টিতে কোন এনজাইমটি প্রয়োজন? [KU-A : 19-20]
 (A) আইসোমারেজ (B) ডি-অ্যামাইনেজ
 (C) ইউরিয়েজ (D) ট্রান্সঅ্যামাইলেজ **Ans (B)**
02. রেনাল মেডুলা (Renal medulla) শঙ্কু আকৃতির (Cone shape) টিস্যুকে কী বলে? [KU-A : 19-20]
 (A) এডিপোজ ক্যাপসুল (B) রেনাল কটেজ
 (C) রেনাল পেলভিস (D) রেনাল পিরামিড **Ans (D)**

03. গ্লোমেরুলাস এর অবস্থান- [BU-A : 19-20]
 (A) পেলভিসে (B) হাইলামে
 (C) বোমানাস ক্যাপসুলে (D) হেনলির লুপে (Ans C)
04. কিডনি রোগ নির্ণয়ে নির্দেশক (Index) হিসেবে রক্তের কোন উপাদান দেখা হয়?
 [HISTU-A : 19-20]
 (A) ক্রিয়েটিনিন (B) ইউরিয়া (C) ইউরিক অ্যাসিড (D) কিটোন বডি (Ans A)
05. রক্তের প্লাজমায় Na^+ এর মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে- [NSTU-A : 19-20]
 (A) অ্যাণ্ডোস্টেরন (B) থ্রোজেস্টেরন (C) ভাসোপ্রেসিন (D) ইনট্রোজেন (Ans A)
06. কোন হরমোন রক্তে পানি ভারসাম্য রক্ষার জন্য কাজ করে? [JUST-FBSTA : 19-20]
 (A) Adrenaline (B) ADH (C) SH (D) Thyroxine (Ans B)
07. নিচের কোন হরমোন মূত্রের ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ করে? [CoU-A : 18-19]
 (A) FSH (B) DAH (C) ADH (D) ACTH (Ans C)

Part 5

সম্ভাব্য MCQ

01. কোথায় ইউরিয়া তৈরি হয়?
 (A) যকৃৎ (B) বৃক্ক (C) অগ্ন্যাশয়ে (D) গ্রীহাতে (Ans) A
 02. নিম্নের কোন অঙ্গ রক্তের বিষাক্ত পদার্থ অপসারণ করে?
 (A) বৃক্ক (B) অগ্ন্যাশয় (C) ফুসফুস (D) যকৃৎ (Ans) A
 03. মূত্রের রং হলুদ হওয়ার জন্য দায়ী কোন পদার্থ?
 (A) ইউরোক্রোম (B) বিলিরুবিন (C) অ্যামোনিয়া (D) ক্রিয়েটিনিন (Ans) B
 04. একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের একটি বৃক্কে নেফ্রনের সংখ্যা কত?
 (A) ৮ - ১০ লক্ষ (B) ১০ - ১২ লক্ষ (C) ১২ - ১৪ লক্ষ (D) ১৪ - ১৬ লক্ষ (Ans) B
 05. কোন রক্তক পদার্থের জন্য মূত্রের রং হলুদ (straw color) বর্ণের হয়?
 (A) ক্রোমোফিল (B) জ্যাট্রোফিল (C) বিলিরুবিন (D) ইউরোক্রোম (Ans) D
 06. বৃক্কের অভ্যন্তরে মূত্র উৎপাদনের একক এর নাম কী?
 (A) ইউরেটার (B) পেলভিস (C) নেফ্রন (D) গ্রোমেরুলাস (Ans) C
 07. মানবদেহের কোন অংশে হেনলির লুপ অবস্থিত?
 (A) পাকস্থলিতে (B) ফুসফুসে (C) হৃৎপিণ্ডে (D) বৃক্কে (Ans) D
 08. কোন অঙ্গটি রক্তের pH নিয়ন্ত্রণ করে?
 (A) অগ্ন্যাশয় (B) বৃক্ক (C) যকৃৎ (D) ফুসফুস (Ans) B
 09. মানুষের বৃক্কের অবতল অংশের ভাঁজটিকে কী বলে?
 (A) নেফ্রন (B) হাইলাস (C) মেডুসা (D) কটেজ (Ans) B
 10. নেফ্রনের কোন অংশে গ্লুকোজ পরিশোধিত হয়?
 (A) লুপ অব হেনলি (B) নিকটস্থ প্যাচানো নালিকা (C) দূরবর্তী প্যাচানো নালিকা (D) সংগ্রাহক নালিকা (Ans) B
 11. ইউরিয়া তৈরি হয় যে অঙ্গে তার নাম-
 (A) ত্বক (B) যকৃৎ (C) বৃক্ক (D) মূত্রথলি (Ans) B
 12. মূত্র তৈরি হয় কোথায়?
 (A) যকৃতে (B) গ্রীহায় (C) বৃক্কে (D) মূত্রথলিতে (Ans) C
 13. রচনাত্মক কোন জাতীয় পদার্থ শরীর থেকে বের করে?
 (A) O₂ (B) CO₂ (C) N₂ (D) হিমোগ্লোবিন (Ans) C
 14. কোনটি বৃক্কের অংশ?
 (A) ব্রঙ্কিওল (B) সিসটিক নালি (C) বোম্যানস ক্যাপসুল (D) ফলিকুল কোষ (Ans) C
 15. মানব মূত্রের খড় রং-এর জন্য দায়ী কী?
 (A) ইউরিয়া (B) অ্যামোনিয়া (C) বিলিরুবিন (D) ইউরোক্রোম (Ans) D
 16. কোনটি সমগোত্রীয় নয়?
 (A) নেফ্রিডিয়া (B) ম্যালপিজিয়ান নালিকা (C) ইউরেনিফেরাস নালিকা (D) সেমিনিফেরাস নালিকা (Ans) D
 17. কোনটি বৃক্কের বৈশিষ্ট্য?
 (A) ব্রঙ্কিওল (B) সিস্টিকনালি (C) ফলিকুলার কোষ (D) বোম্যানস ক্যাপসুল (Ans) D

Part 1

জরুরী তথ্যাবলি

A. কেরাল (Vertebral column) :

মাইনাল থেকে অধিক পক্ষ প্রসারিত, মূহুরাকারক দিয়ে আবৃত একমুখি কেশকরা নিয়ে গঠিত এক নেহের অত্যন্ত অলম্বন দানকারী অস্থি ও নমনীয় গঠন হলে কেরাল।

৬ কেরালের কাজ :

১. কেরাল নেহের অটোমে গঠন করে, তার বহন, সোজা হয়ে দাঁড়াতে এক চাক্ষুণ্যের জরুরী ভূমিকা পালন করে।
২. সার্বভৌম কেশকরা গ্রীব সম্বলনে সহযোগ করে।
৩. মাঝে মাঝে নেহ এক পিচ (Pitch) এর মতো কাজ করে।
৪. কেরাল নেহের কেন্দ্রীয় হৃদয়াকার অঙ্গ গঠন করে।
৫. এটি মূহুরাকার ও মূহুরা হৃদয়কে পরিবেশন করে সুকল প্রদান করে।

A. কেশকরা (Vertebra) :

কেরালে সংঘটিক একত্ব হলে কেশকরা। কেরালের বিভিন্ন অঙ্গের কেশকর গঠন বিভিন্নরকম। তবে এদের সকলের গঠন প্রকৃতি একটি বৈশিষ্ট্য গঠনে ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। একটি আদর্শ কেশকরা সেন্ট্রাম বা ভাইট্রাল বডি এক অর্ধ নিয়ে গঠিত। আরো অংশগুলো হলো :

- পেডিকেল
- ট্রান্সভার্স প্রসেস
- লামিনা
- আর্টিকুলার প্রসেস
- স্পাইনাল প্রসেস

৬ কেশকরা সম্বন্ধে ব্যবহৃত তথ্য :

কেশকর নাম	কেশকর সংখ্যা	অস্থি সংখ্যা
গ্রীবালয়ের কেশকর	০৭	০৭
করালয়ের কেশকর	১২	১২
উনালয়ের/কটালয়ের	০৫	০৫
শ্রোণালয়ের কেশকর	০৫	০৫
মূহুরালয়ের কেশকর	০২ (গড়ে ৪)	০১
মোট	৩০টি	২৬টি

A. বিভিন্ন অস্থিসমূহের প্রসেস :

অস্থি	প্রসেস
স্টার্নাম	ডিক্রেট প্রসেস
হ্যাড্রাল	স্পাইনাল, কেরালক্রেট এক্স প্রসেসিওনাল প্রসেস
ফেনেস্ট্রা	ট্রান্সভার্স প্রসেস
ম্যাক্সিলা	ডাইসোমেটিক প্রসেস, প্যালেটাইন প্রসেস, ব্রুটাল প্রসেস এক্স আলভিওলার প্রসেস
ম্যাক্সিলা	কন্ডাইলার এক্স কন্ডাইলার প্রসেস
ল্যাবর কেশকর	ম্যাক্সিলারি ও ম্যাক্সিলারি প্রসেস
অস্ট্রিন	ওরোফ্যারিং প্রসেস
অলনা	কন্ডাইলার প্রসেস, ওলিওরন প্রসেস ও স্টাইলোইড প্রসেস

A. তরুণি বা কোলাই (Cartilage) :

তরুণির ম্যাট্রিক্স বা ম্যাট্রিক্স কন্ড্রিন (chondrin) নামে এক ধরনের অর্ধকঠিন ও হৃদয়াকার পদার্থে গঠিত। কন্ড্রিন কন্ড্রোমিটিকয়েড (chondromucoid) ও কন্ড্রোআলবুইনয়েড (chondroalunoid) নামক দুধরনের প্রোটিনে গঠিত। তরুণিতে কন্ড্রোসাইট (chondrocyte) বলে।

৬ তরুণির গঠন বৈশিষ্ট্য : নিচ তরুণির গঠন বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা করা হলো-

১. তরুণি যথেষ্ট মজবুত, অচল, শক্ত এবং টান ও চাপ সহনীয় যোজক কলা যা পেরিকন্ড্রিয়াম নামক তরুণি আবরণীতে আবৃত থাকে।
২. তরুণি টিগুর ম্যাট্রিক্স কন্ড্রিন নামক একধরনের অর্ধকঠিন, নমনীয় ও হৃদয়াকার পদার্থে গঠিত।

৬ Larynx বা দণ্ডের কোলাই অস্থিসমূহ (৪টি) :

এপিগ্লটিস (১টি) : থাইরয়েড (১টি) : ক্রিকয়েড (১টি) : ক্যরিটিনয়েড (১টি) : কন্ডাইলয়েড (১টি) : আর্টিকুলার (১টি)

৬ বিভিন্ন প্রকার তরুণি কোলাই হলে পাওয়া যায় :

তরুণির নাম	যে স্থানে পাওয়া যায়
যক্ষ তরুণি	নাক, দণ্ড, শ্বসননালি, পেরিওস, হৃদয়, অস্থিসমূহ, কটাল কেশকর, যাক ও হৃদয়ের হৃদয় বা পেরিওস নেহে
হৃদয়াকার	বাইথেরাল বা পিন, নাসিকার অস্থি, অস্থিসমূহ
গীততরুণি	(Epiglottis), ইপিগ্লটিস নামক
শ্বত তরুণি	কেশকরসমূহের মধ্যবর্তী স্থান, অস্থি ও ক্রিকয়েড সার্বোচ্চ, ক্রিকয়েড ও ক্রিকয়েড
চুনময় বা ক্যালসিফাইড তরুণি	হিউমেরাস ও ক্রিকয়েড মধ্যবর্তী তরুণি

A. ইচ্ছিত বা অস্বল্প পেশি (Voluntary or Non-smooth muscle) :

মানবদেহের বেশির পেশি মানুষের ইচ্ছামতো সংকুচিত বা প্রসারিত হয়ে পড়া তাদের ইচ্ছিত পেশি বলে।

৬ অবস্থান : বিভিন্ন অস্থির সার্বোচ্চ, ট্রাখ, ক্রিকয়েড, পেরিওস হৃদয়, পাতা ও ধরনের পেশি অবস্থান করে।

৬ ইচ্ছিত পেশি সম্পর্কিত তথ্য :

- ইচ্ছিত পেশি ক্রিয়াকারী অবস্থানে আবৃত।
- নাইটপ্লাজমকে সার্বকোষীয় বলে।
- প্রতিটি পেশিতন্ত্র সার্বকোষীয় নামক অবস্থানে ঢাকা থাকে।
- সার্বকোষীয় অস্থি পেশিতন্ত্র বা ম্যাক্রোইলি বলে।
- অবস্থান ৩টি হলো : ১. সর্বোচ্চতরের অবস্থান → এন্ডোমাইসিয়াম

২. মাঝের অবস্থান → পেরিওমাইসিয়াম

৩. সর্ব বাহিরের অবস্থান → এপিওমাইসিয়াম

• লক্ষ্যে প্রতিটি ম্যাক্রোইলি কালো ও সাদা দুধরনের ব্যাচ থাকে ব্যাচগুলো হলো :

১. গাঢ় ব্যাচ → অ্যানিসোট্রপিক	২. হালকা ব্যাচ → আইসোট্রপিক
(Anisotropic) বা A-ব্যাচ	(Isotropic) বা I-ব্যাচ

• প্রতিটি I-ব্যাচের মাঝে Z রেখার মধ্যবর্তী স্থানকে সার্বকোষীয় বলে।

• মানবদেহে বিদ্যমান ৬৫৬ টি ইচ্ছিত পেশি সমন্বিতভাবে প্রথম চারটি কাজ সম্পন্ন করে। (৪টি অস্থি+অস্থি+অস্থি)

A. অনৈচ্ছিক বা মসৃণ পেশি (Involuntary or Smooth muscle) :

বেশির পেশি কলার সার্বকোষ ও প্রসারণ প্রণীর ইচ্ছামতো না বরং চাহিদা মাত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের অনৈচ্ছিক পেশি বলে। এদের পেশির ম্যাক্রোইলি কোলাই থাকে না বলে এদের মসৃণ বা অনৈচ্ছিক পেশি বলে।

৬ অনৈচ্ছিক পেশির বৈশিষ্ট্য :

১. অবস্থান : পৌষ্টিক নালি, বহননালি, রক্তনালি, শ্বসননালি, ক্রিকয়েড, মূত্রনালি, জরায়ু।
২. প্রকৃতি : অনৈচ্ছিক।
৩. পেশিতন্ত্র : মসৃণ অস্থির ও শ্বাসবিহীন।
৪. নিউক্লিয়াস : ১টি, কেন্দ্রে থাকে।
৫. সার্বকোষীয় ক্ষমতা : মসৃণ ও দীর্ঘস্থায়ী।
৬. কাজ : বিভিন্ন নালিতে বস্তু চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে।

■ মানবদেহের অস্থি নিয়ে অধ্যয়নের বিজ্ঞানকে বলে- মানব অস্থিবিজ্ঞান বা Human Osteology

■ কঙ্কালতন্ত্র পুরুষ ও নারীদের মোট ওজনের যথাক্রমে- ১৫% ও ১০%

■ কঙ্কালতন্ত্রের উৎপত্তি- জরীপ মেনোডার্ম হতে

■ কঙ্কালতন্ত্র গঠিত হয়- অস্থি ও তরুণাঙ্গ নিয়ে

■ অস্থিতে জমা হয় দেহের প্রায়- ৯৭% ক্যালসিয়াম

■ করোট গঠিত হয়- ২৯টি অস্থি নিয়ে

■ করোটিকার অস্থি- ৮টি

■ করোটের পিছে অক্সিপটাল অস্থিতে বিদ্যমান- Foramen Magnum বা মহাবির

■ দুই বছর বয়সের মধ্যে ফটালেনগুলো জোড়া লাগে- সূচার সন্ধির মাধ্যমে

■ করোটিকার অস্থি- ছয় ধরনের

■ মুখমণ্ডলীয় অস্থি- ১৪টি

■ উর্ধ্ব চোয়ালের অস্থি- ম্যাক্সিলা

■ বৃহত্তম বায়ুপূর্ণ অস্থি- ম্যাক্সিলা

■ ম্যান্ডিবল করোটের একমাত্র- নড়নক্ষম অস্থি

■ U আকৃতির অস্থি- হাইওয়েডে অস্থি

■ হাইওয়েড-এর অবস্থান- নিচের চোয়াল ও ল্যারিংক্স-এর মাঝে

■ হাইওয়েড গঠিত- দেহকাণ্ড ও দু'জোড়া করুণা দ্বারা

■ ঘাড়ের অনেক পেশি যুক্ত থাকে- হাইওয়েড দ্বারা

■ বহুকর্ণ থেকে অঙ্গকর্ণে শব্দ তরঙ্গ বহন করে- করুণা

■ করুণা গঠিত হয়- ৬টি অস্থি নিয়ে

■ হাড়ের মতো দেখতে- ম্যালিয়াস

■ কামারের নেহাই-এর মতো দেখতে- ইনকাস

■ মেরুদণ্ডের অন্য নাম- শিরদাঁড়া, স্পাইন, স্পাইনাল কলাম, vertebral column

■ পুরুষের মেরুদণ্ড গড়ে- ৭০ সে.মি. দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট হয়

■ স্ত্রীলোকের মেরুদণ্ড গড়ে- ৬০ সে.মি. দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট হয়

■ মেরুদণ্ড যে ছোট অস্থিগুলো নিয়ে গঠিত তাদেরকে বলে- কশেরুকা

■ দেখতে হি (আংটি) আকৃতির- ১ম সারভাইক্যাল কশেরুকা বা অ্যাটলাস

■ ক্রস্টাল ফ্যাসেট বিদ্যমান- খোরাসিক কশেরুকা

■ ম্যালিয়ারি ও অ্যাক্সেসরি প্রসেস বিদ্যমান- লাঘার ভার্টিব্রায়

■ বকপিত্তের পর্শুকা থাকে- ১২ জোড়া

■ বকপিত্তের সুরক্ষিত থাকে- হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস

■ স্টার্নাম বিভক্ত- ৩টি অংশে

■ উর্ধ্বসের অস্থি হলো- ৬৪টি

■ বক অস্থিগুলোর অস্থি- ৪টি

■ ইটলিক 'I' বা ইংরেজি 'S', এর মতো- ক্র্যাভিকল

■ ক্র্যাভিকল-এর অপর নাম- Collar bone (কণ্ঠাঙ্গ) বা Beauty bone

■ নিম্নসের অস্থির সংখ্যা- ৬২টি

■ নিত্যাঙ্গ বা ইনোমিনেট অস্থি হলো- ইলিয়াম, ইচ্চিয়াম ও পিউবিস

■ অবটুরেটর হ্রদ গঠন করে- পিউবিক ও ইচ্চিয়াম

■ দেহের সর্বাপেক্ষা সুদৃঢ় কলা- অস্থি

■ অস্থির মাতৃকায় থাকে- অস্টিওব্লাস্ট ও অস্টিওসাইট কোষ

■ অস্থির আবরণীয় নাম- পেরিঅস্টিয়াম

■ অঙ্গকশেরুকা চাকতিতে পাওয়া যায়- শ্বেত তন্তুময় তরুণাঙ্গ

■ তরুণাঙ্গ আবৃত থাকে- পেরিকলড্রিয়াম আবরণ দ্বারা

■ মানবদেহের সবচেয়ে শক্তিশালী ও দৃঢ় তরুণাঙ্গ হলো- ফাইব্রোকার্টিলেজ

■ শব্দশালিতে দেখা যায়- হ্যায়ালিন তরুণাঙ্গ

■ দুইটি কশেরুকার মধ্যবর্তী স্থানে পাওয়া যায়- শ্বেত তন্তুময় তরুণাঙ্গ

■ ইন্টারবিক পেশি পাওয়া যায়- জরায়ুনালিতে

■ অনৈচ্ছিক পেশির পেশিতন্ত্র- মাকু আকৃতির

■ দেহে মোট Ca^{2+} অস্থিতে জমা থাকে- ৯৭%

■ অস্থি গঠিত হয়- জৈব (৪০%) ও অজৈব (৬০%) পদার্থে

■ অস্থির আবরণকে বলে- পেরিঅস্টিয়াম

■ ল্যাকুনাতে অবস্থান করে- অস্থিকোষ

■ ল্যাকুনা নামক গহ্বরে অবস্থান করে- কলোসাইট

■ স্বচ্ছ বা Hyaline তরুণাঙ্গের মাতৃকা- স্বচ্ছ

■ হিউমেরাস ও ফিমারের মস্তকে থাকে- চুনময় বা Calcified তরুণাঙ্গ

■ অনৈচ্ছিক পেশির কোষের দৈর্ঘ্য- ১৫ - ২০০ মাইক্রোমিটার

■ অনৈচ্ছিক পেশির নিউক্লিয়াসের সংখ্যা- ১টি

■ অনৈচ্ছিক পেশিতে ইন্টারক্যালারেটেড ডিস্ক- নেই

■ একমাত্র হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরে পাওয়া যায়- মায়োকার্ডিয়াম

■ কার্ডিয়াক পেশি গঠনের দিক থেকে- রৈখিক পেশির মতো

■ কার্ডিয়াক পেশি কাজের দিক দিয়ে- অনৈচ্ছিক

■ ঐচ্ছিক পেশির কোষগুলো- নলাকার ও সুন্দর তন্তুর মতো

■ প্রতিটি পেশিকোষ বা পেশিতন্ত্র আবৃত থাকে- সারকোলেমা বা এন্ডোমাইসিয়াম দ্বারা

■ কতকগুলো পেশিতন্ত্র একত্রিত হয়ে গঠন করে- ফ্যাসিকুলাস নামক বাউন্ড

■ পেশিকোষ আবৃত থাকে- পেরিমাইসিয়াম (Perimycium) দ্বারা

■ পেশি কলার জরীপ উৎপত্তি- মেনোডার্ম থেকে

■ পেশি কোষ সৃষ্টি হয়- মায়োব্লাস্ট নামক আদিকোষ থেকে মায়োজেনেসিস প্রক্রিয়ায়

■ পেশি কলার কোষগুলো- সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াসযুক্ত

■ প্রতিটি পেশিতন্ত্র আবৃত থাকে- সারকোলেমা দ্বারা

■ পেশিতন্ত্রের ভেতরের সাইটোপ্লাজমকে বলে- সারকোপ্লাজম

■ একটি লিভার গঠিত হয়- ৪টি অংশ নিয়ে

■ অল্প বল প্রয়োগ করে বেশি ফল পাওয়া যায়- প্রথম শ্রেণির লিভারে

■ ২য় শ্রেণির লিভারের উদাহরণ- ঠেলাগাড়ি; এক চাকার গাড়ি; হাইলচেরার ইত্যাদি

■ যেসব পেশি কঙ্কালের সাথে যুক্ত থাকে তাদের- কঙ্কাল পেশি বলে

■ কঙ্কাল পেশি এক ধরনের- ঐচ্ছিক পেশি

■ পেশি অস্থির সাথে যুক্ত থাকে- কন্ডরা বা টেনডন দ্বারা

■ পেশি-কঙ্কালতন্ত্র গঠিত হয়- অস্থি, পেশি, টেনডন ও লিগামেন্ট দ্বারা

■ স্ব-অনাক্রম্যতা বিঘ্নিত হলে দেখা দেয়- মায়োসথেমিয়া স্ট্রেন্ডিস

■ IgM নামক রিউমাটয়েড ফ্যাক্টরের কারণে দেখা দেয়- রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস

■ ধ্বংসাত্মক অস্থিসন্ধি রোগ হয়- অস্টিওআর্থ্রাইটিসের কারণে

■ রক্তে অত্যধিক ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে- গাঁটে বাত হয়

■ অস্থিভঙ্গ তিন ধরনের- সাধারণ, যৌগিক ও জটিল

■ চামড়া বিদীর্ণ করে বের হয় না অর্থাৎ ত্বক অক্ষত থাকে- সাধারণ অস্থি ভঙ্গে

■ সাধারণ অস্থিভঙ্গ সেরে যায়- ৮ সপ্তাহের মধ্যে

■ যদি হাড় পুরোপুরি না ভাঙে তখন তাকে বলে- Greenstick Fracture

■ জীবাবু দ্বারা সংক্রমণের সম্ভাবনা কম থাকে- সাধারণ হাড়ভাঙায়

■ কাঁধ, নিতম্ব ও আঙুলের হাড়ে বেশি ঘটে- স্থানচ্যুতি/অস্থিচ্যুতি

■ X-ray এর মাধ্যমে নির্ণয় করা হয়- অস্থির স্থানচ্যুতি

■ যখন কোনো আঘাত বা অন্য কোনো কারণে দেহের অস্থিসন্ধি গঠনকারী কোনো অস্থি সরে যায় তখন তাকে- অস্থিসন্ধির স্থানচ্যুতি বা ল্যাক্সেশন বলে

■ বাতব্যাধির কারণে পেশির ভারসাম্য হারালে নিতম্বের সন্ধিতে ঘটে- বাতব্যাধিস্থানচ্যুতি

■ লিগামেন্টের ইনজুরিই হলো- মচকানো

■ মচকানোর ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটে- গোড়ালিতে

■ খেলোয়াড়দের সবচেয়ে বেশি ঘটে- গোড়ালিতে মচকানো

■ ঘাড় মচকানো রোগীর সংখ্যা বেশি থাকে- গাড়ি দুর্ঘটনায়

■ সম্ভাবন ক্ষমতা অনুসারে অস্থিসন্ধি- ২ প্রকার

■ করোটিকার অস্থিসন্ধি, চোয়ালের অস্থিসন্ধি ইত্যাদি- অচল অস্থিসন্ধি

■ সংযোগী মাধ্যম অনুসারে অস্থিসন্ধি হলো- ৩ প্রকার

■ করোটের অস্থিগুলোর মধ্যবর্তী সন্ধি- সূচার

Part 3

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিগত প্রশ্নোত্তর

01. কোন অস্থি ওলফ্রেনন প্রসেস বহন করে? [NU-Science : 14-15]
 (A) Tibia (B) Ulna
 (C) Humerus (D) Pubis **Ans B**
02. কোন অস্থিতে ওলফ্রেনন প্রসেস থাকে? [NU-Science : 10-11]
 (A) হ্যাপুলা (B) ইলিয়াম
 (C) হিউমেরাস (D) আলনা **Ans D**
03. মানবদেহে cervical vertebrae মোট- [NU-Science : 05-06]
 (A) 7টি (B) 8টি
 (C) 3টি (D) 11টি **Ans A**
04. মানুষের স্যাক্রাম (Sacrum) অস্থি কয়টি কশেরুকার সমন্বয়ে গঠিত? [NU-Science : 01-02]
 (A) ৩টি (B) ৫টি
 (C) ৭টি (D) ৪টি **Ans B**

Part 4

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃষ্ট বিগত প্রশ্নোত্তর

01. মানুষের রূপান্তরিত কশেরুকার সংখ্যা কত? [GST-A : 23-24]
 (A) দুইটি (B) চারটি
 (C) পাঁচটি (D) নয়টি **Ans A**
02. হ্যান্ড্রিং পেশি কোনটি? [GST-A : 23-24]
 (A) রেডান ফিমোরিস (B) বাইসেপস ফিমোরিস
 (C) ভাস্টান মিডিয়ালিস (D) ভাস্টান ল্যাটারালিস **Ans B**
03. মানবদেহে কোনটি সবচেয়ে শক্তিশালী ও দৃঢ় তরুণাঙ্ক? [GST-A : 22-23]
 (A) ফাইব্রোকার্টিলেজ (B) শ্বেত-তন্তুময় কার্টিলেজ
 (C) ক্যালসিফাইড কার্টিলেজ (D) হায়ালিন কার্টিলেজ **Ans A**
04. পেশি সংকোচনের জন্য কোন আয়নটি অত্যাবশ্যকীয়? [GST-A : 21-22]
 (A) Na (B) Ca
 (C) K (D) Cl **Ans B**
05. শ্বাসনালি ও নাকে কোন ধরনের তরুণাঙ্ক থাকে? [KU-A : 19-20]
 (A) হায়ালিন (B) পীত তন্তুময়
 (C) শ্বেত তন্তুময় (D) চুনময় **Ans A**
06. নিম্নের কোনটি মানুষের করোটির অস্থি সংখ্যা? [CoU-A : 19-20]
 (A) ৮টি (B) ১৪টি
 (C) ৬টি (D) ২৯টি **Ans D**
07. মানবদেহের কোন অংশে কোস্টাল আর্চ থাকে? [PUST-A : 19-20]
 (A) হ্যাপুলা (B) হিউমেরাস
 (C) পর্ভকা (D) স্টার্নাম **Ans C**
08. মুখমঞ্জলীয় অস্থির মোট সংখ্যা কত? [JUST-FBSTA : 19-20]
 (A) ১৪টি (B) ১৬টি
 (C) ১২টি (D) ১৫টি **Ans A**

Part 5

সম্ভাব্য MCQ

01. অস্থির সাথে পেশির সংযোগ স্থাপন করে-
 (A) টেনডন (B) লিগামেন্ট
 (C) সাইনোভিয়াম (D) ফাইবার **Ans A**
02. মানব শিশুর জন্মের সময় কতোটি অস্থি থাকে?
 (A) ৩০০টি (B) ২০০টি
 (C) ২০৬টি (D) ৩০৬টি **Ans A**
03. অবস্থান অনুযায়ী কশেরুকা কয় প্রকার?
 (A) 3 (B) 4
 (C) 5 (D) 6 **Ans C**

04. শ্বাসনালি ও নাকে কোন ধরনের তরুণাঙ্ক থাকে?
 (A) হায়ালিন (B) পীত তন্তুময়
 (C) শ্বেত তন্তুময় (D) চুনময় **Ans A**
05. মুখমঞ্জলীয় অস্থি নয়-
 (A) এথময়েড (B) ম্যাডিবল (C) ভোমার (D) প্যালেটাইন **Ans A**
06. হাতের কব্জি কোন অস্থি দ্বারা গঠিত?
 (A) কার্পাল (B) মেটাকার্পাল
 (C) ফ্যালান্স (D) হিউমেরাস **Ans A**
07. গ্লেনয়েড গহ্বরে মাথা আটকানো থাকে-
 (A) হিউমেরাসের (B) রেডিও-আলনার
 (C) ফিমারের (D) মেনুব্রিয়ামের **Ans A**
08. দৃশ্যপটের প্রাচীর কী ধরনের পেশি দিয়ে গঠিত?
 (A) অনৈচ্ছিক পেশি (B) ইচ্ছিক পেশি
 (C) ইচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক পেশি (D) আবরণী কলা **Ans A**
09. বাইসেপস কোন ধরনের পেশি?
 (A) Flexor (B) Extensor
 (C) Abductor (D) Adductor **Ans A**
10. মানবদেহের দীর্ঘতম অস্থি কোনটি?
 (A) মেরুদণ্ড (B) স্যাক্রাল কশেরুকা
 (C) হিউমেরাস (D) ফিমার **Ans D**
11. স্টার্নাম মানুষের কোথায় থাকে?
 (A) মেরুদণ্ডে (B) বক্ষপঞ্জরে (C) অস্থিচক্রে (D) মাথায় **Ans B**
12. কোন অস্থিটি করোটিকার অংশ নয়?
 (A) অক্সিপিটাল অস্থি (B) ফেনয়েড অস্থি
 (C) প্যালেটাইন অস্থি (D) এথময়েড অস্থি **Ans C**
13. মানবদেহে পায়ের সবচাইতে বড় অস্থি কোনটি?
 (A) টিবিয়া (B) ফিবুলা (C) টার্সাল (D) ফিমার **Ans D**
14. মানবদেহের মেরুদণ্ড কয়টি কশেরুকা দিয়ে গঠিত?
 (A) ৩১ (B) ৩২ (C) ৩৩ (D) ৩৪ **Ans C**
15. মানবদেহে অস্থির মোট সংখ্যা কত?
 (A) 303 (B) 250 (C) 206 (D) 500 **Ans C**
16. কোনটি সিনাময়েড অস্থি?
 (A) হ্যাপুলা (B) ইলিয়াম
 (C) প্যাটেলা (D) A ও B উভয় **Ans C**
17. কোন ধরনের যোজক কলা অস্থিবন্ধনী তৈরিতে সাহায্য করে?
 (A) অ্যারিওলার টিস্যু (B) হোয়াইট ফাইব্রাস টিস্যু
 (C) ইয়েলো ফাইব্রাস টিস্যু (D) অ্যাডিপোস টিস্যু **Ans C**
18. হিউমেরাস ও ফিমারের মধ্যকার কোন ধরনের তরুণাঙ্ক দেখা যায়?
 (A) হায়ালিন (B) হিউমেরাস
 (C) শ্বেততন্তুময় (D) ক্যালসিফাইড **Ans D**
19. দেহের প্রায় শতকরা কতভাগ ক্যালসিয়াম অস্থিতে জমা থাকে?
 (A) 67% (B) 77% (C) 87% (D) 97% **Ans D**
20. কঙ্কালতন্ত্রের কাজ নয় কোনটি?
 (A) দেহকাঠামো গঠন (B) রক্ষণাবেক্ষণ
 (C) চলাচল (D) বর্জ্য নিষ্কাশন **Ans D**
21. Beauty bone বলা হয় কোন অস্থিকে?
 (A) শ্রোণিচক্রে (B) হিউমেরাস (C) ক্র্যাডিকল (D) হ্যাপুলা **Ans C**
22. মানুষের মেরুদণ্ডের অ্যাটলাস ও অ্যাক্সিসের মধ্যবর্তী সচল সন্ধিক বলা-
 (A) Pivot (B) Hige
 (C) Synchondrosis (D) Symphysis **Ans A**
23. গ্লেনয়েড গহ্বর থাকে-
 (A) পশ্চাৎপদে (B) অগ্রপদে
 (C) শ্রোণিচক্রে (D) আদর্শ কশেরুকা **Ans B**

মানব শারীরতত্ত্ব : সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ

নিউরোট্রান্সমিটার (Neurotransmitters) :

যেসব রাসায়নিক বস্তু স্নায়ুকোষ থেকে নিঃসৃত হয়ে স্নায়ু উদ্দীপনার তথ্যকে এক নিউরন হতে অন্য নিউরন কিংবা পেশিকোষ কিংবা গ্রন্থিতে পরিবহণে সহায়তা করে তাদের নিউরোট্রান্সমিটার বলে। যেমন : ইপিনেফ্রাইন, ডোপামিন, সেরোটোনিন, অ্যাসেটাইলকোলিন, অ্যাডিনোসিন। এ পদার্থ প্রিসিন্যাপটিক নিউরনের ভেসিকলে জমা থাকে এবং প্রয়োজনে সিন্যাপটিক ক্রোফটে মুক্ত হয়।

নিউরোট্রান্সমিটারের প্রকারভেদ :

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের নিউরোট্রান্সমিটার	ডোপামিন, GABA, গ্রাইসিন, গুটামেট প্রভৃতি।
প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রের নিউরোট্রান্সমিটার	অ্যাড্রেনালিন, অ্যাসিটাইল কোলিন, নর অ্যাড্রেনালিন, হিস্টামিন প্রভৃতি।

করোটিক স্নায়ু (Cranial nerve) :

মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ থেকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্ট যেসব প্রান্তীয় স্নায়ুসমূহ করোটিক বিভিন্ন ছিদ্রপথে বের হয়ে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে বিস্তার লাভ করে তাদের করোটিক স্নায়ু বলে। মানুষের করোটিক স্নায়ু ১২ জোড়া। এদের সম্মুখ অংশ থেকে পরপর রোমান ক্যাপিটাল সংখ্যা I হতে XII দ্বারা সূচিত করা হয়।

মানুষের করোটিক স্নায়ুর নাম :

i. অলফ্যাক্টরি (সংবেদী)	vii. ফ্যাসিয়াল
ii. অপটিক (সংবেদী)	viii. অডিটরি (সংবেদী)
iii. অকুলোমোটর (চেষ্টীয়)	ix. গ্রন্থোসফ্যারিঞ্জিয়াল (মিশ্র)
iv. ট্রিকলিয়ার (চেষ্টীয়)	x. ভেগাস (নিউমোগ্যাস্ট্রিক)
v. ট্রাইজিমিনাল	xi. স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি (চেষ্টীয়)
vi. অ্যাবডুসেস (চেষ্টীয়)	xii. হাইপোগ্লোসাল (চেষ্টীয়)

সুষুম্না স্নায়ু (Spinal nerve) :

যেসব স্নায়ু সুষুম্নাকাণ্ড থেকে সৃষ্ট, মিশ্র প্রকৃতির এবং সুষুম্নাকাণ্ডের মাধ্যমে প্রতিবর্তী ক্রিয়া সৃষ্টি করে তাদের সুষুম্না স্নায়ু বা স্পাইনাল নার্ভ (Spinal nerve) বলে। সুষুম্না স্নায়ু ৩১ জোড়া।

করোটিক স্নায়ু ও সুষুম্না স্নায়ুর মধ্যে পার্থক্য :

করোটিক স্নায়ু (Cranial nerve)	সুষুম্না স্নায়ু (Spinal nerve)
১. মস্তিষ্ক থেকে সৃষ্টি হয়।	১. সুষুম্নাকাণ্ড থেকে সৃষ্টি হয়।
২. সংখ্যা ১২ জোড়া।	২. সংখ্যা ৩১ জোড়া।
৩. প্রতিটি স্নায়ুর ১টি স্নায়ুমূল থাকে।	৩. প্রতিটি স্নায়ুর এক জোড়া স্নায়ুমূল থাকে।

চোখ (Eye) :

চোখ মানুষের আলোকসংবেদী অঙ্গ বা দর্শনেন্দ্রিয়। মাথার সম্মুখদিকে দুপাশে দুটি চোখ বিদ্যমান। করোটিক অপটিক ক্যাপসুল (optic capsule) প্রতিটি চোখ বসানো থাকে। মানুষের প্রতিটি চোখে চক্ষু পল্লব, চক্ষুপেশি, চক্ষুগ্রন্থি এবং চক্ষু গোলক থাকে।

চোখের বিভিন্ন অংশ :

রড কোষ	কোরয়েড	নেত্রপল্লব
কোন কোষ	ফোবিয়া সেন্ট্রালিস	অ্যাকুয়াস হিউমার
রেটিনা	কর্নিয়া	ভিট্রিয়াস হিউমার
পিউপিল	অঙ্কবিন্দু	স্কেরা
লেন্স	সিলিয়ারি বডি	আইরিশ

অশ্রুগ্রন্থি

কনজাংক্টিভা

মানবদেহের অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিসমূহের সংখ্যা :

গ্রন্থিসমূহের নাম	সংখ্যা
আইলেটস অব ল্যাপারহ্যাপ	অনেক
গুট্রানশয় (পুরুষে)	১টি
ডিম্বাশয় (স্ত্রীলোকে)	২টি
অমরা (প্রাসেন্টা)	১টি
পিটুইটারি গ্রন্থি (Pituitary gland)	১টি
থাইরয়েড গ্রন্থি (Thyroid gland)	১টি
প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি (Parathyroid gland)	৪টি
থাইমাস গ্রন্থি	২টি
অ্যাড্রেনাল বা সুপ্রারেনাল গ্রন্থি	১টি

অক্ষিপেশি (Eye muscles) :

প্রতিটি অক্ষিপেশিক ৬টি করে অক্ষিপেশির সাহায্যে অক্ষিকোটরের মধ্যে অবস্থান করে। এদের মধ্যে ৪ টি রেক্টাস (rectus) পেশি এবং ২টি অবলিক (oblique) পেশি। প্রতিটি চোখে ৬ টি পেশি থাকে।

চোখের পেশিগুলোর নাম ও কাজ :

পেশির নাম	অক্ষিপেশিককে দূরত্রে সাহায্য করে
১. মিডিয়াল রেক্টাস	ভেতরের দিকে।
২. ল্যাটারাল রেক্টাস	বাইরের দিকে।
৩. সুপিরিয়র রেক্টাস	ওপরের দিকে।
৪. ইনফিরিয়র রেক্টাস	নিচের দিকে।
৫. ইনফিরিয়র অবলিক	সুপিরিয়র অবলিক তৈরির বিপরীতে কাজ করে।
৬. সুপিরিয়র অবলিক	অপটিক স্নায়ু ও কর্নিয়ার মধ্যবর্তী অক্ষ বরাবর।

হরমোন (Hormone) :

যেসব জৈব রাসায়নিক পদার্থ (প্রোটিনধর্মী বা ফেনলিক বা স্টেরয়েড হতে পারে) অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়ে রক্ত বা লসিকার মাধ্যমে বাহিত হয় এবং সাধারণত উৎপত্তিস্থল থেকে দূরবর্তী বিভিন্ন অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে এবং দেহের নানাবিধ বিপাকীয় ক্রিয়া শেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তাকে হরমোন (hormone) বলে।

হরমোনের অনিয়মিত ক্ষরণজনিত রোগের নাম :

১। ডোয়ারফিজম	৮। ক্রোটিনিজম
২। অ্যাক্রোমিক্রিয়া	৯। মিক্সিডিমা
৩। জাইগ্যানটিজম	১০। গয়টার বা গ্রেভস বর্ধিত রোগ
৪। অ্যাক্রোমেগালি বা মারিজ ব্যাধি	১১। টিটেনি
৫। সাইমন্ড ব্যাধি	১২। ডায়াবিটিস মেলিটাস
৬। অ্যাডিসন বর্ধিত ব্যাধি	১৩। ডায়াবিটিস ইনসিপিডাস
৭। কুশিং বর্ধিত ব্যাধি	

মানবদেহে অতিমাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হরমোনের আরো কিছু নেতিবাচক ক্রিয়া :

রোগের নাম	বর্ণনা
২। টারনার সিনড্রোম	নারীদেহে ক্রোমোসোম সংক্রান্ত ব্যাধি যখন দুটি X-ক্রোমোসোমের একটি বা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।
৩। প্রাডের উইলি সিনড্রোম	মানবদেহে ক্রোমোসোম 15-তে ক্রোমোসোমীয় পদার্থের অনুপস্থিতির ফলে সৃষ্ট ব্যাধি।
৪। কার্পাল টানেল সিনড্রোম	হাতের তালুতে সরবরাহকারী মিডিয়ান স্নায়ু কজির গোড়ায় চাপা পড়লে আঙুল ও হাতে, এমনকি কনুই পর্যন্ত অসাড় ও কাঁটা কাঁটা ভাব।
৫। হাইপো-গ্রাইসিমিয়া	রক্তে অম্লত্বাধিক কম মাত্রায় গ্লুকোজের উপস্থিতি।

Part 2

At a glance

- প্রতিদিনের সম্ভাব্যতা আন্তঃকর্ষীয় সময়ে- ২ ঘন্টার
- রাসায়নিক সময়ের পট- অজ্ঞানতার কারণে মাধ্যমে
- কৌণিক সময়ে ঘটে- প্রযুক্তির মাধ্যমে
- প্রযুক্তির গঠন ও কার্যকরী একত্ব হচ্ছে- নিউটন
- নিউটন উপপরিণত লাভ করে- অপর্যায়ীকরণ থেকে
- মানবজাতির সময়ে প্রযুক্তি ও লব্ধি কোড- নিউটন
- নিউটনের কখনোই বিতর্কিত হয় না- হাইলিটস পদ্ধতিতে
- নিউটনের কোডেরকালে বলে- নিউটনেরইউনিট
- কোড রাসায়নিক জ্ঞান প্রযুক্তি থেকে নিসৃত হয়ে প্রযুক্তি উদ্ভাবনা পরিবর্তন করে যাওয়ার কথা হয়- নিউটনেরইউনিট
- নিউটন নিসৃত কোনো রাসায়নিক জ্ঞান যখন কালে প্রবেশ করে এবং যোগ্যতা লাভ করে তখন তাকে বলে- নিউটনেরইউনিট
- সময়ে বেশি ব্যবহার নিউটনেরইউনিট- এলিটস কোড
- পেরিটাইট-এর উদ্ভাবন- এলিটস কোড, নিউটনেরইউনিট, সোমারসোমারস
- সর্বপ্রথম সিনাপস পদ্ধতি ব্যবহার করেন- Charles Sherrington
- সিনাপস গঠনকারী অন্য নিউটনকে বলে- সোমারসোমারস
- প্রযুক্তি সিনাপস-এর সংখ্যা প্রায়- 10^{14}
- দ্রুতি নিউটনের মাধ্যমে যে ফাঁকা জায়গা থাকে তাকে বলে- সিনাপসিক ক্রেন্ট
- আন্তঃকর্ষীয় মাধ্যমে প্রযুক্তি উদ্ভাবনা পরিবর্তন সম্ভব হয়- ৬টি ধাপে
- হাইপারপোলারাইজেশনে জড়িত অয়ন হলো- K^+ ও Na^+
- আন্তঃকর্ষীয় ক্রান্তে অধিক দ্রুত থাকে- Na^+ ও Cl^- -এর
- প্রযুক্তির মাধ্যমে নিউটন প্রতি সেকেন্ডে প্রযুক্তি উদ্ভাবনা পরিবর্তিত হয়- 100 মিলি
- কেন্দ্রীয় প্রযুক্তির অংশ- মস্তিষ্ক ও স্নায়ুকাণ্ড
- কেন্দ্রীয় প্রযুক্তির বইয়ের অর্থ- প্রকৃতির প্রযুক্তি
- কয়েকটি প্রযুক্তির সংখ্যা- ১২ জোড়া
- স্নায়ুকাণ্ডের সংখ্যা- ৩১ জোড়া
- মস্তিষ্ক ও স্নায়ুকাণ্ডের অবস্থানের নাম- মেনিনজেস
- মেনিনজেস গঠিত- তিনটি স্তর দিয়ে
- মেনিনজেস-এর তিনটি স্তর হলো- দুই মাস্টার, আরকনয়েড মাস্টার, প্যারা মাস্টার
- দুই মাস্টার স্তর হয়- অপর্যায়ীকরণ থেকে
- মস্তিষ্কের অবতন- প্রায় ১৫০০ ঘন সে.মি. (পুরুষ)/১০০০ ঘন সে.মি. (মহিলা)
- মস্তিষ্ক দেহের মোট ওজন- ২%
- মস্তিষ্ক নিউটন থাকে- প্রায় ১০০ বিলিয়ন
- মস্তিষ্কের অংশ- ৩টি
- প্র মাস্টার গঠিত হয়- প্রযুক্তি, নিউটনেরইউনিট, সিনাপস
- হোয়াইট মাস্টার গঠিত- ম্যাক্রোস্কোপিক প্রযুক্তি দিয়ে
- মানুষের মস্তিষ্কের তরলপূর্ণ ভেন্ট্রিকল/গহ্বর/থেকেই আছে- ৩টি
- মানুষের ১ম ও ২য় ভেন্ট্রিকলকে বলে- পর্বীয় ভেন্ট্রিকল
- মানুষের ৩য় ভেন্ট্রিকল অবস্থিত- হাইপোথ্যালামাসে
- ডায়েনসেফালামের মাঝে গহ্বরটি- ৩য় ভেন্ট্রিকল নামে পরিচিত
- কেন্দ্রীয় প্রযুক্তির প্রদত্ত অংশ- স্নায়ুকাণ্ড
- স্নায়ুকাণ্ডের ভিতর দিকে থাকে- প্র মাস্টার
- স্নায়ুকাণ্ডের বাইরের দিকে থাকে- হোয়াইট মাস্টার
- মস্তিষ্কের গহ্বর- সেরিগ্রেসোইনাল ফ্লুইড নামক তরলে পূর্ণ
- সেরিগ্রেসোইনাল ফ্লুইড-এর অবতন- ১২০-১৫০ মিলিমিটার
- সেরিগ্রেসোইনাল ফ্লুইডের প্রাচীরে থাকে- সেরিগ্রেসোইনাল ফ্লুইড
- মানুষের কয়েকটি প্রযুক্তি আছে- ১২ জোড়া
- কয়েকটি কয়েকটি প্রযুক্তি জাপ করা যায়- ৩ ভাগে
- ইন্টারনেট, বহির্বর্ষী, আন্তঃবর্ষী নামে পরিচিত- প্রকৃতির বা মেনিন প্রযুক্তি
- সংবোধী ও প্রকৃতির উভয় প্রকার প্রযুক্তি উদ্ভাবনা পরিবর্তন করে- প্রকৃতির প্রযুক্তি

- জোখের লক্ষ্যে নিচে যে কিছু নিম্ন অধ্যায়িক পদ্য প্রকাশ করে তা হল-
বালু - শ্যান্সিলা কাইট্রোস
- অফিমেলোকের অকৃত্তি বজার রাখতে সহস্যা কর- শুভা
- জোখের জানালা বলা হয়- কর্ণিয়াবে
- রক্ত সরবরাহ নেই- কর্ণিয়াবে
- কর্ণিয়ান ছত্র- টেটি
- প্রতিদিন গঠন ও সর্বম প্রতিষ্ঠা সংঘটিত হয়- টেটি থাকে
- জোখের প্রতিস্থাপন মাধ্যম হল- কর্ণিয়া, আকৃষ্টন টিস্যুর, কোষ এবং টিস্যুর টিস্যুর
- ত্রৈলিন্য কোরাসের জন্য উপযোগিতা হয়- ৬ মি. দূরত্ব বা রাখলে
- যে দূরত্বে কাজের বস্তু স্পষ্ট দেখা যায় না, তারে- হাইপারমেট্রোপিয়া বলে
- হাইপারমেট্রোপিয়া রোগ সেয়ে যার- উচ্চ লেন্সের চশমা ব্যবহার
- যদি দূরের বস্তু দেখতে সমস্যা হয় তবে থাকে বলে- মায়োপিয়া (Myopia)
- হাতড়ির মতো দেখতে- ম্যালিয়াস
- নেছাই এর মতো দেখতে- ইনকাস
- ঘোড়ার জিনের পাননির মতো দেখতে- টেটিপিস
- শ্রবণ অনুভূতি জ্ঞানো হলো- ককলিয়ার কাড
- হরমোন শব্দটি এসেছে গ্রীক- Hormo (উদ্দীপ্ত বা উত্তেজিত করা) থেকে
- হরমোন দুপ্রতিটি- নোরে রাসায়নিক দৃষ্ট হিসেবে
- হরমোন ব্যক্তি হয়- রক্ত বা লসিকার মাধ্যমে
- সিন্থিটিক গ্রহি হতে ক্ষতিত হরমোন- গ্রোথ হরমোন
- থাইরয়েড গ্রহি থেকে ক্ষতিত হয়- থাইরক্সিন হরমোন
- সোমোট্রোপিন হরমোন গঠিত হয়- ১৯১টি আমাইনো অ্যাসিড নিয়ে
- মানুষের উন্নতা বৃদ্ধি ও ওজন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে- গ্রোথ হরমোন
- মুত্র উৎপাদন হ্রাস করে- ইন্সুলিন
- ক্লোরের NaCl ও পানি শোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে- মিনারেলোকর্টিকয়েড হরমোন
- Na^+ , K^+ অয়নের সমতা রক্ষা করে- অ্যাড্রেনালিন
- Ca^{++} পরিশোধন বৃদ্ধি করে- প্যারাথরমোন ও ক্যালসিটোনিন
- প্যারাথাইরয়েড গ্রহি থেকে ক্ষতিত হয়- প্যারাথরমোন
- মানুষের স্বাভাবিক ব্যক্তিগত গঠন বিশেষ ভূমিকা পালন করে- অ্যাড্রেনালিন
- মানুষের হুম, জাহত আরও নিরস্তর করে- মেস্টোস্টেটিন
- মানুষের স্বভাবে উন্নতা দৃষ্টি হয়- টেস্টোস্টেরন-এর জন্য.
- শিশুর থাইরক্সিন কম গেলে দেখা দেয়- ক্রিটিনিজম
- অমরা একটি- অঙ্কুরী গ্রহি
- গলায় স্ব ব্যাপ্তের মতো কর্কশ হয়- Myxedema রোগ

Part 3

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যুত প্রোগ্রাম

01. পিটুইটারি গ্রন্থির কাজ কোনটি? [NU-Science : 11-12]
 (A) ইনসুলিন নিঃসরণ (B) চরমু উৎপাদন
 (C) ক্যালসিয়াম ও ক্যালকট্রন বিপাক (D) অ্যান্টিবডি স্রাবের অঙ্গ (Ans) D
02. ক্যালসিয়াম বিপাকে সহায়তাকরী গ্রন্থি কোনটি? [NU-Science : 10-11]
 (A) প্যারাথাইরয়েড (B) অ্যান্টিবডি
 (C) প্যানক্রিয়াস (D) পিটুইটারি (Ans) A
03. মস্তিষ্কের কোন অংশ দোষের ভারসাম্য রক্ষা করে? [NU-Science : 09-10]
 (A) সেরিব্রাম (B) হাইপোথ্যালামাস (C) পনস (D) সেরেবেলাম (Ans) D
04. মানুষের 10ম ক্রোমোজম ব্লাবুর নাম- [NU-Science : 09-10]
 (A) অতিচিহ্ন (B) ভোপাস (C) অস্টিক (D) অলক্যাবি (Ans) B
05. মানুষের অক্সিফালক্সের ব্যাস কত? [NU-Science : 07-08]
 (A) ২৪ মিলিমিটার (B) ২৪ মাইক্রোমিটার
 (C) ২৫ মিলিমিটার (D) ২৫ মিলিমিটার (Ans) C
06. মানব মস্তিষ্কের বৃহত্তম অংশ হলো- [NU-Science : 06-07]
 (A) সেরিব্রাম (B) সেরিবেলাম (C) মেজা (D) মধ্য মস্তিষ্ক (Ans) A
07. জোষ আলোক সংকেতী কোষসমূহ কোষের অবস্থান করে? [NU-Science : 02-03]
 (A) কর্নিয়ায় (B) স্ক্লেরা (C) কলারেটে (D) রেটিনায় (Ans) D

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তৃতীয় পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন
বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্তপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

Part 4

01. মানব মস্তিষ্কের সবচেয়ে বড় অংশের নাম কী? [G&T-A: 20-21]
 (A) সেরেব্রাম (B) সেরেবেলাম
 (C) মেডুলা অবলংগাটা (D) মধ্য মস্তিষ্ক (Ans: A)
02. নিচের কোন করোটিক শ্রাবের কার্যক্রিয়ায় যুষ্টের অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়? [CoU-A: 19-20]
 (A) প্যালাটাইন (B) হায়োম্যাগ্জিকুলার (C) ম্যাগ্জিকুলার (D) ম্যাক্সিলারি (Ans: B)
03. অগ্রমস্তিষ্কের অংশ নয়- [IU-D: 19-20]
 (A) সেরেব্রাম (B) সেরেবেলাম
 (C) প্যালামাস (D) হাইপোথ্যালামাস (Ans: A)
04. চোখের রেটিনার ভিতরে সবচেয়ে আলোক সংবেদী অংশ- [IU-D: 19-20]
 (A) অক্ষ বিন্দু (B) আলোক বিন্দু (C) পীত বিন্দু (D) সাদা বিন্দু (Ans: C)
05. মানুষের পশ্চাৎ মস্তিষ্কের অংশ নয়- [IU-D: 19-20]
 (A) মেডুলা অবলংগাটা (B) পনস
 (C) সেরেবেলাম (D) প্যালামাস (Ans: D)
06. অ্যা পিটুইটারি গ্রহি নিসৃত হরমোন নয়- [BU-A: 19-20]
 (A) ADH (B) FSH (C) LH (D) TSH (Ans: A)
07. মানব চকুতে কয়টি রেকটাস পেশি থাকে? [BU-A: 19-20]
 (A) ৮ (B) ৪ (C) ৩ (D) ৬ (Ans: B)
08. ADH হরমোনটি কোথা হতে নিসরণ হয়? [HSTU-A: 19-20]
 (A) সুপ্রারেনাল গ্রহি (B) ল্যাক্রিমাল গ্রহি
 (C) পিটুইটারি গ্রহি (D) হাইপোথ্যালামাস গ্রহি (Ans: C)
09. মানবদেহে মটর নিউরন কোষের দৈর্ঘ্য কত? [RSTU-C: 19-20]
 (A) 1.35 meter (B) 1.37 meter
 (C) 1.33 meter (D) 1.39 meter (Ans: B)
10. নিচের কোনটি সংবেদী শ্রাব? [CoU-A: 18-19]
 (A) অকুলোমোটর (B) অপটিক (C) অ্যাবডুসেন্স (D) সবগুলো (Ans: D)
11. নিচের কোনটি মানবদেহের ভারসাম্য রক্ষাকারী অঙ্গ? [CoU-A: 18-19]
 (A) চকু (B) কান (C) নাক (D) জিহ্বা (Ans: B)
12. সেরেবেলাম নিচের কোনটির অংশ? [CoU-A: 18-19]
 (A) অগ্রমস্তিষ্ক (B) মধ্যমস্তিষ্ক (C) পশ্চাৎমস্তিষ্ক (D) সুবুদ্ধিকাণ্ড (Ans: C)

Part 5

সম্ভাব্য MCQ

01. কোনটিকে মাস্টার গ্রান্ড বলা হয়?
 (A) Pituitary gland (B) Thyroid gland
 (C) Parotid gland (D) Lymph gland (Ans: A)
02. মানুষের মস্তিষ্কে কতোটি ভেন্ট্রিকল দেখা যায়?
 (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (Ans: C)
03. ইনকাস কীসের অংশ?
 (A) পিনা (B) বহিঃকর্ণ (C) মধ্যকর্ণ (D) অন্তঃকর্ণ (Ans: C)
04. অঙ্কুরা গ্রহি নয় কোনটি?
 (A) যকৃৎ (B) পিটুইটারি গ্রহি (C) থাইরয়েড গ্রহি (D) পিনিয়াল গ্রহি (Ans: A)
05. চোখের আলোক সংবেদী অংশ কোনটি?
 (A) আইরিশ (B) লেন্স (C) কর্ণিয়া (D) রেটিনা (Ans: D)
06. জরুণ থেকে কোন হরমোন নিসৃত হয়?
 (A) ইস্ট্রোজেন (B) টেস্টোস্টেরন
 (C) প্রোগেস্টারোন (D) অক্সিটোসিন (Ans: B)
07. মানবদেহের সবচেয়ে ছোট হাড় কোনটি?
 (A) হিউমেরাস (B) ম্যালিয়াস (C) ইনকাস (D) স্টেপিস (Ans: D)
08. নিচের কোন গ্রহিকে ঞড় গ্রহি বলা হয়?
 (A) পিনিয়াল (B) থাইরয়েড
 (C) প্যাথ্যাথাইরয়েড (D) পিটুইটারি (Ans: D)

09. স্নায়ুপথী প্রণীতে কত জোড়া করোটিক শ্রাব থাকে?
 (A) ৪ (B) 10 (C) 12 (D) 14 (Ans: C)
10. অটোলিথ হাড়-
 (A) সর্শনে সহায়ক (B) কণ্ঠে সহায়ক
 (C) নিসরণে সহায়ক (D) ভারসাম্য নির্ধারণক (Ans: D)
11. কোন করোটিক শ্রাব শ্রাব নিতে সহায়ক করে?
 (A) অপটিক (B) অকুলোমোটর
 (C) অডিটরি (D) অলম্বাটরি (Ans: D)
12. চোখের আলোকসংবেদী অংশ কোনটি?
 (A) অ্যাকুয়াস হিউমার (B) লেন্স (C) কর্ণিয়া (D) রেটিনা (Ans: D)
13. সম্পূর্ণ সংবেদী শ্রাব নয় কোনটি?
 (A) ট্রাইজাইনাল (B) অডিটরি (C) অলম্বাটরি (D) অপটিক (Ans: A)
14. ভারসাম্য অঙ্গ কোনটি?
 (A) ইউট্রিকুলাস (B) স্যাকুলাস
 (C) অর্গান অব কর্টি (D) কন্ডিটরি (Ans: A)
15. মস্তিষ্কের কোন অংশ সেরের সব গ্রহিকে পেশির কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে?
 (A) প্যালামাস (B) সেরেব্রাম
 (C) হাইপোথ্যালামাস (D) সেরেবেলাম (Ans: B)
16. কর্ণিয়া ও লেন্সের মধ্যবর্তী প্রান্তে যে তরঙ্গ পদার্থ নিজে পৃথক থাকে-
 (A) অ্যাকুয়াস হিউমার (B) ভিট্রিয়াল হিউমার
 (C) পেরিলিম্ফ (D) এন্ডোলিম্ফ (Ans: A)
17. থাইরয়েড গ্রহি থেকে নিসৃত হরমোন নয় কোনটি?
 (A) ট্রাইআয়োডোথাইরোনিন (B) থাইরোনিন
 (C) থাইরক্সিন (D) ক্যালসিটোনিন (Ans: B)
18. মধ্যকর্ণের হাড়গুলো যে পর্বতক্রমে অবস্থিত তা হলো-
 (A) ইনকাস, মেলিয়াস, স্টেপিস (B) মেলিয়াস, ইনকাস, স্টেপিস
 (C) ইনকাস, স্টেপিস, মেলিয়াস (D) মেলিয়াস, স্টেপিস, ইনকাস (Ans: B)
19. করোটিক শ্রাবের মধ্যে কোনটি মিশে?
 (A) অপটিক (B) ট্রিকলিয়ার
 (C) ভোগাস (D) অকুলোমোটর (Ans: C)
20. অঙ্কুরা গ্রহি নয় কোনটি?
 (A) যকৃৎ (B) পিটুইটারি গ্রহি
 (C) থাইরয়েড গ্রহি (D) পিনিয়াল গ্রহি (Ans: A)
21. মানুষের বয়ঃসন্ধিকালের পর থেকে কোন গ্রহিটার অবকর বৃদ্ধি পাবে?
 (A) পিটুইটারি (B) পিনিয়াল (C) থাইরাস (D) থাইরয়েড (Ans: C)
22. পূর্ববয়স্কদের সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইডের আয়তন কত?
 (A) 10-130 ml (B) 140-150 ml
 (C) 280-330 ml (D) 340-400 ml (Ans: B)
23. ডায়েনসেললনের মধ্যস্থ গলারটির নাম কী?
 (A) প্রথম ভেন্ট্রিকল (B) দ্বিতীয় ভেন্ট্রিকল
 (C) তৃতীয় ভেন্ট্রিকল (D) চতুর্থ ভেন্ট্রিকল (Ans: C)
24. সম্মুখ পিটুইটারি গ্রহি হতে নিসৃত হরমোন নয় কোনটি?
 (A) ল্যুটিনাইজিং (B) প্রোগেস্টারোন
 (C) অক্সিটোসিন হরমোন (D) ফলিকুল উদ্দীপক হরমোন (Ans: C)
25. লিম্বোসাইটের পরিপক্বতা নিয়ন্ত্রণ করে কোনটি?
 (A) লিম্ফয়েড (B) অ্যাডেনয়েড (C) থাইরাস (D) অহিমজ (Ans: C)
26. অঙ্গ করণকারী গ্রহির নাম হলো-
 (A) সিবেরিয়াস গ্রহি (B) ল্যাক্রিমাল গ্রহি
 (C) হার্ডেরিয়ান গ্রহি (D) মিবোমিয়ান গ্রহি (Ans: B)

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

১. পুরুষ প্রজননতন্ত্র (Male Reproductive System) :

যে তন্ত্রের মাধ্যমে পুরুষের দেহে শুক্রাণু উৎপাদন, সঞ্চয়, পরিবহন এবং স্থলন ঘটে তাকে পুরুষ প্রজননতন্ত্র বলে। শুক্রাণু উৎপাদনের কাজে সংশ্লিষ্ট অঙ্গকে মুখ্য জননাস এবং শুক্রাণু সঞ্চয়, পরিবহন ও স্থলনের সাথে সংশ্লিষ্ট অঙ্গকে আনুষঙ্গিক (accessory) জননাস বলে। পুরুষের মুখ্য (primary) জননাসের নাম শুক্রাশয় (testis)।

৫. পুরুষ প্রজননতন্ত্রের অংশসমূহ এবং এদের কাজ :

অঙ্গসমূহ :

- (i) শুক্রাশয় (ii) এপিডিডাইমিস (iii) ভাস ডিফারেন্স
(iv) সেমিনাল ভেসিকল (v) ক্রেপশ নালি

বহিঃপ্রস্রাব :

- (i) ক্রোমিয়াম/অণুথলি (ii) শিশ্ন/পুরুষাঙ্গ
জননগ্রন্থি : (i) প্রোস্টেট গ্রন্থি (১টি) (ii) বালোইউরথ্রাল বা কাওপার এর গ্রন্থি

৬. পুরুষ প্রজননতন্ত্রের সাথে জড়িত হরমোন :

- টেস্টোস্টেরন
- ইস্ট্রোজেন
- গোনাদোট্রপিক হরমোন
- ফলিকুল স্টিমুলেটিং হরমোন
- লুটিওট্রফিক হরমোন
- অ্যাড্রোস্টেরন

২. স্ত্রী প্রজননতন্ত্র (Female Reproductive System) :

স্ত্রীদেহের যে তন্ত্রে ডিম্বাণু উৎপাদন, নিষেক ক্রিয়া সম্পাদন, জগ্ন সংস্থাপন ও জগ্নের বিকাশ সম্পন্ন হয় তাকে স্ত্রী প্রজননতন্ত্র বলে।

৫. স্ত্রী প্রজননতন্ত্রের অংশসমূহের নাম ও কাজ :

প্রকার	অংশসমূহ
মুখ্য জননাস	ডিম্বাশয়
	ডিম্বনালি
গৌণ বা আনুষঙ্গিক জননাস	জরায়ু
	যোনি
বহিঃপ্রজননাস	ভালভা (লেবিয়া মেজরা, লেবিয়া মাইনরা)
	ক্লাইটোরিস
	ভেস্টিবিউল গ্রন্থি, বার্থোলিন গ্রন্থি

৬. স্ত্রী প্রজননতন্ত্রের ব্যাধিসমূহ :

মেনস্ট্রুয়াল সমস্যা	এন্ডোমেট্রিওসিস	ওফোরাইটিস
জরায়ুমুখ ক্যান্সার	এন্ডোমিট্রিক প্রেগন্যান্সি	ওভারিয়ান সিস্ট

৩. বয়ঃপ্রাপ্তিতে হরমোনের ভূমিকা :

পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
GH	GH	ADH	প্রোজেস্টেরন
FSH	FSH	টেস্টোস্টেরন	ইস্ট্রোজেন
অ্যাড্রোজেন	ADH	-	LH

৪. অমরা বা প্রাসেন্টা (Placenta) :

জগ্ন ও মাতৃদেহে বিভিন্ন বস্তু বিনিময়ের নিমিত্তে জগ্নকলা ও মাতৃকলা মিলে যে বিশেষ অঙ্গ গঠন করে তাকে অমরা বা প্রাসেন্টা (placenta) বলে।

৫. অমরার মাধ্যমে বিভিন্ন বস্তুর আদান-প্রদান :

মাতা → ফিটাস	ফিটাস → মাতা
O ₂ , গ্লুকোজ, অ্যামিনো অ্যাসিড, ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল, ভিটামিন, বিভিন্ন ধরনের আয়ন, অ্যালকোহল, নিকোটিন, বিভিন্ন ধরনের ওষুধ, ভাইরাস, অ্যান্টিবডি।	CO ₂ , ইউরিয়া, অন্যান্য বর্জ্যপদার্থ।

৫. অমরার কাজ :

- মাতৃদেহ হতে জগ্নে পুষ্টি সরবরাহ করে।
- হরমোন ক্ষরণ ও কিছু রোগের বিরুদ্ধে জগ্নদেহে প্রতিরোধ ব্যবস্থা সৃষ্টি করে।
- জগ্নের সুরক্ষা প্রদান করে।
- জগ্ন থেকে বর্জ্য পদার্থ অপসারণ করে। [Ref: আজমল + মাজেদা + আদীন]

৬. জন্মীয় স্তরের পরিণতি (Fate of germ layers) :

বহুকোষী প্রাণীর জগ্নের পরিস্ফুটন চলাকালে এক্টোডার্ম, মেসোডার্ম ও এন্ডোডার্ম নামক যে সকল কোষস্তর সৃষ্টি হয় তাদের জন্মীয় স্তর (germ layers) বলে। এই সকল স্তর থেকে জগ্নে বিভিন্ন কলা, অঙ্গ বা তন্ত্র গঠিত হয় অর্থাৎ এরাই জগ্নের গঠন ও বিকাশের যাবতীয় উপাদানের উৎস। তিনটি জন্মীয় স্তরের পরিণতি উল্লেখ করা হলো :

জন্মীয় স্তর	পূর্ণাঙ্গ প্রাণিদেহে যে অংশ গঠিত হয়
এক্টোডার্ম	১. ত্বকের এপিডার্মাল অংশ এবং ত্বকীয় গ্রন্থি, চুল, পালক, নখ, ক্ষুর, আইশ এবং শিং। ২. চোখ ও অন্তঃকর্ণ। ৩. ঠোঁট, জিহবার আবরণ ও পায়ুর আবরণ। ৪. দাঁতের এনামেলসহ মৌখিক গহ্বর। ৫. কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র ও কিছু পেশি।
মেসোডার্ম	১. অধিকাংশ পেশি, মেদকলা ও অন্যান্য যোজক কলা। ২. ডার্মিস, নটোকর্ড, মেরুদণ্ড, শিং এবং দাঁতের ডেন্টিন। ৩. কঙ্কালতন্ত্র, রক্তসংবহনতন্ত্র, লসিকাতন্ত্র। ৪. রেচন-জননতন্ত্রের অধিকাংশ। ৫. সিলোমিক এপিথেলিয়াম, মেসেন্টারি। ৬. পাকস্থলি, বৃক্কের কর্টেক্স। ৭. ইউস্টেশিয়ান নালি ও মধ্যকর্ণের আবরণ (কখনও কখনও)।
এন্ডোডার্ম	১. পরিপাক নালির অন্তঃআবরণ। ২. শ্বসনতন্ত্র (ল্যারিংক্স, ট্রাকিয়া ও ফুসফুস)। ৩. মধ্যকর্ণের আবরণ (কখনও কখনও)। ৪. প্রজননতন্ত্র, রেচননালি, মূত্রথলি ও মূত্রনালির আবরণ। ৫. টনসিল, থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড ও থাইমাস গ্রন্থি, যকৃৎ ও অগ্ন্যাশয়।

৭. আইভিএফ (In vitro Fertilization-IVF) :

প্রকৃতিগত পদ্ধতি বাদ দিয়ে কৃত্রিম পরিবেশে জরায়ুর বাইরে আবাদ পায়ে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু কোষকে একত্রে রেখে নিষেক ঘটানোকেই ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন (In vitro fertilization) বা IVF বলে।

৫. আই.ভি.এফ (IVF) সংক্রান্ত কিছু তথ্য :

বাংলাদেশে প্রথম টেস্ট টিউব বেবীর জন্ম হয় ২০০১ সালে। Dr. Robert G. Edward চিকিৎসা শাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার পান ২০১০ সালে। পৃথিবীর প্রথম টেস্টটিউব শিশু : Louise Joy Brown

শিশুর জন্ম : ১৯৭৮ সালের ২৫ জুলাই

টেস্টটিউব শিশুর বাবা ও মা : Lesley and Peter Brown

স্থান : ইংল্যান্ডের ওল্ডহাম শহর।

→ IVF এর পূর্ণরূপ In vitro Fertilization।

→ In vitro একটি ল্যাটিন শব্দ যার অর্থ “কাচের ভেতরে”।

→ এটি ‘টেস্টটিউব বেবি’ পদ্ধতি নামে পরিচিত।

→ এ পদ্ধতিতে শুধু নিষেক প্রক্রিয়াটিই টেস্টটিউবে ঘটে কিন্তু বাচ্চা মায়ের গর্ভেই বেড়ে ওঠে।

At a glance

- জেসটেশন পিরিয়ড-- ২৮০ দিন
- সাধারণত শিশুর ভূমিষ্ঠকাল- ২৮০ দিন
- জরায়ু ফিটাসে অবস্থান করে- ৩৮ সপ্তাহ
- সবচেয়ে নিরাপদ গর্ভনিরোধক- কনডম ও ডায়াফ্রাম
- জীলোকের কনডমকে বলা হয়- ফেম সিল্ড
- কপার T একপ্রকার- আয়নমুক্ত তামার তৈরি গর্ভনিরোধক
- গর্ভনিরোধক স্থায়ী পদ্ধতি- বক্ষ্যাকরণ
- In vitro কণাটির অর্ধ- কাচের ভিতর
- বিশ্বের প্রথম টেস্টিউব বেবি- শ্বইস ব্রাউন
- ডিম্বাণু বাড়াতে ইনজেকশন দিতে হয়- FSH
- পৃথিবীতে অনুর্বর দম্পতি- ১৫%
- বক্ষ্য দম্পতির সংখ্যা- ১-২%
- সিমেনের মধ্যে শুক্রাণুর অনুপস্থিতিকে বলে- অ্যাজুস্পার্মিয়া
- প্রতি cm^3 বীর্যে শুক্রাণুর সংখ্যা ২০ মিলিয়নের কম হলে- অলিগোস্পার্মিয়া
- সন্তান জন্মগত পঙ্গু হয়ে জন্মগ্রহণ করে- Cytomegalovirus-এর আক্রমণে
- দেহে উচ্চমাত্রার অ্যাজোস্পার্মিয়ার উপস্থিতির লক্ষণ- পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম
- ডিম্বপাতের সমস্যা হয়- FSH কারণে
- ডাউন সিনড্রোম বলা হয়- ট্রাইসোমি-২১-কে
- সিকলিস রোগের প্যাথোজেন হলো- *Treponema pallidum*
- সিকলিস রোগের Incubation period- ১০-৯০ দিন
- সিকলিস রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়- চারটি পর্যায়ে
- গনোরিয়া রোগের প্যাথোজেন- *Neisseria gonorrhoeae*
- গনোরিয়া ইনকিউবেশন পিরিয়ড- ২-৫ দিন
- মূত্রথলি এবং মূত্রথলিতে প্রদাহ পরিলক্ষিত হয়- গনোরিয়াতে
- বিশেষ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ায় বলে- AIDS
- AIDS এর প্যাথোজেন হলো- Human Immunodeficiency Virus
- AIDS এর ইনকিউবেশন পিরিয়ড- ৬ মাস - ১০ বছর
- ব্যাকটেরিয়া দ্বারা যৌনবাহিত রোগ- ক্র্যামাইডিয়া, গনোরিয়া ও সিকলিস
- ভাইরাস দ্বারা যৌনবাহিত রোগ- হেপাটাইটিস, হার্পিস, এইডস
- পরজীবী দ্বারা যৌনবাহিত রোগ- গিউবিক উকুন, ক্যাবিন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিগত প্রশ্নোত্তর

01. নিম্নের কোনটি জরায়বীয় আবরণী নয়? [NU-Science : 13-14]
 A) Allantois B) Chorion C) Limnion D) Amnion (Ans C)
 02. নিম্নের কোন হরমোনটি রক্তচক্র নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে? [NU-Science : 13-14]
 A) Progesterone B) Cortisone
 C) Thyroxine D) Adrenaline (Ans A)
 03. ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমকে কি বলে? [NU-Science : 12-13]
 A) সাইটোপ্লাজম B) নিউক্লিয়াস
 C) জোনা পেলুসিডা D) উওপ্লাজম (Ans D)
 04. পৌষ্টিক নালির ভিতরের আবরণ তৈরি করে কোনটি? [NU-Science : 11-12]
 A) এক্টোডার্ম B) এন্ডোডার্ম C) মেসোডার্ম D) কোনোটিই নয় (Ans B)
 05. অ্যাক্রোসোম কোথায় পাওয়া যায়? [NU-Science : 11-12]
 A) ডিম্বাণুতে B) শুক্রাণুতে C) ডিম্বাশয়ে D) শুক্রাশয়ে (Ans B)
 06. নবজাতক বলা হয়- [NU-Science : 07-08]
 A) জন্মের প্রথম দু'সপ্তাহ B) জন্মের পর প্রথম তিন সপ্তাহ
 C) জন্মের পর প্রথম চার সপ্তাহ D) জন্মের পর প্রথম পাঁচ সপ্তাহ (Ans C)
 07. পাখির ডিম্বাণু কোন প্রকৃতির? [NU-Science : 03-04]
 A) অ্যালেসিথাল B) মাইক্রোসিথাল
 C) ম্যাক্রোসিথাল D) কোনোটিই নয় (Ans C)
 08. জন্মের আর্কেনটেরন যে ছিদের মাধ্যমে বাইরে উন্মুক্ত হয় তার নাম কী? [NU-Science : 03-04]
 A) নেফ্রিডিওপোর B) ব্রাস্টোপোর
 C) শ্রোবিসসিপোর D) অ্যাটরিওপোর (Ans B)

Part 4

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন
বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

01. মহিলা হরমোন- [IU-D : 19-20]

- (A) ইস্ট্রোজেন (B) প্রোজেস্টেরন (C) লুটিনাইজিং (D) সবগুলো (Ans D)

02. প্রথম টেস্ট টিউব বেমীর জন্ম হয় কত সালে? [IU-D : 19-20]

- (A) 1980 (B) 1987 (C) 1978 (D) 1979 (Ans C)

03. জগৎ বিকাশের যে পর্যায়ে রক্তনালির উৎপত্তি হয়- [NSTU-A : 19-20]

- (A) ৪র্থ সপ্তাহ (B) ৫ম সপ্তাহ (C) ৩য় সপ্তাহ (D) ৬ষ্ঠ সপ্তাহ (Ans A)

04. উগোগোনিয়ামের প্রকৃতি কী ধরনের? [PUST-A : 19-20]

- (A) ট্রিপ্লয়েড (B) হ্যাপ্লয়েড (C) ডিপ্লয়েড (D) পলিপ্লয়েড (Ans C)

Part 5

সম্ভাব্য MCQ

01. মরুশার ভেতর তরলপূর্ণ গহ্বর সৃষ্টি হওয়ার দশকে বলে-

- (A) ক্রিডেজ (B) ব্রাস্টুলা (C) আর্কেটেরন (D) Differentiation (Ans B)

02. নারীর বয়ঃপ্রাপ্তিতে কোন হরমোনের ভূমিকা নেই?

- (A) গ্রোথ হরমোন (B) অ্যান্ড্রোজেন (C) ইস্ট্রোজেন (D) ভ্যাসোপ্রেসিন (Ans B)

03. জাইগোট থেকে জগৎ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে বলা হয়-

- (A) স্পার্মাটোজেনেসিস (B) উগোজেনেসিস (C) এমব্রায়োজেনেসিস (D) কনোটিই নয় (Ans C)

04. গ্যাস্ট্রুলার ভেতরের গহ্বরকে বলা হয়-

- (A) ব্রাস্টোসিল (B) সিলোম (C) আর্কেটেরন (D) কনোটিই নয় (Ans C)

05. নিষেকের ফলে সৃষ্ট ডিপ্লয়েড কোষকে বলা হয়-

- (A) জার্মপোর (B) জাইগোট (C) সিনগ্যামি (D) কনোটিই নয় (Ans B)

06. কোন যৌনরোগের কারণে পুরুষে শুক্রাণুর অনুপস্থিতি ঘটে?

- (A) গনোরিয়া (B) সিকিলিস (C) মাস্পস (D) এইডস (Ans A)

07. পুরুষের বীৰ্য ত্যাগের অক্ষমতার কারণ নয় কোনটি?

- (A) স্কেরোসিস (B) ডায়াবেটিস (C) যক্ষ্মা (D) স্পাইনাল ইনজুরি (Ans C)

08. তিনটি জুনার স্তর গঠিত হয় কোন ধাপে?

- (A) নিষেক (B) ক্রিডেজ (C) গ্যাস্ট্রুলেশন (D) অর্গানোজেনেসিস (Ans C)

09. মরুসেহ ও জুপের মধ্যে গ্যাসীয় বিনিময় ঘটিয়ে খুসনে সাহায্য করে কোনটি?

- (A) অ্যামনিওন (B) কর্পাস লুটিয়াম (C) জার্মলেয়ার (D) অমরা (Ans D)

10. কোনটি পুরুষের জন্ম নিরোধক পদ্ধতি?

- (A) ভ্যাসাপ্যাম (B) টিউবেকটমি (C) ইমপ্রান্ট (D) ভ্যাসেকটমি (Ans D)

11. পুংজননতন্ত্রের অংশ কোনটি?

- (A) ইপিডিডাইমিস (B) ফেলোপিয়ান টিউব (C) ডিম্বাশয় (D) জরায়ু (Ans A)

12. কোন রোগের কারণে মানুষের শ্বেত রক্তকণিকার ম্যাক্রোফেজ ও T₄ লিম্ফোসাইট ধ্বংস হয়?

- (A) এইডস (B) গনোরিয়া (C) সিকিলিস (D) ট্রাইসোমি (Ans A)

13. Test tube baby করা হয় কখন?

- (A) ডিম্বাশয় নষ্ট হয়ে গেলে (B) স্বামীর কার্যকর শুক্রাণু না থাকলে (C) নারীতে অপরিণত ডিম্বপাত হলে (D) ডিম্বনালি পর্যন্ত শুক্রাণু যেতে অসমর্থ হলে (Ans D)

14. জরায়ুর সংকোচন ঘটায় কোন হরমোন?

- (A) ইস্ট্রোজেন (B) রিলাক্সিন (C) প্রজেস্টেরন (D) প্রোট্রিয়েজ (Ans A)

15. ইমপ্লান্টেশন কোথায় হয়?

- (A) অমরায় (B) ডিম্বনালিতে (C) জরায়ুতে (D) ডিম্বাশয়ে (Ans C)

16. নিচের কোনটি বহিঃজীবীয় আবরণী?

- (A) করোনা রেডিয়েটা (B) জোনা পেলুসিডা (C) ভাইটেলাইনমেমব্রেন (D) অ্যালানটয়েস (Ans D)

17. জগৎ বিকাশের সঠিক স্থান কোনটি?

- (A) ডিম্বাশয় (B) অমরা (C) ডিম্বনালি (D) জরায়ু (Ans D)

18. আর্কেটেরন কোথায় দেখা যায়?

- (A) ব্রাস্টুলায় (B) জাইগোটে (C) মরুশায় (D) গ্যাস্ট্রুলায় (Ans D)

19. কোনটি মেসোডার্ম স্তর হতে উৎপন্ন হয়?

- (A) পাকস্থলী ও রক্তনালি (B) হৃৎপিণ্ড ও বৃক্ক (C) জনন অঙ্গ ও যোজক কলা (D) চুল ও ফুসফুস (Ans C)

20. ১০ টি প্রাইমারি উগোসাইট ও ১০টি প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট থেকে কতটি ডিম্বাণু ও শুক্রাণু তৈরি হবে?

- (A) ১০ ও ১০ (B) ১০ ও ২০ (C) ১০ ও ৪০ (D) ৪০ ও ৪০ (Ans C)

21. রজঃচক্রের কততম দিনে ওভুলেশন বা ডিম্বপাত ঘটে?

- (A) ১২ (B) ১৪ (C) ২৮ (D) ৩৭ (Ans B)

22. মানুষের নিষেক সংঘটিত হয় কোন অঙ্গে?

- (A) ফেলোপিয়ান নালি (B) ডিম্বাশয় (C) যোনি (D) জরায়ু (Ans A)

23. রজঃচক্রের ৭-১৪ তম দিনে কোন হরমোন ক্ষরিত হয়?

- (A) ইস্ট্রোজেন (B) FSH (C) LH (D) GTH (Ans A)

24. জাইগোটের বিভাজনকে কি বলে?

- (A) ব্রাস্টুলেশন (B) গ্যাস্ট্রুলেশন (C) ক্রিডেজ (D) মরুশেশন (Ans C)

25. প্রাণিদেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সৃষ্টি হয় কোথা থেকে?

- (A) সিলোম (B) জগন্তর (C) খণ্ডক (D) নটোকর্ড (Ans B)

26. Azoospermia কি?

- (A) সিমেনে অপরিপক্ব শুক্রাণুর উপস্থিতি (B) সিমেনে শুক্রাণুর অনুপস্থিতি (C) সিমেনে কমসংখ্যক শুক্রাণুর উপস্থিতি (D) সিমেনে স্বাভাবিক সংখ্যার শুক্রাণুর উপস্থিতি (Ans B)

27. স্ত্রীলিঙ্গের কোন অংশে জগৎ বর্ধিত হয়?

- (A) ডিম্বাণু (B) ডিম্বনল (C) গর্ভাশয় (D) যৌন নিলয় (Ans C)

28. কোনটি মেসোডার্ম থেকে তৈরি হয়?

- (A) কঙ্কালতন্ত্র (B) খুসনতন্ত্র (C) মুখ গহ্বর (D) ত্বকীয় গ্রন্থি (Ans A)

29. সিকিলিসের পরবর্তী লক্ষণ কোনটি?

- (A) পায়ু অক্ষলে ঘা সৃষ্টি (B) লসিকা গ্রন্থি ফুলে যায় (C) চোখের আইরিশে প্রদাহ (D) মুখের চারপাশে ঘা হওয়া (Ans A)

30. কোনটি পুংজননতন্ত্রের অংশ?

- (A) ফেলোপিয়ান নালি (B) ইনফার্ডিবুলাম (C) সারভিক্স (D) ক্রেমটাম (Ans D)

মানব দেহের প্রতিরক্ষা (ইমিউনিটি)

মানবদেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (Human defence system) :

বিভিন্ন কোষ ও তাদের সমন্বয়ে গঠিত যে তন্ত্র দেহকে রোগাক্রমণের হাত থেকে এবং রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করে তাকে অনাক্রম্য তন্ত্র বা ইমিউনতন্ত্র (immune system) বা মানবদেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (human defence system) বলে।

৬ ইমিউন প্রতিরক্ষায় বিভিন্ন কোষের ভূমিকা :

কোষের নাম	কাজ
লিউকোসাইট (নিউট্রোফিল)	ফ্যাগোসাইটোসিস; প্রদাহকে ঘিরে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক ক্ষরণ।
বেসোফিল	প্রদাহ সৃষ্টিতে হিস্টামিন ও অন্যান্য রাসায়নিক ক্ষরণ।
ইওসিনোফিল	বড়কোষী জীবাণু ধ্বংস; দ্রুত অতিসংবেদনশীল প্রতিক্রিয়ায় সাড়া দান।
মনোসাইট	ম্যাক্রোফেজের অনুরূপ।
লিম্ফোসাইট	নির্দিষ্ট ইমিউন সাড়ার শনাক্তকারী কোষ (recognition cells) হিসেবে কাজ করে।
প্লাজমা কোষ	অ্যান্টিবডি ক্ষরণ করে।
ম্যাক্রোফেজ	ফ্যাগোসাইটোসিস; বিযুক্ত রাসায়নিক ক্ষরণের মাধ্যমে বহিঃকোষীয় ধ্বংস কার্যক্রম; হেলপার T-কোষের কাছে অ্যান্টিজেন উপস্থাপন; প্রদাহের সময় সাইটোকাইন ক্ষরণ করে।
মাস্ট কোষ	প্রদাহের সঙ্গে জড়িত হিস্টামিন ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ।
B-কোষ	অ্যান্টিজেন নির্ভর ইমিউন সাড়ার সূত্রপাত ঘটায়। নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনকে হেলপার T-কোষের সামনে তুলে ধরে।
সাইটোটক্সিক T-কোষ	টার্গেট কোষের কোষঝিল্লিতে যুক্ত হয়ে সরাসরি কোষকে ধ্বংস করে।
হেলপার T-কোষ	সাইটোকাইন ক্ষরণ করে B-কোষ, সাইটোটক্সিক T-কোষ, NK কোষ ও ম্যাক্রোফেজকে সক্রিয় করে।
NK কোষ	ভাইরাস আক্রান্ত ও ক্যান্সার কোষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ধ্বংস করে।

[Ref: আজমল + আশরাফ]

১. অ্যান্টিবডি (Antibody) :

অ্যান্টিজেনের উপস্থিতিতে যে প্রোটিনধর্মী বস্তু সংশ্লেষিত হয়ে উক্ত অ্যান্টিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রাণিদেহে অনাক্রম্যতা গড়ে তোলে তাকে অ্যান্টিবডি (Antibody) বা ইমিউনোগ্লোবুলিন (Immunoglobulin) বলে।

৬ অ্যান্টিবডির প্রকারভেদ :

অ্যান্টিবডির নাম (শতকরা পরিমাণ)	অবস্থান
IgG (৭৫-৮০)	দেহের সবল তরল পদার্থ যেমন: রক্ত, লসিকা, অঙ্গ ও তিস্য তরল।
IgA (১০-১৫)	অঙ্গ, লাল, পরিপাক রস, রক্ত, লসিকা, নাক, কান, চোখ, শ্বাসনালি, পরিপাক নালি ইত্যাদি।
IgM (৫-১০)	রক্ত, লসিকা, B কোষের উপরিতল।
IgE (০.১)	মাস্টকোষ, বেসোফিল, ফুসফুস, ত্বক, মিউকাস আবরণী।
IgD (০.২)	রক্ত, লসিকা, লিম্ফোসাইট B কোষের উপরিতল।

২. অ্যান্টিজেন (Antigen) :

যেসব বিজাতীয় জীবাণু বা অধিবিষ দেহে প্রবেশ করলে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি হয় তাদের অ্যান্টিজেন বা ইমিউনোজেন (Immunogen) বলে। হাঙ্গেরিয় অণুজীব বিজ্ঞানী Ladislaus Deutsch (1903) সর্বপ্রথম অ্যান্টিজেন শব্দটি ব্যবহার করেন।

১ অ্যান্টিজেনের সাধারণ ধর্ম :

রাসায়নিক প্রকৃতি : অ্যান্টিজেন প্রধানত প্রোটিন। কিছু অ্যান্টিজেন পলিস্যাকারাইড ও লাইপোপ্রোটিন জাতীয় হয়।

বহিরাগত ধর্ম : বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া অ্যান্টিজেন সাধারণত বহিরাগত হয়।

আণবিক ভর : বিশেষ অ্যান্টিজেনের আণবিক ভর ১০,০০০ ডাল্টনের বেশি। সর্বাপেক্ষা ভালো অ্যান্টিজেনের আণবিক ভর যেটিমুঠি ১,০০,০০০ ডাল্টন হওয়া প্রয়োজন। ইনসুলিনের আণবিক ভর ৫৫০০।

প্রজাতি নির্দিষ্টতা : একই প্রজাতির অন্তর্গত সব প্রাণীর কলাতে প্রজাতি নির্দিষ্টতা অ্যান্টিজেন থাকে।

২ বিভিন্ন প্রকার অ্যান্টিজেন :

১) এক্সোজেনাস : প্রাণিদেহের বাইরে উৎপন্ন হয়। যেমন : পরাণুরেণু, দূষক পদার্থ, ভেষজ পদার্থ, জীবাণু ইত্যাদি।

২) এন্ডোজেনাস : প্রাণিদেহের ভেতরে উৎপন্ন হয়। যেমন : ক্ষেপিত কণিকার ফরসম্যান অ্যান্টিজেন, স্তন্যপায়ীর দর্পপেদে কার্ভিওলিপিন।

৩. টিকা বা ভ্যাকসিন (Vaccine) :

কোনো রোগ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে কোনো রোগজীবাণু থেকে প্রস্তুত যে উপাদান মানুষের শরীরে প্রবেশ করালে সেই রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ জন্মায় তাকে অথবা নিম্নো জীবাণুমাত্রা দেহে প্রবেশ করিয়ে যে অনাক্রম্যতা জাগানো হয় তাকে ভ্যাকসিন (Vaccine) বা টিকা বলে। টিকায় বিদ্যমান অণুজীবগুলো (ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া) জীবিত, অর্ধমৃত বা মৃত হতে পারে।

৬ একটি আদর্শ টিকার বৈশিষ্ট্য :

- সারাজীবনের জন্য দেহকে অনাক্রম্য করে।
- সুনির্দিষ্ট জীবাণু থেকে দেহকে সুরক্ষা দেয়।
- রোগের সংক্রমণ রোধ করে।
- খুব দ্রুত অনাক্রম্যতার সূচনা ঘটায়।
- মায়ের অনাক্রম্যতাকে সম্বন্ধে পরিবাহিত করে।
- সুস্থিত, সস্তা এবং নিরাপদ।

৪. সংযুক্ত টিকা বা যৌথ টিকা (Combined Vaccine) :

একধিক রোগের সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে যদি একটি মাত্র টিকা প্রদান করা হয়, তবে সেই প্রকার টিকাকে সংযুক্ত বা যৌথ টিকা বলে। যেমন : DPT। এই প্রকার টিকা প্রদানে ডিপথেরিয়া (Diphtheria), হুপিংকাশি বা পারটুসিস (Pertussis), টিটেনাস (Tetanus) এই তিনটি রোগের হাত থেকে দেহকে রক্ষা করা যায়।

৬ সংযুক্ত টিকা বা যৌথ টিকার উদাহরণ :

- DT → ডিপথেরিয়া ও টিটেনাসের প্রতিষেধক।
- MMR → মাম্পস, মিজলস ও রুবেলা রোগের প্রতিষেধক।
- DP → ডিপথেরিয়া ও হুপিংকাশির টিকা প্রতিষেধক।

৬ EPI ভুক্ত বিভিন্ন প্রকার রোগ :

EPI = Expanded Programme on Immunization; EPI ভুক্ত রোগের সংখ্যা = ৮টি। নিম্নে এগুলো দেওয়া হলো :

D	ডিপথেরিয়া	T	টিউবারকুলোসিস/মাক্সা/BCG. (Bacillus Calmette Gurin)
P	পার্টোসিস (হুপিংকাশি) DPT টিকা	I	ইনফুয়েঞ্জা
T	টিটেনাস	H	হেপাটাইটিস বি
M	মিসেলস (হাম) : মিসেলস টিকা		শেষ দুটো রোগ বর্তমানে যুক্ত হয়েছে।
P	পোলিও : OPV (Oral Polio Vaccine) [মুখে খাওয়ানো হয়]		

- Immunity শব্দটি ল্যাটিন যে শব্দ থেকে এসেছে- Immunis
- Father of Immunology বলা হয়- Edward Jenner-কে
- Founder of Microbiology বলা হয়- লুইপাস্তর-কে
- গুটিবসন্তের টিকা আবিষ্কার করেন- এডওয়ার্ড জেনার
- মানবদেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা প্রধানত- ২ ধরনের
- স্বাভাবিক অবস্থায় কোনো অ্যান্টিবডি ফরম করে না- মেমোরি B কোষ
- অ্যান্টিবডি তৈরির মাধ্যমে শরীরে অনাক্রম্যতা সৃষ্টি করে- B লিম্ফোসাইট
- জন্ম ও শিশু মায়ের দেহ থেকে পরোক্ষভাবে পেয়ে থাকে- মেমোরি কোষ
- প্রথম প্রতিরক্ষা স্তরটি পরিচিত- নন-স্পেসিফিক নামে
- ত্বক কার্যকর প্রতিরক্ষক হিসেবে কাজ করে- ৪ ভাবে
- মানবদেহের সর্ববৃহৎ অঙ্গ- ত্বক
- একজন পরিণত মানুষের দেহে ত্বক থাকে- ৮ পাউন্ড
- ত্বকে গ্রহি থাকে- যেদ গ্রহি ও ঘামগ্রহি নামে
- ত্বক অশ্রীয় হবার কারণ- হায়ালুরনিক অ্যাসিড
- Self disinfecting organ হলো- ত্বক
- অতিবেগুনি রশ্মিকে ধ্বংস করে- মেলানিন
- Streptococcus এর সংক্রমণ থেকে ত্বককে রক্ষা করে- ক্যাথিলেসিডিন
- দুধে জীবাণুনাশক পদার্থ থাকে- ল্যাক্টোপারঅক্সিডেজ
- অশ্রু, নাসিকা বিন্দি ও লালায় থাকে- লাইসোজাইম
- যোনিতে বসবাসকারী ব্যাকটেরিয়া- Lactobacillus
- দুটি প্রধান ফ্যাগোসাইট কণিকা হচ্ছে- নিউট্রোফিল ও ম্যাক্রোফেজ
- খাঙড় কোষ হিসেবে কাজ করে- ম্যাক্রোফেজ
- প্রাণী প্রোটিনের অন্তর্গত- প্রায় ১০% কমপ্লিমেন্ট
- ইন্টারফেরনের আণবিক ওজন- ২০-৩০ হাজার ডাল্টন
- দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তরের শেষ স্তর হচ্ছে- জ্বর
- দেহের তাপমাত্রাকে উচ্চতম মাত্রায় নির্ধারণ করে- পাইরোজেন
- তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তরটি দু ধরনের কোষ- T কোষ, B কোষ নিয়ে গঠিত
- কিলার-T কোষ বিনষ্ট করে- ক্যানসার কোষকে
- দেহে প্রবর্ত অ্যান্টিজেনদের ধ্বংস করে- Memory T-cells
- প্রতি সেকেন্ডে ২০০০টি অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে- প্রাণী কোষ (Plasma cells)
- বহুদিন বাঁচে এবং অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে- Memory B cells
- Antibody শব্দটি ব্যবহার করেন- Paul Ehrlich
- প্রত্যেক অ্যান্টিবডি হচ্ছে- ইমিউনোগ্লোবুলিন (সংক্ষেপে Ig)
- B-লিম্ফোসাইট কয়েক উপধরনের বিভক্ত যার একটি হচ্ছে- প্রাণী B কোষ
- প্রাণী B কোষ থেকে উৎপন্ন হয়- অ্যান্টিবডি
- অ্যান্টিবডির আণবিক ওজন- ১,৫০,০০০ - ৯,০০,০০০ ডাল্টন
- ভারী ও হালকা শৃঙ্খলের আণবিক ওজন হচ্ছে যথাক্রমে- ৫০-৭০ Kd ও ২৩Kd
- প্রত্যেক অ্যান্টিবডিতে ডাইসালফাইড বন্ধ রয়েছে- ৩টি আন্তঃশৃঙ্খল
- সর্বপ্রথম অ্যান্টিজেন শব্দটি ব্যবহার করেন- Ladilas Deatsch
- অ্যান্টিজেন প্রধানত- প্রোটিন
- কার্যকরী অ্যান্টিজেনের ভর সাধারণত- ১০,০০০ ডাল্টন এর বেশি
- ইনসুলিনের আণবিক ভর- ৫০০০D
- অ্যান্টিজেন প্রধানত- ২ ধরনের
- রসভিত্তিক অনাক্রম্যতায় ভূমিকা রাখে- B লিম্ফোসাইট
- দেহের প্রধান সৈনিক হিসেবে কাজ করে- অ্যান্টিবডি
- কোষের MHC মার্কার পাওয়া যায়- প্রাণীকোষে
- সর্বপ্রথম টিকা আবিষ্কার করেন- Dr. Edward Jenner (1796)
- ভ্যাকসিন শব্দটি যে ল্যাটিন শব্দ থেকে এসেছে - ভ্যাকসিনাস
- মিশ্র ভ্যাকসিন হলো- MMR (Measles, Mumps and Rubella) ভ্যাকসিন
- উৎপাদনের ধরন অনুযায়ী ভ্যাকসিন বা টিকা- ৫ ধরনের
- পোলিও সৃষ্টি হয়- Enterovirus নামক একটি RNA ভাইরাস

- মানবদেহে natural killer cells থেকে কোনটি নিঃসৃত হয়? [GST-A : 22-23]
 (A) HCl (B) Pyrogen
 (C) Perforin (D) Monokines
- ডাইরাসের আক্রমণে দেহে স্তব্ধকৃতভাবে তৈরি হয় কোনটি? [GST-A : 20-21]
 (A) ইন্টারফেরন (B) হিস্টোন
 (C) অ্যান্টিজেন (D) লাইসোসোম
- ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে অ্যান্টিবডিকে সহায়তা করে কোনটি? [GST-A : 20-21]
 (A) অণুচক্রিকা (B) কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম
 (C) ভ্যাকসিন (D) ইন্টারফেরন
- পাইরোজেন- [IU-D : 19-20]
 (A) ডাইপেপটাইড (B) কার্বোহাইড্রেট (C) পলিপেপটাইড (D) লিপিড
- ব্যাকটেরিয়া নাশক- [IU-D : 19-20]
 (A) অশ্রু (B) লাইসোজাইম (C) স্পার্মিন (D) সবগুলোই
- মানুষের প্রাথমিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা নয়- [IU-D : 19-20]
 (A) শোম (B) লালা (C) ইন্টারফেরন (D) সিরুমেন
- লাইসোজাইম পাওয়া যায় নিচের কোন দুইটিতে? [NSTU-A : 19-20]
 (A) অশ্রু ও লালা (B) মূত্র ও লালা
 (C) রক্ত ও লালা (D) সেরাম ও প্রাণী
- অ্যালার্জিকজনিত প্রতিক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট অ্যান্টিবডি কোনটি? [NSTU-A : 19-20]
 (A) IgG (B) IgE (C) IgD (D) IgA
- Live attenuated vaccine হিসেবে কাজ করে না কোনটি? [PUST-A : 19-20]
 (A) রোটাবাইরাস (B) ইয়োলো ফিভার (C) টিটেনাস (D) মাস্পস
- গর্ভকাল অমরা অতিক্রম করে জন্মের দেহে প্রবেশ করে কোন অ্যান্টিবডি? [PUST-A : 19-20]
 (A) IgD (B) IgM (C) IgG (D) IgA

- নিম্নের কোনটি অ্যালার্জিক বিক্রিয়ার সাথে জড়িত?
 (A) IgG (B) IgM (C) IgD (D) IgE
- শরীরের কোন স্থানে লাল, গরম ও ফুলে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনটি দায়ী?
 (A) IgG (B) IgA (C) IgM (D) IgE
- মানবদেহে অ্যান্টিবডি তৈরি করে কোন কোষটি?
 (A) T-লিম্ফোসাইট (B) মনোসাইট (C) প্রাণী কোষ (D) নিউট্রোফিল
- নিচের কোন এনজাইম ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে প্রধান ভূমিকা পালন করে?
 (A) এন্টারোকাইনেজ (B) লাইসোজাইম
 (C) টায়ালিন (D) কাইমোট্রিপসিন
- মানবদেহের প্রথম প্রতিরক্ষা স্তরের অংশ কোনটি?
 (A) ফ্যাগোসাইট (B) প্রদাহ (C) সেরুমেন (D) ইন্টারফেরন
- Phagocytosis এর সাথে জড়িত নয় কোনটি?
 (A) কুফকার কোষ (B) হিস্টোগ্রাস্ট (C) NK কোষ (D) মনোসাইট
- BCG টিকা কোন রোগের জন্য দেয়া হয়?
 (A) পোলিও (B) হেপাটাইটিস বি (C) কলেরা (D) যক্ষ্মা
- কোন গ্রহি হতে অশ্রু নিঃসৃত হয়?
 (A) ল্যাক্রিমাল (B) হার্ডেরিয়ান (C) থ্যালামাস (D) মেমোরিয়ান
- নিচের কোন কোষটিকে Treg বলা হয়?
 (A) B-lymphocyte (B) Regulatory T-Cell
 (C) Cytotoxic T-Cell (D) Helper T-Cell
- নিচের কোনটি Giant cell তৈরি করে?
 (A) নিউট্রোফিল (B) ম্যাক্রোফেজ
 (C) হেলপার T-কোষ (D) NK-কোষ
- কোনটি মিশ্র ভ্যাকসিন?
 (A) MMR (B) BCG (C) OPV (D) IPV
- কোন অ্যান্টিবডির নেতিবাচক ভূমিকা রয়েছে মানব শরীরে?
 (A) Ig A (B) Ig B (C) Ig D (D) Ig E

১. মেডেলের প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্র :

১. মেডেলের প্রথম সূত্র বা পৃথকীকরণের সূত্র :

মোনোহাইব্রিড ক্রসে পিতামাতা থেকে আগত ফ্যাক্টর বা জিনগুলো মিশ্রিত বা পৃথকীকৃত না হয়ে পাশাপাশি অবস্থান করে এবং পরবর্তীতে জননকোষ বা গ্যামিট সৃষ্টির সময় পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যায়। একে জননকোষ বিতরণের সূত্র (Law of Purity of Gametes) বা মনোহাইব্রিড ক্রসের (Law of Monohybrid Cross) সূত্রও বলা হয়।

২. মেডেলের দ্বিতীয় সূত্র বা স্বাধীনভাবে মিলনের সূত্র :

দুই (বা ততোধিক) জোড়া বিপরীতধর্মী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একই প্রজাতির দুটি জীবের মধ্যে সংকরায়ন করলে প্রথম অপত্য বংশে (F₁ জন) শুধু একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় এবং পরবর্তী সময় গ্যামিটগুলো জোড়া ভেঙে স্বাধীনভাবে বিচ্ছিন্ন হয়। একে ডাইহাইব্রিড ক্রসের (Law of di hybrid cross) সূত্রও বলা হয়।

৩. মেডেলের সূত্রের ব্যতিক্রমসমূহ :

১৯০০ সালে মেডেলের সূত্র পুনরাবিস্কৃত হবার কিছুকাল পর হতেই বিভিন্ন ব্যাপনগত পদ্ধতিতে মেডেলের অনুপাতের ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। এই ব্যতিক্রমগুলোকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা : ১. মেডেলের সূত্রের অসঙ্গত ব্যতিক্রম ২. মেডেলের সূত্রের প্রকৃত ব্যতিক্রম।

২. লিথাল জিন বা ঘাতক জিন বা মারণ জিন (Lethal Gene) :

কোনো জিন কোনো জীবের মৃত্যু ঘটায় বা মৃত্যুর কারণ হয়, তাদের লিথাল জিন বলে। এই জীবের জিন বা DNA এর কোনো অংশের মিউটেশনের কারণে ঘটে থাকে।

১. লিথাল জিনের বৈশিষ্ট্য :

- এক প্রকার মিউট্যান্ট জিন যা প্রকট বা প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে।
- প্রকট লিথাল জিন হোমোজাইগাস বা হেটারোজাইগাস উভয় অবস্থায়ই জীবের মৃত্যু ঘটায়।
- প্রচ্ছন্ন লিথাল জিন কেবল হোমোজাইগাস অবস্থায় জীবের মৃত্যু ঘটায়।
- জাইগোট বা বংশ অবস্থায় জীব মারা যায়।

২. লিথাল জিনের উদাহরণ :

- গ্রীষ্মের মুরগি
- পার্বীণ বাকুর
- মানুষের খালোসেনিয়া
- মানুষের ইনক্যান্টাইল অ্যামারটিক ইতিভলি
- মানুষে জন্মগত ইকবিওনিস
- মানুষে ব্র্যাকিস্যালাজি
- হিমোফিলিয়া

৩. পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্স (Polygenic Inheritance) :

কিছু কিছু লোকসে অবস্থিত অনেকগুলো নন-অ্যালিলিক জিন সম্মিলিতভাবে যদি কোনো জীবের একটি পরিমাপগত বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটায় তখন তাদের পলিজিন বা মাল্টিপল জিন (polygene or multiple gene) বলে। এই পলিজিনের কংশনক্রমিক সংকরনকে বহুজিনীয় কংশগতি বা পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্স বা পরিমাপগত উত্তরাধিকার বলে। পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্স সিনোটাইপের ভ্রমশক্তি তত্ত্ব প্রদান করে। জিনতত্ত্ববিদ K. Mather (1954) পলিজিন নামকরণ করেন।

১. পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্সের বৈশিষ্ট্য :

- দুই বা ততোধিক জিন দ্বারা সিনোটাইপিক বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রিত হয়।
- পন্যের স্তরে পরিমাপ দ্বারা এদের মাত্রা নির্ণয় করা হয়।
- জীবের এ ধরনের বৈশিষ্ট্য ব্যাপক বৈচিত্র্য দেখা যায়।

২. পলিজেনিক জিনের অস্বাভাবিকতার কারণে সৃষ্টি রোগ :

- অস্টিওস
- ক্যান্সার
- ডায়াবেটিস টাইপ ২

৩. সেক্স লিংকড ডিসঅর্ডার (Sex Linked Disorder) :

সাধারণত 'X' ক্রোমোসোমে অবস্থিত জিনগুলোকে সেক্স লিংকড জিন (Sex-linked gene) বলে। সেক্স ক্রোমোসোমে অবস্থিত জিনগুলোর অস্বাভাবিকতার কারণে মানুষের দেহে যে বিভিন্ন ধরনের কংশগতীয় অস্বাভাবিকতা ও রোগ সৃষ্টি হয় তাদের একত্রে লিংগ জড়িত অস্বাভাবিকতা বা সেক্স লিংকড ডিসঅর্ডার (sex-linked disorder) বলে।

১. মানুষের কয়েকটি সেক্স লিংকড ডিসঅর্ডার (লিংগ জড়িত অস্বাভাবিকতা) :

লিংগজড়িত অস্বাভাবিকতা

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| ১. লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা | ১০. হিমোফিলিয়া |
| ২. ডাউনিস মানস্কালার ডিসট্রফি | ১১. রাতকানা |
| ৩. ফ্রাজাইল X সিনড্রোম | ১২. হিমোফিলিয়া |
| ৪. ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস | ১৩. মানস্কালার ডিসট্রফি |
| ৫. স্প্যান্ডিক প্যারায়েজিয়া | ১৪. টেস্টিকুলার ফেমিনাইজেশন |
| ৬. এন্ডোটার্মাল ডিসপ্রাসিয়া | ১৫. বর্ণান্ধতা |
| ৭. অপটিক আট্রফি | ১৬. জুভেনাইল গ্লুকোমা |
| ৮. হোয়াইট ফোরলক | ১৭. মায়েপিয়া |
| ৯. হাইপারট্রাইকোসিস | |

৪. ABO রক্ত গ্রুপ (ABO-Blood group) :

লেখিত রক্তকণিকার প্লাজমামেমব্রেনে কতগুলো অ্যান্টিজেনের উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতির ওপর নির্ভর করে মানুষের রক্তের যে শ্রেণিবিন্যাস করা হয় তাকে ABO রক্ত গ্রুপ বা সংক্ষেপে রক্তগ্রুপ (blood group) বলা হয়।

১. ABO রক্ত গ্রুপের বৈশিষ্ট্য নিচে হকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো :

A	- RBC-র অ্যান্টিজেন : অ্যান্টিজেন-A - প্লাজমার অ্যান্টিবডি : অ্যান্টিবডি- b - যে গ্রুপকে রক্ত দিতে পারে : A, AB - যে গ্রুপ থেকে রক্ত নিতে পারে : A, O
B	- RBC-র অ্যান্টিজেন : অ্যান্টিজেন-B - প্লাজমার অ্যান্টিবডি : অ্যান্টিবডি- a - যে গ্রুপকে রক্ত দিতে পারে : B, AB - যে গ্রুপ থেকে রক্ত নিতে পারে : B, O
AB	- RBC-র অ্যান্টিজেন : অ্যান্টিজেন- A & B - প্লাজমার অ্যান্টিবডি : নেই - যে গ্রুপকে রক্ত দিতে পারে : AB - যে গ্রুপ থেকে রক্ত নিতে পারে : A, AB, B, O
O	- RBC-র অ্যান্টিজেন : নেই - প্লাজমার অ্যান্টিবডি : অ্যান্টিবডি- a & b - যে গ্রুপকে রক্ত দিতে পারে : A, B, AB, O - যে গ্রুপ থেকে রক্ত নিতে পারে : O

৫. বিবর্তন (Evolution) :

কোনো জীবের সন্তান অবস্থা থেকে জটিলতার দিকে পর্যায়ক্রমিক অতি ধীর ও ধারাবাহিক পরিবর্তনকে বিবর্তন বা অভিযান্ত্রিক বলে। বিবর্তনের ফলে অধিকতর জটিল জীবের সৃষ্টি বা আত্মপ্রকাশ ঘটে।

১. বিবর্তন সম্পর্কিত আধুনিক মতবাদসমূহ :

প্রবক্তা	মতবাদ
ল্যামার্ক	অর্জিত বৈশিষ্ট্যের কংশনক্রম মতবাদ/ল্যামার্কিজম।
চার্লস রবার্ট ডারউইন	প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ/ ডারউইনজম।
অগাস্ট ভাইজম্যান	জার্মপ্রাজম মতবাদ।
হুগো দ্যা ব্রিস	পরিব্যক্তি মতবাদ।

Part 2

At a glance

- ক্রোমোসোমে জিনের নির্দিষ্ট স্থানের নাম- লোকাস
- জিনদ্বয় একত্রে থাকার অবস্থাকে বলে- অ্যালিলোমার্ক
- জীবের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিন যুগলের প্রতীকী গঠনকে বলে- জিনোটাইপ
- জীবের প্রকাশিত বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যকে বলে- ফিনোটাইপ
- যেসব ক্রোমোসোম জীবের লিঙ্গ নির্ধারণ করে তাদের- সেক্স ক্রোমোসোম বলে
- ২৩ জোড়া ক্রোমোসোমের মধ্যে একজোড়া- Sex chromosome
- মেডেলের প্রথম সূত্রের ব্যতিক্রম হচ্ছে- অসম্পূর্ণ প্রকটতা, সমপ্রকটতা ও লিখাল জিন
- অসম্পূর্ণ প্রকটতার জন্য দায়ী জিন- ইন্টারমিডিয়েট জিন
- অসম্পূর্ণ প্রকটতার উদাহরণ- সক্ষ্যামালতি (Mirabilis galapa)
- অসম্পূর্ণ প্রকটতার আবিষ্কারক- কার্ল করেল
- সমপ্রকটতার উদাহরণ- আন্দালুসিয়ান মোরগ/মুরগি
- লিখাল জিন-এর আবিষ্কারক- ফরাসি জিনতত্ত্ববিদ লুসিয়েন ক্যুয়েনো
- মেডেলের দ্বিতীয় সূত্রের অনুপাত- ৯ : ৩ : ৩ : ১
- দুটি প্রকট জিনের উপস্থিতির কারণে যদি জীবের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় তাহলে এ অবস্থাকে বলা হয়- সহপ্রকটতা
- পরিপূরক জিন-এর ফিনোটাইটিক অনুপাত- ৯ : ৭
- যে জিনটি অপর জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা দেয় তাকে বলে- এপিস্ট্যাটিক জিন
- যে জিন বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা পায় সে জিন- হাইপোস্ট্যাটিক জিন
- প্রকট এপিস্টাসিস জিনের আবিষ্কারক- বেটসন এবং পান্টে
- পলিজিনের প্রভাব ক্রমবর্ধিত বিধায় এরূপ চরিত্রকে বলা হয়- মাত্রিক চরিত্র
- পলিজিনের ফিনোটাইটিক অনুপাত হলো- ১ : ৪ : ৬ : ৪ : ১
- পলিজিনের নামকরণ করেন- K. mather
- নিম্নো বাবা এবং ককেশিয়ান মাতার সন্তান হবে- মিউল্যাটো
- নারী সদস্যের যেসব গ্যামেট সৃষ্টি হয় তাতে শুধু থাকে- X ক্রোমোসোম
- নারীর ক্রোমোসোমকে বলা হয়- হোমোগ্যামেটিক সেক্স
- নারীর গ্যামেটকে বলা হয়- হোমোগ্যামেট
- পুরুষ সদস্যের গ্যামেট সৃষ্টি হয়- দু'ধরনের
- পুরুষের ক্রোমোসোমকে বলা হয়- হেটারোগ্যামেটিক সেক্স
- পুরুষের গ্যামেটকে বলা হয়- হেটারোগ্যামেট
- মানুষের এ পর্যন্ত সেক্স-লিংকড জিন পাওয়া গেছে- ৬০টি
- মানুষের Y জিন (হোলান্দ্রিক জিন) নিয়ন্ত্রিত একটি বৈশিষ্ট্য হলো- কানের লোম
- অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেক্স লিংকড ডিসঅর্ডার বাহিত হয়- X ক্রোমোসোম দ্বারা
- সেক্স লিংকড ডিসঅর্ডার রোগের জিন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই- প্রচ্ছন্ন প্রকৃতির
- সেক্স লিংকড জিন মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়- হোমোজাইগাস অবস্থায়
- Generation skip দেখা যায়- সেক্স লিংকড ডিসঅর্ডার-এর ক্ষেত্রে
- লাল ও সবুজ বর্ণের পার্থক্য বুঝতে পারে না- লাল সবুজ বর্ণান্ধ ব্যক্তি
- হিমোফিলিয়া হলো- বংশগতভাবে সঞ্চারণশীল ক্রটি
- হিমোফিলিয়া হয়ে থাকে- প্রচ্ছন্ন মিউট্যান্ট জিনের কারণে
- হিমোফিলিয়ার আবিষ্কারক- John Conrad Otto
- হিমোফিলিক জিনের বাহক ছিলেন- মহারানি ভিক্টোরিয়ার ২ কন্যা
- হিমোফিলিয়া A কে বলা হয়- রাজকীয় হিমোফিলিয়া
- মানবদেহে অ্যান্টিজেন রয়েছে- ৪০০ ধরনের প্রায়
- 'A' গ্রাড গ্রুপের মানুষ রক্ত গ্রহণ করতে পারে- 'A' এবং 'O' হতে
- অ্যান্টিজেনের ওপর ভিত্তি করে মানুষের রক্তগ্রুপ- ২১টি
- মানুষের রক্তের শ্রেণিবিন্যাস করেন- কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার
- Rh ফ্যাক্টরের আবিষ্কারক- কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার ও উইনার

- Rh ফ্যাক্টরের নামকরণ করা হয়- রেসাস বানরের নাম অনুসারে
- Rh অ্যান্টিজেন থাকে- Rh পজিটিভ-এ
- Rh অ্যান্টিজেন অনুপস্থিত- Rh নেগেটিভ-এ
- ইংরেজ দার্শনিক Herbert spencer সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন- Evolution
- বিবর্তনের জনক- এম্পিডোক্লিস
- বিভিন্ন জাত, ভ্যারাইটি বা উপপ্রজাতির সৃষ্টি হয়- মাইক্রো বিবর্তন-এর ফলে
- উপপ্রজাতি থেকে প্রজাতির সৃষ্টি হয়- ম্যাক্রো বিবর্তন-এর ফলে
- অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুক্রম মতবাদ বা ল্যামার্কিজম-এর প্রবর্তক- ল্যামার্ক
- প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ বা ডারউইনিজম-এর প্রবর্তক- ডারউইন
- জার্মপ্লাজম/জার্মপ্লাজম-সোমটোপ্লাজম মতবাদ-এর প্রবর্তক- ভাইজম্যান
- পুনরাবৃত্তি মতবাদ অনুযায়ী ব্যক্তিগত পুনরাবৃত্তি করে- জাতিজনির
- প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ প্রকাশিত হয়- ১৮৫৯ সালে
- ডারউইন বিবর্তন প্রক্রিয়াকে ভাগ করেছে- ৬টি ধাপে

Part 3

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিগত প্রশ্নোত্তর

01. যে জিন বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাকে বলে- [NU-Science : 14-15]
 (A) ইপিস্ট্যাটিক জিন (B) হাইপোস্ট্যাটিক জিন
 (C) প্রচ্ছন্ন জিন (D) কোনোটাই নয় **Ans B**
02. 'The theory of Natural Selection'- কে প্রবর্তন করেন? [NU-Science : 12-13]
 (A) Charles Robert Darwin (B) Carolus Linnaeus
 (C) Antony Van Leeuwenhoek (D) Aristotle **Ans A**
03. জন্মের বা শিশুর মৃত্যুর জন্য দায়ী জিনের নাম কি? [NU-Science : 12-13]
 (A) Epistasis (B) Lethal gene
 (C) Complementary gene (D) Sex-Linked gene **Ans B**
04. কোনটি সমগোত্রীয় নয়? [NU-Science : 11-12]
 (A) হাসর (B) ইলিশ
 (C) ভিমি (D) রুই **Ans C**
05. কখন মেডেলের সূত্রদ্বয় পুনরাবিষ্কার করা হয়? [NU-Science : 09-10]
 (A) ১৮৬৬ খ্রিঃ (B) ১৯২১ খ্রিঃ
 (C) ১৯০০ খ্রিঃ (D) ১৯০১ খ্রিঃ **Ans C**
06. জীবের মৃত্যুর জন্য দায়ী জীনকে বলা হয়- [NU-Science : 09-10]
 (A) ডমিনেন্ট জিন (B) বাইভিড জিন
 (C) লিখাল জিন (D) কমপ্লিমেন্টারি জিন **Ans C**
07. যে জিন বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা পায় তাকে বলে- [NU-Science : 08-09]
 (A) Lethal gene (B) Complementary gene
 (C) Hypostatic gene (D) Epistatic gene **Ans C**
08. কোনটি মানুষের সেক্স-লিংকড জিন নয়? [NU-Science : 07-08]
 (A) ডায়াবেটিস (B) রাতকানা
 (C) হিমোফিলিয়া (D) বর্ণান্ধতা **Ans A**
09. সার্বজনীন দাতা কোন গ্রুপের রক্ত? [NU-Science : 05-06]
 (A) A গ্রুপের (B) B গ্রুপের
 (C) AB গ্রুপের (D) O গ্রুপের **Ans D**
10. অভিব্যক্তির মূল উপাদান হিসেবে মিউটেশন বা পরিব্যক্তির কথা সর্বপ্রথম কোন বিজ্ঞানী উল্লেখ করেন? [NU-Science : 03-04]
 (A) দ্য ফ্রিজ (B) জুলিয়ান হার্ডলে
 (C) আর্নস্ট হেকেল (D) আলফ্রেড ওয়ালাস **Ans C**
11. কোন রক্তগ্রুপের ব্যক্তিকে সার্বজনীন দাতা (universal donor) বলা হয়? [NU-Science : 01-02]
 (A) A-রক্ত গ্রুপ (B) AB-রক্ত গ্রুপ
 (C) B-রক্ত গ্রুপ (D) O-রক্ত গ্রুপ **Ans D**

01. হিমোগ্লোবিন-এর নিউবন-এর জন্য কোনটি দায়ী? [GST-A : 23-24]
 (A) ক্লটিং ফ্যাক্টর (B) লিথাল জিন
 (C) পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্স (D) রেসাস ফ্যাক্টর (Ans: D)
02. মেডেল তাঁর মটরওট গবেষণায় কত জোড়া বাহ্যিক বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য মূল্যায়ন করেছিলেন? [GST-A : 22-23]
 (A) 2 (B) 3 (C) 6 (D) 7 (Ans: D)
03. AB-গ্রুপের ব্যক্তির কোন কোন গ্রুপকে রক্ত দান করতে পারে? [GST-A : 21-22]
 (A) AB⁺, AB⁻ (B) B⁺, AB⁺
 (C) O⁺, AB⁺, AB⁻ (D) A⁺, B⁺, O⁺ (Ans: A)
04. পরিপূরক জিন-এর ফিনোটাইপিক অনুপাত- [GST-A : 21-22]
 (A) 9 : 3 : 3 : 1 (B) 1 : 2 : 1
 (C) 13 : 3 (D) 9 : 7 (Ans: D)
05. মাসকুলার ডিস্ট্রফি রোগের লক্ষণ- [GST-A : 21-22]
 (A) সারা শরীরে ঘন লোম হওয়া (B) বর্ণান্ধতা
 (C) পেশির দুর্বলতা ও সময়ের অভাব (D) অ্যান্টিবডি তৈরি না হওয়া (Ans: C)
06. *Lathyrus odoratus* প্রজাতির দুইটি সাদাফুল বিশিষ্ট আলাদা Strain সংকরায়ন করা হলে F₂ জনুতে বেগুনি ও সাদা ফুলের অনুপাত কত হবে? [KU-A : 19-20]
 (A) 7 : 8 (B) 7 : 9 (C) 9 : 7 (D) 13 : 3 (Ans: C)
07. কে প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ প্রদান করেন? [CoU-A : 19-20]
 (A) ল্যামার্ক (B) ডারউইন (C) মেডেল (D) ভাইজম্যান (Ans: B)
08. কোন জিনোটাইপ হতে বেশি ধরনের গ্যামেট সৃষ্টি হবে? [IU-D : 19-20]
 (A) aa Rr (B) Aa Rr (C) Aa RR (D) Aa rr (Ans: B)
09. মেডেলের ১ম সূত্রকে বলে- [IU-D : 19-20]
 (A) ক্রমোসোম তত্ত্ব (B) পৃথকীকরণের সূত্র
 (C) প্যানজেনেসিস তত্ত্ব (D) স্বাধীন সঞ্চারণের সূত্র (Ans: B)
10. যে জিন নন-অ্যালিলিক জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা দেয় তাকে বলে- [NSTU-A : 19-20]
 (A) প্রাণঘাতী জিন (B) পরিপূরক জিন
 (C) এপিষ্ট্যাটিক জিন (D) হাইপোস্ট্যাটিক জিন (Ans: C)
11. ষে প্রচ্ছন্ন এপিষ্ট্যাটিক-এর ফিনোটাইপিক অনুপাত হলো- [PUST-A : 19-20]
 (A) 9 : 7 (B) 13 : 3
 (C) 9 : 3 : 3 : 1 (D) 1 : 2 : 1 (Ans: A)
12. "Genetics" শব্দটি সর্বপ্রথম কে ব্যবহার করার প্রস্তাব করেন? [JUST-FBSTA : 19-20]
 (A) জোহান মেডেল (B) উইলিয়াম বেটসন
 (C) দ্য ব্রিস্ (D) করেল (Ans: B)

Part 5

সম্ভাব্য MCQ

01. কোনো F_1 জীবকে তার প্যারেন্টের সাথে ক্রস করানোর নাম—
 (A) টেস্ট ক্রস (B) ব্যাক ক্রস
 (C) মনোহাইব্রিড ক্রস (D) ডাইহাইব্রিড ক্রস Ans: B
02. বৈত প্রচ্ছন্ন এপিষ্ট্যাসিস এর অনুপাত হলো—
 (A) ১৩ : ৩ (B) ৯ : ৭
 (C) ১ : ২ : ১ (D) ১ : ৪ : ৬ : ৪ : ১ Ans: B

- 

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

প্রাণীর আচরণ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিজ্ঞানীর নাম ও অবদান :

বিজ্ঞানীর নাম	অবদান
অ্যারিস্টটল	প্রাণীর আচরণ সম্পর্কিত প্রথম তথ্য উপস্থাপন করেন।
উইলিয়াম হার্ভে	পাখির প্রজননকালীন আচরণ ও অপত্য লালনের ওপর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেন।
অগাস্ট কোথ	সর্বপ্রথম Altruism শব্দটি প্রণয়ন করেন।
কার্ল ভন ফ্রিস	মৌমাছির নৃত্যের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে প্রথম আলোকপাত করেন।

সহজাত আচরণ (Innate Behaviour) :

অনেকগুলো প্রতিবর্তী ক্রিয়ায় (reflex action) সৃষ্ট সরল, পূর্ব অভিজ্ঞতা বিবর্জিত, প্রজাতি সুনির্দিষ্ট (Species specific), শিক্ষণবিহীন ও বংশগত আচরণই হলো সহজাত আচরণ।

সহজাত আচরণের বৈশিষ্ট্য : ১। সহজাত আচরণ প্রজাতি নির্দিষ্ট।

২। সহজাত আচরণ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এবং জিন নিয়ন্ত্রিত।

৩। জন্মগত হলেও সব সহজাত আচরণ জন্মের সময় থেকে আত্মপ্রকাশ করে না।

৪। সহজাত আচরণ বংশপরম্পরায় অপরিবর্তিত থাকে।

৫। অপেক্ষাকৃত জটিল ক্রিয়ার মাধ্যমে সহজাত আচরণ আত্মপ্রকাশ করে।

চলন আচরণ বা ট্যাক্সিস :

উদ্দীপনার প্রভাবে কোনো বাহ্যিক লক্ষ্য সংক্রান্ত বা গতিপথ সংক্রান্ত (directional) জীবদেহের সামগ্রিক চলনই হলো ট্যাক্সিস।

ট্যাক্সিসের বৈশিষ্ট্য : • এটি সম্পূর্ণ অনৈচ্ছিক প্রতিক্রিয়া।

• এটি সহজে সংশোধিত বা পরিবর্তিত হয় না।

• প্রতিবর্ত ক্রিয়া সহজাত বা জন্মগত, শিক্ষালব্ধ নয়।

• খুব দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়।

• দিকমুখিতায় সম্পূর্ণ দেহ জড়িত থাকে।

• দিকমুখি চলন সরাসরি উদ্দীপনা শক্তির সমানুপাতিক।

ট্যাক্সিসের প্রকারভেদ :

দেহের দিকমুখিতার ভিত্তিতে :

ট্যাক্সিসের নাম	ধরন
ধনাত্মক ট্যাক্সিস	প্রাণী উদ্দীপকের উৎসের দিকে ঘুরে যায় বা গমন করে।
ঋণাত্মক ট্যাক্সিস	প্রাণী উদ্দীপকের উৎস থেকে দূরে সরে যায়।

দিকমুখিতার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকার ট্যাক্সিস :

১. ক্রাইনোট্যাক্সিস	৩. নেমোট্যাক্সিস	৫. ট্রোপোট্যাক্সিস
২. মেনোট্যাক্সিস	৪. টেলোট্যাক্সিস	

উদ্দীপনার উৎসের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকার ট্যাক্সিস :

১. ফটোট্যাক্সিস	৫. থার্মোট্যাক্সিস	৯. হাইড্রোট্যাক্সিস
২. অ্যানিমোট্যাক্সিস	৬. কেমোট্যাক্সিস	১০. সাপেক্ষ ট্যাক্সিস
৩. রিওট্যাক্সিস	৭. থিগমোট্যাক্সিস	১১. গ্যালাভানোট্যাক্সিস
৪. জিওট্যাক্সিস	৮. ফোনোট্যাক্সিস	

শিখন বা শিখন আচরণ (Learning or Learning behaviour) :

প্রাণীর যে আচরণ শিক্ষণ, প্রচেষ্টা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত হয়, তাকেই শিখন বা শিখন আচরণ বা শিক্ষালব্ধ আচরণ (Learning behaviour) বলা হয়।

শিখন আচরণের বৈশিষ্ট্য :

১. শিখন আচরণ জটিল প্রকৃতির, যাহা শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত হয়।

২. এ আচরণ স্বভাবজাত নয়, এমনকি প্রজাতি সুনির্দিষ্ট নয়।

৩. এই আচরণ সর্বদা পরিবর্তনশীল এবং অভিযোজনীয়।

৪. এ আচরণ প্রদর্শনের জন্য অভিজ্ঞতা এবং অনুশীলনের প্রয়োজন হয়।

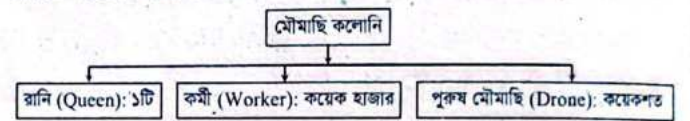
৫. এটি উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নতুন সম্পর্ক স্থাপন করে।

৬. সাধারণত উচ্চ শ্রেণির প্রাণীতে এই আচরণ পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু বংশপরম্পরায় প্রদর্শিত হয় না।

বাংলাদেশ (তিন প্রজাতির), ইউরোপ ও আফ্রিকায় প্রাপ্ত মৌমাছির প্রজাতি :

বাংলাদেশে প্রাপ্ত তিন প্রজাতির মৌমাছি :		
(i) <i>Apis indica</i>	(ii) <i>Apis dorsata</i>	(iii) <i>Apis florea</i>
ইউরোপ ও আফ্রিকায় প্রাপ্ত মৌমাছির প্রজাতি :		
(i) <i>Apis mellifera</i>	(ii) <i>Apis adamsoni</i>	

মৌমাছির জাত : একটি মৌচাকে তিন জাতের বা কাস্টের (caste) সদস্য মৌমাছি দেখা যায়। যেমন : একটি রানি (Queen), কয়েকশত পুরুষ (drone) এবং কয়েক হাজার কর্মী বা শ্রমিক (worker)। শ্রমবন্টনের ভিত্তিতে এদের দৈহিক গঠনের পার্থক্য দেখা যায়।



মৌমাছির বিভিন্ন জাতের কাজ :

মৌমাছির নাম	কাজ
রানি মৌমাছি	- ডিম পাড়া। - কলোনির প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করা। - ফেরোমোনের অক্সিডিকেনাইক অ্যাসিডের (Oxydecanoic acid) সাহায্যে মৌচাকের বিভিন্ন সদস্যদের সংঘবদ্ধ রাখা। - এরা অবিরাম বাচ্চা উৎপাদন করে কলোনির আকৃতি সমৃদ্ধ করে।
পুরুষ মৌমাছি	- সঙ্গম উড্ডয়নে অংশগ্রহণ করা। - প্রজাতির বংশ রক্ষা করা। - কলোনির তাপ নিয়ন্ত্রণ করার কাজে এরা অংশগ্রহণ করে থাকে।
কর্মী মৌমাছি	- মৌচাক পাহারা দেওয়া ও অনুপ্রবেশকারীকে আক্রমণ করা। - মৌচাকের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা বজায় রাখা। - রানির পরিচর্যা করা। - ক্রডের বিভিন্ন সদস্যদের যত্ন নেওয়া, খাদ্য প্রদান করা, মোম উৎপাদন ও চাক গঠন করা। - খাদ্যের অনুসন্ধান। - নেকটার, পানি, রেণু ইত্যাদির সাহায্যে মধু সৃষ্টি করা। - পরিস্থিতি অনুযায়ী অন্য কর্মী মৌমাছিকে হত্যা করা। - প্রোপোলিস উৎপাদন করা।

